২৯শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ২২:৮,১০–২৩:৪,২১-২৩

বিধান-পুস্তক আবিষ্কার ;
সন্ধি-নবায়ন ও পাস্কাপর্ব পালন

মহাযাজক হিল্কিয়া শাফান কর্মসচিবকে বললেন, 'আমি প্রভুর গৃহে বিধান-পুস্তক পেয়েছি!' হিল্কিয়া শাফানের হাতে পুস্তকটা তুলে দিলেন, আর শাফান তা পড়লেন। তাছাড়া শাফান কর্মসচিব রাজাকে বললেন, 'হিল্কিয়া যাজক আমাকে একটা পুস্তক দিয়েছেন।' আর শাফান রাজার সাক্ষাতে তা পাঠ করে শোনালেন। বিধান-পুস্তকের বাণীগুলো শুনে রাজা নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন। রাজা পরে হিল্কিয়া যাজক, শাফানের সন্তান আহিকাম, মিখাইয়ার সন্তান আকবোর, শাফান কর্মসচিব ও আসাইয়া রাজমন্ত্রীকে এই আজ্ঞা দিলেন, 'শীঘ্রই যাও ; এই যে পুস্তক পাওয়া গেছে, তার সমস্ত বাণী সম্বন্ধে তোমরা আমার হয়ে, জনগণের হয়ে, ও সমস্ত যুদার হয়ে প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান কর ; কারণ আমাদের উপরে প্রভুর যে রোষ জ্বলে উঠেছে, তা প্রচণ্ড, কারণ এই পুস্তকে আমাদের জন্য যা কিছু লেখা রয়েছে, সেইমত কাজ না করায় আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই পুস্তকের বাণীর প্রতি বাধ্য হননি।'

হিল্কিয়া যাজক, আহিকাম, আকবোর, শাফান ও আসাইয়া, এঁরা মিলে নারী-নবী হুল্দার কাছে গেলেন ; তিনি ছিলেন বস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ হার্হাসের পৌত্র তিক্‌বার সন্তান শাল্লুমের স্ত্রী ; তিনি যেরুসালেমের নতুন বিভাগে বাস করতেন। তাঁরা তাঁর কাছে নানা প্রশ্ন রাখলে পর তিনি এই উত্তর দিলেন, 'ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন : যে তোমাদের আমার কাছে পাঠিয়েছে, তাকে বল, প্রভু একথা বলছেন : দেখ, আমি এই স্থানের ও এখানকার অধিবাসীদের উপরে অমঙ্গল ডেকে আনছি, যুদা-রাজ যে পুস্তক পড়েছে, সেই পুস্তকে লেখা সকল বাণী বাস্তব রূপ লাভ করবেই। কারণ তারা আমাকে পরিত্যাগ করেছে, এবং অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালিয়ে তাদের নিজেদেরই হাতের কাজে আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে ; তাই এই স্থানের উপরে আমার রোষ জ্বলে উঠবে, তা নিভে যাবে না! কিন্তু যুদার রাজা, যিনি প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করতে তোমাদের পাঠিয়েছেন, তাঁকে একথা বল : ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন, তুমি যে সকল কথা শুনেছ, …। এই স্থানের বিরুদ্ধে ও তার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে আমি যে সকল বাণী উচ্চারণ করেছি, যথা, তারা যে আতঙ্ক ও অভিশাপের বস্তু হবে—তা শোনামাত্র যেহেতু তোমার হৃদয় কোমল হয়েছে ও তুমি পরমেশ্বরের সামনে নিজেকে অবনমিত করেছ, এবং নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলেছ ও আমার সামনে চোখের জল ফেলেছ, সেজন্য আমিও তোমার কথা শুনলাম। প্রভুর উক্তি! সুতরাং দেখ, আমি তোমার পিতৃপুরুষদের সঙ্গে তোমাকে মিলিত করব ; তোমাকে শান্তিতে তোমার সমাধিতে গ্রহণ করা হবে ; এই স্থানের উপরে আমি যে অমঙ্গল ডেকে আনছি, তোমার চোখ সেই সমস্ত কিছু দেখবে না।' তাঁরা রাজাকে এই বাণী জানালেন।

তখন রাজা যুদা ও যেরুসালেমের সমস্ত প্রবীণদের ডাকিয়ে এনে সমবেত করলেন। রাজা প্রভুর গৃহে গেলেন, তাঁর সঙ্গে গেল যুদার সমস্ত লোক, যেরুসালেমের সকল অধিবাসী, যাজকেরা, নবীরা ও উঁচু-নিচু সমস্ত শ্রেণির মানুষ। প্রভুর গৃহে পাওয়া সন্ধি-পুস্তকের মধ্যে যা বলা হয়েছে, তিনি তা তাদের সামনে পাঠ করিয়ে শোনালেন। মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে রাজা প্রভুর সামনে এই মর্মে একটা সন্ধি স্থির করলেন যে, তিনি প্রভুর অনুগামী হবেন ; তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁর আজ্ঞা, বিধি ও নিয়মনীতি পালন করবেন, আর এইভাবেই সেই পুস্তকে লেখা সন্ধির কথাসকল তিনি মেনে চলবেন। গোটা জনগণ সেই সন্ধি পালন করবে ব'লে প্রতিজ্ঞা করল।

রাজা মহাযাজক হিল্কিয়াকে, দ্বিতীয় শ্রেণির যাজকদের ও দ্বারপালদের আদেশ দিলেন, তাঁরা যেন বায়াল ও আশেরা দেব-দেবীর উদ্দেশে এবং আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীর উদ্দেশে তৈরী যত বস্তু প্রভুর গৃহ থেকে বের

করে দেন; সেই সবকিছু তিনি যেরুসালেমের বাইরে কেদ্রোনের মাঠে পুড়িয়ে দিয়ে তার ছাই বেথেলে নিয়ে গেলেন।

রাজা গোটা জনগণকে এই আজ্ঞা দিলেন, 'এই সন্ধি-পুস্তকে যেমন লেখা আছে, তোমরা সেই অনুসারে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পাস্কা পালন কর।' আসলে, ইস্রায়েলে যারা বিচারকর্ম অনুশীলন করেছিলেন, সেই বিচারকদের আমল থেকে, অর্থাৎ সকল ইস্রায়েল-রাজের ও যুদা-রাজের আমলে তেমন পাস্কা কখনও পালন করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে কেবল যোসিয়া রাজার অষ্টাদশ বর্ষেই যেরুসালেমে প্রভুর উদ্দেশে তেমন পাস্কা পালন করা হল।

শ্লোক যেরে ১১:৪; যোহন ১৫:১০

প্র তোমরা আমার প্রতি বাধ্য হও, এবং আমি যে সকল আজ্ঞা তোমাদের দিই, তা পালন কর,
উ তবেই তোমরা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর।
প্র তোমরা যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই,
উ তবেই তোমরা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু এউসেবিউসের উপদেশাবলি **উপদেশ ৬:১,৩,৫**

এই দিনটি তোমাদের কাছে সমস্ত অনুগ্রহের সূচনা এনে দিয়েছে

সন্তান আমার, শোন; আমি তোমাকে বলব কোন্ কারণে প্রভুর দিন-পালন ও কর্ম-বিরতি নির্দেশ দু'টো সম্প্রদান করা হয়েছে। যখন প্রভু নিজ শিষ্যদের হাতে রহস্যগুলো ন্যস্ত করলেন, তখন রুটি হাতে নিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, ও রুটি ছিঁড়ে তাঁদের দিয়ে বললেন, *গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ যা তোমাদের জন্য পাপমোচনের উদ্দেশ্যে ছেঁড়া হচ্ছে। তেমনি পানপাত্র তাঁদের দিয়ে তিনি বললেন, তোমরা সকলে এ পানপাত্র থেকে পান কর: এ আমার রক্ত, নবসন্ধির রক্ত, যা তোমাদের জন্য ও সকলের জন্য পাপমোচনের উদ্দেশ্যে পাতিত; আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।*

সুতরাং প্রভুর পবিত্র দিন হল প্রভুর স্মৃতিপালন; আর এজন্যই দিনটি প্রভুর দিন বলে অভিহিত, ঠিক যেন দিনগুলির মধ্যে প্রধান দিন। বস্তুতপক্ষে প্রভুর যন্ত্রণাভোগের আগে দিনটির নাম প্রভুর দিন নয়, নামটি ছিল প্রথম দিন। এই প্রথম দিনেই পুনরুত্থানের প্রথমফল হয়ে, অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির প্রথমফল হয়ে প্রভু উদিত হলেন; একই দিনে তিনি বিশ্বের কাছে পুনরুত্থানের প্রথমফল নিবেদন করলেন; আর এই দিনে—যেমন বলেছি—তিনি পবিত্রতম রহস্যগুলিও পালন করতে আজ্ঞা দিলেন। অতএব এ দিনটি তোমাদের কাছে সমস্ত অনুগ্রহের সূচনা এনে দিল, যথা: বিশ্বসৃষ্টির সূচনা, পুনরুত্থানের সূচনা ও সপ্তাহের সূচনা। তিনটে সূচনায় মণ্ডিত বলে এই দিনটি পবিত্রতম ত্রিত্বের প্রাধান্য ব্যক্ত করে।

সুতরাং, কাজ বন্ধ করে প্রার্থনায় সময় দেওয়াই হল আমাদের প্রভুর দিন-পালনের একমাত্র কারণ। কিন্তু কাজ বন্ধ করে তুমি গির্জায় যদি না যাও, তবে তোমার কোন লাভ হয়নি, এমনকি নিজেকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছ। অনেকেই প্রভুর দিন অপেক্ষা করে বটে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য এক নয়। যারা ঈশ্বরকে ভয় করে, তারা দিনটি এজন্য অপেক্ষা করে, যাতে তাঁর প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করতে পারে ও তাঁর অমূল্য দেহরক্ত গ্রহণে নিজেদের সঞ্জীবিত করতে পারে; কিন্তু যারা ধূর্ত ও অলস, তারা প্রভুর দিন এজন্যই অপেক্ষা করে, যাতে পরিশ্রম থেকে রেহাই পেতে পারে ও অপকর্ম সাধনে সময় কাটাতে পারে।

যারা গির্জায় আসে, তারা কী দেখে? আমিই একথা তোমাকে বলব: তারা সেই খ্রীষ্ট প্রভুকে দেখে যিনি পবিত্র বেদির উপরে রাখা; আরও, তারা দেখে সেই সেরাফদূত বাহিনীকে যাঁরা গান করেন পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র; তারা দেখে পরমাত্মার আগমন ও তাঁর উপস্থিতি, সেই নবী ও রাজা দাউদকে যিনি গান করেন, সেই ধন্য প্রেরিতদূত পলকে যিনি সকলের অন্তরে চেতনা সঞ্চার করেন, স্বর্গদূতদের বন্দনাগান, চিরধ্বনিত আল্লেলুইয়া, স্বর্গপ্রাণীদের কণ্ঠস্বর, প্রভুর নির্দেশবাণী, বিশপ ও যাজকদের উপদেশ ও শিক্ষাবাণী—এ সমস্ত এমন আত্মিক ও স্বর্গীয় বিষয়, যা আমাদের পরিত্রাণ ও স্বর্গরাজ্য এনে দেয়।

অতএব যারা গির্জায় যায়, তারা উপরোক্ত বিষয়গুলোর অভিজ্ঞতা করে; কেননা এই সেই দিনটি, যা প্রার্থনা ও বিশ্রামের জন্য তোমাকে দেওয়া হয়, *এই তো সেই দিন যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন; এদিনে, এসো, মেতে উঠি; এসো, আনন্দ করি;* আর যিনি এ দিনটিতে পুনরুত্থান করলেন, এসো, তাঁকে পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে গৌরব আরোপ করি এখন ও চিরকাল, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক সাম ১১৮:২৪; ১ করি ১৫:৩-৪

প্র এই তো সেই দিন যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন,
উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি, এসো, আনন্দ করি।
প্র খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য, শাস্ত্র অনুযায়ী, মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁকে সমাধি দেওয়া হল; এবং শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন।
উ এদিনে, এসো, মেতে উঠি, এসো, আনন্দ করি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ২৬:১-৪,৯-১৮

গুণবতী নারী ও ধূর্ত নারী

যার বধূ গুণবতী, সেই মানুষ, আহা, কেমন সুখী!
দ্বিগুণ হবে তার আয়ুষ্কাল।
উত্তম বধূ তার নিজের স্বামীর সুখ,
তার স্বামী শান্তিতেই জীবনযাপন করবে।
গুণবতী বধূ উত্তম সম্পদ!
তাকে তাদেরই জন্য বণ্টন করা হয়, যারা প্রভুকে ভয় করে।
সেই স্বামী ধনী হোক কি নির্ধন হোক, তার হৃদয় আনন্দিত হবে,
যে কোন সময় উৎফুল্ল হবে তার মুখ।
স্ত্রীলোকের উচ্ছৃঙ্খলতা তার বড় বড় চোখেই প্রকাশিত,
তার চোখের পাতাই তা সত্য বলে প্রমাণ করে।
জেদি মেয়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ,
প্রশ্রয় পেলে সে যেন কোন সুযোগ সৃষ্টি না করে।
তার নির্লজ্জ চোখের বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখ,
সে তোমার অসম্মান ঘটালে আশ্চর্য হয়ো না!
পিপাসিত যাত্রী যেমন মুখ খুলে
পাশাপাশির যে কোন জল পান করে,
তেমনি সে তাঁবুর প্রতিটি খুঁটির ধারে ধারে ব'সে
যত তীরের জন্য তূণ খুলে দেয়।
বধূর লাবণ্য স্বামীকে মুগ্ধ করবে,
তার সদ্‌জ্ঞান তার সমৃদ্ধি ঘটায়।
নীরব নারী, এ প্রভুরই দান,
মার্জিত চরিত্রের মূল্যে কোন দাম মেটে না।
শালীনা নারী অনুগ্রহধারা স্বরূপ,
বিনয়িনী প্রাণের মূল্য গণনার অতীত।
সূর্য প্রভুর পাহাড়পর্বতের উপরে উজ্জ্বল,
গুণবতী নারীর সৌন্দর্যই তার গৃহের ভূষণ।

পবিত্র দীপাধারের উপরে যেমন জ্বলন্ত প্রদীপ,
তেমনি সুগঠিত দেহে মুখমণ্ডলের কান্তি।
রুপোর ভিত্তির উপরে যেমন সোনার স্তম্ভ,
তেমনি দৃঢ় পায়ের পাতার উপরে সুগঠিত পা।

শ্লোক ১ করি ১১:১১,১২; সিরা ২৬:১৬

প্র প্রভুতে নারীও পুরুষ ছাড়া নয়, পুরুষও নারী ছাড়া নয়।
উ যেমন পুরুষ থেকেই নারীর উদ্ভব, তেমনি আবার নারীর মধ্য থেকেই পুরুষের উদ্ভব; আবার, সবই ঈশ্বর থেকেই উদ্গত।
প্র সূর্য প্রভুর পাহাড়পর্বতের উপরে উজ্জ্বল, গুণবতী নারীর সৌন্দর্যই তার গৃহের ভূষণ।
উ যেমন পুরুষ থেকেই নারীর উদ্ভব, তেমনি আবার নারীর মধ্য থেকেই পুরুষের উদ্ভব; আবার, সবই ঈশ্বর থেকেই উদ্গত।

দ্বিতীয় পাঠ - বৃন্দিসির সাধু লরেন্সের উপদেশাবলি পঞ্চাশত্তমী পর্বের পরবর্তী সোমবার, উপদেশ ১

ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন!

এই তো পাপের মৃত্যুজনক বিষের বিরুদ্ধে ঔষধ: খ্রীষ্টে জীবন্ত ও প্রকৃত বিশ্বাস, *যে বিশ্বাস ভালবাসা দ্বারা কার্যকর*, ভালবাসা দ্বারা ও বিশেষভাবে ঈশ্বর-প্রেম দ্বারাই সক্রিয় যে বিশ্বাস, কেননা ঈশ্বর-প্রেম যার নেই, তার আছে মৃত্যু! *যে ভালবাসে না, সে মৃত্যুতে বসবাস করে।*

এই তো সেই বিচার: এই ভিত্তিতেই জগৎ বিচারিত ও দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য, কারণ *আলো জগতের মধ্যে এলেন*, ঈশ্বর মানুষ হলেন, *কিন্তু মানুষ সেই আলোর চেয়ে অন্ধকার ভালবেসেছে*, স্রষ্টার স্থানে সৃষ্টিকে ভালবেসেছে, ও সত্য, সদ্‌গুণ, অনুগ্রহ ও অনন্ত জীবনের স্থানে ভুলভ্রান্তি, রিপু, পাপ ও মৃত্যুকেই ভালবেসেছে; মানুষ *মন্দকে ভাল, আর ভালকে মন্দ* বলেছে, এবং *অন্ধকার আলোয়, ও আলো অন্ধকারে* পরিণত করেছে।

সুতরাং ভাই, সাবধান থাক, যেন আলোর চেয়ে অন্ধকার ভাল না বাস। তুমি তো কিছু ভালইবাসতে বাধ্য বটে, কেননা ভালবাসা হৃদয়ের প্রকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যেভাবে আগুন ক্ষেত্রে উত্তাপ ও সূর্য ক্ষেত্রে আলো। এখন, ভালবাসার বস্তু হিসাবে আলো ও অন্ধকার, ঈশ্বর ও জগৎ, সদ্‌গুণ ও রিপু, জীবন ও মৃত্যু, মঙ্গল ও অমঙ্গল তোমার সামনে উপস্থাপিত। সাবধান হয়ে বেছে নাও, কেননা যদি আলোর চেয়ে অন্ধকার, মিষ্টতার চেয়ে তিক্ততা ভালবাস, তবে মৃত্যুতেই থাকবে। *ঈশ্বর আলো*, কিন্তু জগৎ অন্ধকার; ঈশ্বর সোনা, কিন্তু জগৎ কাদা।

আহা, আমার অনুরোধ, ঈশ্বরের প্রতি যেন কৃতঘ্নতা না দেখাই! পিতা যেভাবে প্রিয়তম সন্তানদের ভালবাসেন, ঈশ্বর সেভাবে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, এমনকি অধিক মমতাময়ী মাতার মতই আমাদের ভালবাসেন। তিনি বলেন: *কোন নারী কি নিজের কোলের শিশুকে ভুলে যেতে পারে? নিজের গর্ভজাত সন্তানকে কি স্নেহ না করে পারে? তারা যদিও ভুলে যায়, আমি তোমাকে ভুলব না।* অতএব এসো, আমরাও ঈশ্বরকে ভালবাসি, উত্তম সন্তানেরা তাদের উত্তম পিতাকে যেভাবে ভালবাসে। হে মানুষ, একথা ভাব যে, ঈশ্বর তোমাকে এতই ভালবেসেছেন যে, তোমার জন্য, তোমার ব্যক্তিগত পরিত্রাণেরই জন্য নিজ পুত্রকে দান করেছেন: *এখন এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরপুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি, যিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন। বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই।*

বস্তুত ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন! যখন ইস্রায়েল জাতি মিশরে তীব্রতম স্বৈরাচারের অধীন হয়ে হিংস্র ফারাও দ্বারা অত্যাচারিত ছিল, তখন ঈশ্বর মমতায় বিগলিত হয়ে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন ও আগুনে জ্বলন্ত কাঁটাঝোপের মধ্যে মোশীর কাছে দেখা দিলেন। এ সমস্ত কিছুর অর্থ কী? বন্ধু যখন বন্ধুর প্রতি গভীর ভালবাসা দেখাতে চায়, তখন বলে, আমি তোমার জন্য আগুনেও ঝাঁপ দেব! সেইভাবে ঈশ্বর আগুনের শিখা ও ঝোপের কাঁটার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলেন, যাতে আমাদের প্রতি নিজ জ্বলন্ত প্রেম দেখাতে পারেন; এও যেন দেখাতে পারেন যে, তিনি নিজেই একদিন আমাদের জন্য তীব্রতম যন্ত্রণা ভোগ করবেন—খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগই এর সাক্ষি!

যখন বিধান দিতে ইহলোকে নেমে এলেন, তখনও তিনি আগুনের শিখা ও অন্ধকারের মধ্যে নামলেন: শিখা দণ্ডের যন্ত্রণা লক্ষ করে, আর অন্ধকার মৃত্যু ও মঙ্গল-অভাব লক্ষ করে। বাস্তবিকই ঈশ্বর একদিন বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে ও মৃত্যু বরণ করতে এলেন যাতে ঐশবিধান পালনের জন্য যে অলৌকিক শক্তি প্রয়োজন, তিনি তা মানুষকে দিতে পারেন, আর বিধান পালনের ফলে মানুষ যেন অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে। এতে ঈশ্বরের ভালবাসা প্রজ্ঞাময়, তত্ত্বাবধায়ক, ন্যায্য, শক্তিশালী, সহিষ্ণু, ধর্মময়, ধৈর্যশীল ও সমস্ত সদ্‌গুণ-মণ্ডিত।

শ্লোক যোহন ৩:১৬; হাবা ৩:১৩

প্র ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন,
উ তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে।
প্র তুমি বেরিয়ে পড়েছ তোমার জনগণকে পরিত্রাণ করতে, তোমার খ্রীষ্ট দ্বারা তাকে
পরিত্রাণ করতে:
উ তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - নাহুম ১:১-৮; ৩:১-৭,১২-১৫ক

নিনিভের উপরে ঈশ্বরের দণ্ডাজ্ঞা

নিনিভে সম্বন্ধে দৈববাণী।
এল্কোশ-নিবাসী নাহুমের দর্শন-পুস্তক।
প্রভু এমন ঈশ্বর, যিনি ভালবাসায় প্রতিযোগী সহ্য করেন না;
তিনি প্রতিফলতাদা ঈশ্বর;
প্রভু প্রতিফলদাতা, তিনি ক্রোধে মহান!
প্রভু তাঁর বিরোধীদের প্রতিফল দেন,
তাঁর শত্রুদের প্রতি আক্রোশ রাখেন।
প্রভু ক্রোধে ধীর, পরাক্রমে মহান,
তিনি অদণ্ডিত কিছুই রাখেন না।
ঝড়ো বাতাস ও ঝঞ্ঝাই প্রভুর পথ,
মেঘপুঞ্জ তাঁর পদধূলি।
তিনি সমুদ্রকে ধমক দেন, তা শুষ্ক হয়,
তিনি যত জলস্রোত শুকিয়ে দেন।
বাশান ও কার্মেল ম্লান হয়,
লেবাননের ফুলও নিস্তেজ হয়।
তাঁর সম্মুখে পাহাড়পর্বত কম্পিত হয়,
উপপর্বতগুলো টলমান হয়;
পৃথিবী, জগৎ ও তার অধিবাসী সকলেই তাঁর সামনে উঠে দাঁড়ায়।
তাঁর কোপের সামনে কে দাঁড়াতে পারে?
কেইবা তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের সম্মুখীন হতে পারে?
তাঁর রোষ ছড়িয়ে পড়ে আগুনের মত,
তাঁর উপস্থিতিতে শৈল ফেটে পড়ে।
প্রভু মঙ্গলময়,
সঙ্কটকালে দৃঢ়দুর্গই তিনি;

যারা তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখে, তাদের তিনি জানেন,
যখন বন্যা এগিয়ে আসে, তখনও তিনি তাদের জানেন।
যারা তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তিনি তাদের সংহার করেন,
তাঁর শত্রুদের তিনি অন্ধকারে ধাওয়া করেন।
ওই রক্তপাতী নগরীকে ধিক্!
সে মিথ্যায় ভরা, অত্যাচারে পরিপূর্ণা,
লুট করতেও কখনও ক্ষান্ত নয়!
চাবুকের আওয়াজ, চাকার ঘর্ঘর,
ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ, চলন্ত রথের আওয়াজ,
অশ্বারোহীর দলবদ্ধ আগমন, খড়্গের বিদ্যুৎ-ঝলক,
বর্শার উজ্জ্বল ঝলসানি, রাশি রাশি ক্ষতবিক্ষত মানুষ,
মৃতদেহের ঢিপি, লাশের শেষ নেই,
শবের উপরে লোকে হোঁচট খায়!
তেমনটি হচ্ছে সেই বেশ্যার অসংখ্য বেশ্যাগিরির ফলে,
সেই পরমাসুন্দরী মায়াবিনী নিজের বেশ্যাগিরিতে জাতিসকলকে,
নিজের মায়াতে গোষ্ঠীসকলকে নিজের অধীন করত।
দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে,
—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি—
আমি তোমার সায়া তুলে তোমার মুখের উপরে টেনে দেব,
জাতিসকলের কাছে তোমার উলঙ্গতা,
ও রাজ্যসকলের কাছে তোমার লজ্জা দেখাব।
আমি তোমার গায়ে ময়লা ছুড়ে মারব,
তোমাকে লজ্জা দেব, তোমাকে করব ঘৃণ্য বস্তু।
তখন যে কেউ তোমাকে দেখবে,
সে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে;
সে বলবে: 'নিনিভে এবার বিলুপ্ত!'
কে তার জন্য শোক করবে?
কোথায় গিয়ে আমি এমন কাউকে পাব, যে তোমাকে সান্ত্বনা দেবে?
তোমার সমস্ত দৃঢ়দুর্গ আশুপক্ক ফলে ভরা ডুমুরগাছমাত্র;
গাছে ঝাঁকুনি দিলেই যত ফল পড়ে তার মুখে, যে সেগুলো খেতে চায়।
দেখ, তোমার মধ্যে প্রজারা কেবল স্ত্রীলোক,
তোমার দেশের নগরদ্বার তারা শত্রুদের জন্য খুলে রাখে,
আগুন তোমার যত অর্গল গ্রাস করে!
অবরোধকালের জন্য জল তোল,
দৃঢ় কর তোমার যত দুর্গ,
কাদা ছান, ইটের পাঁজা সাজাও।
কিন্তু তবুও আগুন তোমাকে গ্রাস করবে,
খড়্গ তোমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করবেই।

শ্লোক নাহুম ১:৬,৭; রো ৫:৯ দ্রঃ

℣ ঈশ্বরের কোপের সামনে কে দাঁড়াতে পারে? কেইবা তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের সম্মুখীন হতে পারে?

℟ প্রভু মঙ্গলময়; যারা তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখে, তাদের তিনি জানেন।
℣ তাঁর রক্তে আমরা যখন ধর্মময় হয়ে উঠেছি, তখন তাঁরই দ্বারা আমরা ঐশক্রোধের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব।
℟ প্রভু মঙ্গলময়; যারা তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখে, তাদের তিনি জানেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু হিপলিতুস-লিখিত 'চরমকাল প্রসঙ্গ' **২৬৪:৫৫**

পুণ্যবান নবীরা আমাদের চোখের মত হয়েছেন

পুণ্যবান নবীরা যেন আমাদের চোখের মত ছিলেন, কারণ বিশ্বাসে ঐশবাণী-রহস্যের পূর্বদর্শন পেলেন। তাঁদের উত্তরপুরুষদের কাছে তাঁরা ভাবীকালীন বিষয়ই ঘোষণা করেছিলেন বটে, তবু আমাদের কাছে কেবল অতীত বিষয় ঘোষণা করেননি, ঠিক যেন তাঁরা শুধু এক নির্দিষ্ট যুগের পক্ষেই নবী ছিলেন; তাঁরা বরং আমাদেরও কাছে এমন বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছেন যা সর্বকালের মানুষেরই উপকার। বস্তুতপক্ষে তাঁরাই শুধু নবী বলে অভিহিত ছিলেন, যাঁরা সত্যিই নবী ছিলেন।

নবীয় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ও ঈশ্বরের স্বয়ং বাণী দ্বারা উপযুক্তভাবে সম্মানিত হয়ে এ সকল মানুষের মধ্যে কয়েকজন, আঙুল দ্বারা স্পর্শ করা এমন বীণারই তারগুলির মত সংযুক্ত হয়ে আমাদের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রচার করছিলেন; কেননা নবীরা নিজেদের অধিকার বলে ভবিষ্যদ্বাণী দিতেন না, দিলে আমাদের প্রবঞ্চনাই করতেন; নিজেদের ইচ্ছামতও প্রচার করতেন না; বরং বাণী দ্বারা তাঁরা আগে ব্যাপারটা সঠিক ভাবে বুঝতেন, তারপরে দর্শন দ্বারা অধিক উত্তম হতে উদ্বুদ্ধ হতেন, যার ফলে যখন বিশেষ একটা দায়িত্ব পেতেন, তখন যা কিছু কেবল তাঁদেরই কাছে দেওয়া হয়েছিল, সেই ঐশপ্রকাশ উত্তমরূপে ব্যক্ত করতে পারতেন। তা না হলে কোন্ কারণেই বা তাঁরা নবী হিসাবে ভবিষ্যদ্বাণী দিতেন? পরমাত্মা দ্বারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে বিষয়ের পূর্বদর্শন পেতেন, তা ঘোষণা করতেন; আর কেবল অতীতকালেরই ঘটনার কথা প্রচার করতেন না, করলে সবাই তা দেখতে পেত, বরং সত্যিই আমাদের কাছে ভাবী বিষয় ঘোষণা করলেন, আর এজন্যই তাঁরা আজও নবী বলে সম্মানিত।

সুতরাং, আদি থেকে তাঁরাই নবী বলে পরিগণিত, যাঁরা পূর্বদর্শন পান। তাঁদের উত্তম বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরাও মানুষকে উদ্বুদ্ধ করি: আমরা যখন নতুন কিছু বর্ণনা করতে শুরু করি, তখন তা আমাদের প্রজ্ঞাবলেই ঘটে না, কিন্তু আদি থেকে যে সমস্ত বাণী উচ্চারিত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে, সেই বাণীগুলো সর্বকালের মাঝপথে পেয়ে আমরা তা তাদেরই কাছে প্রচার করি যারা সঠিকভাবে বিশ্বাস করতে পেরেছে, যাতে সেই বাণীতে আমাদের ও তাদেরও উপকার হয়। যারা মনোযোগ দেয়, তাদের কাছে আমরা সঠিক ভাবে ভাবী বিষয় অভিব্যক্ত করি, ও যারা একসময়ে শুনবে, তাদের কাছে নবীয় বাণীর প্রভাব দেখাব।

শ্লোক ১ পি ১:১০,১২; মথি ১৩:১৭

℣ তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্রহ সম্পর্কে যে নবীরা ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে গেছিলেন, তাঁরা তেমন পরিত্রাণের প্রসঙ্গেই অনুসন্ধান ও অন্বেষণ করেছিলেন;
℟ তাঁদের কাছে একথা প্রকাশিত হয়েছিল যে, তাঁরা নিজেদের জন্য নয়, কিন্তু তোমাদেরই জন্য সেই সকল বিষয়ের সেবক ছিলেন।
℣ তোমরা যা দেখছ, তা অনেক নবী ও ধার্মিক মানুষ দেখতে বাসনা করেও দেখতে পাননি; এবং তোমরা যা শুনছ, তা তাঁরা শুনতে বাসনা করেও শুনতে পাননি।
℟ তাঁদের কাছে একথা প্রকাশিত হয়েছিল যে, তাঁরা নিজেদের জন্য নয়, কিন্তু তোমাদেরই জন্য সেই সকল বিষয়ের সেবক ছিলেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ২৭:২২–২৮:৭ক

ক্রোধ ও প্রতিশোধের বিরুদ্ধে বাণী

যে চোখ পিটপিট করে, সে অনিষ্ট আঁটে,

কেউ তা থেকে তাকে বিরত করতে পারবে না।
তোমার সামনে তার কথা মিষ্ট,
তোমার আলাপে সে বিস্ময় প্রকাশ করে,
কিন্তু তোমার পিছনে উল্টো কথা বলবে,
ও তোমার কথা পদস্খলনের ব্যাপারেই পরিণত করবে।
আমি বহু কিছু ঘৃণা করি, কিন্তু তার মত কিছুই ঘৃণা করি না;
প্রভুও তাকে ঘৃণা করেন।
ঊর্ধ্বে যে পাথর ছোড়ে, সে নিজের মাথার উপরেই তা ছোড়ে,
পিঠে আঘাত তাকেই আঘাত করে, যে আঘাত হেনেছে।
যে গর্ত খোঁড়ে, সে নিজে তার মধ্যে পড়বে,
যে ফাঁস বসায়, সে তাতে জড়িয়ে পড়বে।
অপকর্ম অপকর্মার উপরেই আবার নেমে আসবে,
তা কোথা থেকে আসে, সে তাও বুঝতে পারবে না।
বিদ্রূপ ও অপমান অহঙ্কারীর চিহ্ন,
কিন্তু প্রতিশোধ সিংহের মত তার জন্য ওত পেতে থাকবে।
ভক্তপ্রাণদের পতনে যারা আনন্দিত, তারা ফাঁসে ধরা পড়বে,
মৃত্যুর আগে যন্ত্রণাই তাদের ক্ষয় করবে।
ক্ষোভ ও ক্রোধ: তাও জঘন্য বস্তু,
পাপী মানুষ দু'টোতেই নিপুণ।
যে প্রতিশোধ নেয়, সে প্রভুর প্রতিশোধের অভিজ্ঞতা করবে,
যিনি পাপের সূক্ষ্ম হিসাব রাখেন।
তোমার প্রতিবেশীর অপরাধ ক্ষমা কর,
আর যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন তোমার পাপের ক্ষমা হবে।
যে কেউ অন্তরে অপরের প্রতি ক্রোধ পোষণ করে,
সে কেমন করে প্রভুর কাছে সুস্থতা দাবি করবে?
সে যখন তার নিজের সদৃশ মানুষেরই প্রতি দয়াবান নয়,
তখন কোন্ সাহসেই বা নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে?
রক্তমাংসের মানুষমাত্র হয়ে সে যখন অন্তরে ক্ষোভ রাখে,
তখন কেইবা তার পাপ ক্ষমা করবে?
তোমার শেষ পরিণামের কথা মনে রাখ, আর ঘৃণা নয়!
ক্ষয় ও মৃত্যুর কথা মনে রেখে আজ্ঞাগুলির প্রতি বিশ্বস্ত থাক।
আজ্ঞাগুলির কথা মনে রাখ, অন্তরে প্রতিবেশীর প্রতি ক্ষোভ রেখো না।

শ্লোক সিরা ২৮:১,২; মথি ৬:১৪ দ্রঃ

প্র যে প্রতিশোধ নেয়, সে প্রভুর প্রতিশোধের অভিজ্ঞতা করবে, যিনি পাপের সূক্ষ্ম হিসাব রাখেন।
উ তোমার প্রতিবেশীর অপরাধ ক্ষমা কর, আর যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন তোমার পাপের ক্ষমা হবে।
প্র তুমি যদি লোকদের দোষত্রুটি ক্ষমা কর, তবে তোমার স্বর্গস্থ পিতা তোমাকেও ক্ষমা করবেন।
উ তোমার প্রতিবেশীর অপরাধ ক্ষমা কর, আর যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন তোমার পাপের ক্ষমা হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রীষ্টে জীবন' ১ম পুস্তক

খ্রীষ্টের বিজয়

পাপশূন্য হয়ে স্বয়ং প্রভু তীব্রতম বহুযন্ত্রণা সাহসের সঙ্গে সহ্য করে মৃত্যু বরণ করেন: মানুষ হিসাবে মানুষের

পক্ষসমর্থন আপন করে মানবদশা ধারণ করেন; অপরাধ থেকে মানববংশের মুক্তি সাধন করেন, ও বেড়িতে আবদ্ধ ক্রীতদাসকে সেই স্বাধীনতা দান করেন, যে স্বাধীনতা ঈশ্বর ও প্রভু হওয়ায় তাঁর প্রয়োজন ছিল না।

এ হল সেই সমস্ত বিষয় যা গুণে আমরা ত্রাণকর্তার মৃত্যু দ্বারা প্রকৃত জীবন অর্জন করেছি। যে উপায় দ্বারা আমরা আমাদের আত্মায় তেমন জীবন আকর্ষণ করি, সেই উপায় এ: রহস্যগুলিতে দীক্ষাগ্রহণ, যথা প্রক্ষালন, তৈলাভিষেক ও পবিত্র ভোজে অংশগ্রহণ। তেমন সাধকদের অন্তরে খ্রীষ্ট এসে বাস করেন, নিজের সঙ্গে তাদের মিলিত করেন, পাপ বর্জন করেন, নিজের জীবন ও শক্তি দান করেন, নিজের বিজয়ের সহভাগী করেন, পরিশুদ্ধদের মালায় ভূষিত করেন, ও নিমন্ত্রিতদের প্রশংসাবাদ করেন। কিন্তু কেমন ও কোন্ কারণেই প্রক্ষালন, তৈলাভিষেক ও পবিত্র ভোজ সেই বিজয় ও সেই মালা দান করতে পারে, যা পরিশ্রম, শ্রান্তি ও ঝুঁকিরই পুরস্কার? এ রহস্যগুলিতে অংশ নিয়ে আমরা যদিও সংগ্রাম করি না, শ্রমও করি না, তথাপি আমরা তাঁর সংগ্রাম উদ্‌যাপন করি, তাঁর বিজয় গ্রহণ করি, তাঁর বিজয়চিহ্ন পূজা করি, এবং দেখাই যে, সেই পরমশক্তিশালী, উৎকৃষ্ট ও অতুল্য বীরযোদ্ধাকে ভালবাসি। তাঁর সেই ক্ষত, যন্ত্রণা ও মৃত্যু নিজেরাই ধারণ করে আমরা আমাদের পক্ষে যেভাবে সম্ভব তা নিজেরই বলে দাবি করি, এবং মৃত্যুবরণ ক'রে কিন্তু আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে সেই একই মাংস খাদ্যরূপে গ্রহণ করি। ফলে আমরা যে সেই মৃত্যু ও সেই সংগ্রামের প্রচুর ফল উপভোগ করি, তা যে বিধেয় নয় এমন নয়। প্রক্ষালন ও পবিত্র ভোজই এ সমস্ত বিষয় এনে দিতে সক্ষম, অর্থাৎ, পরিমিত পবিত্র ভোজ ও শালীন তৈলাভিষেকের সুখ সেই সমস্ত বিষয় বাস্তব করতে পারে। বস্তুত আমরা যখন দীক্ষিত হই, তখন সেই জঘন্য স্বৈরশাসককে নিন্দা করি, তাকে অবজ্ঞা করি, আমাদের কাছ থেকে তাকে দূরেই ঠেলে দিই; অপর দিকে সেই পরমশক্তিশালী বীরযোদ্ধাকে সমাদর করি, পূজা করি, সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসি ও ভালবাসার আতিশয্যে আমরা ঠিক যেন রুটিতে পরিতৃপ্ত, সুগন্ধিতে অভিষিক্ত ও জলে উচ্ছলিত হয়ে উঠি।

এ কথাও স্পষ্ট যে, তেমন সংগ্রাম তিনি আমাদের জন্যই আপন করে গ্রহণ করলেন, এবং আমরা যেন বাঁচি তিনি মৃত্যু অস্বীকার করেননি। ফলে এ রহস্যগুলি থেকে আমরা যে মালার নাগাল পেয়েছি, তা অযৌক্তিক ও অন্যায্য নয়; কেননা সাধ্যমত আমরা ভক্তি ও সদিচ্ছার পরিচয় দিয়েছি, ও একথা শুনে যে, এ জলকুণ্ড খ্রীষ্টের মৃত্যু ও সমাধির কার্যশক্তির অধিকারী, আমরা বিশ্বাস করি, সেই জলকুণ্ডের ধারে এগিয়ে যাই ও স্বচ্ছন্দেই তাতে ডুব দিই, কারণ প্রভু সামান্য বিষয় দান করেন না, আর তাছাড়া তিনি শিথিলতা ঘৃণা করেন। কিন্তু মৃত্যু ও সমাধির পরে, যারা ভক্তিভরে তাঁর কাছে যায়, তাদের গ্রহণ করে তিনি যে তাদের একটা মালা দেন বা তাদের নিজ গৌরবের অংশীদার করেন এমন নয়, বরং বিজয়ী ও মাল্যভূষিত বলে নিজেকেই দান করেন। আমরা যখন পবিত্র জলকুণ্ড থেকে উঠে আসি, তখন আত্মায় ও দেহে, মাথায়, চোখে ও অন্য সমস্ত অঙ্গে আমরা পাপশূন্য ও অক্ষয়শীল স্বয়ং ত্রাণকর্তাকেই সেভাবে বরণ করি, তিনি যেভাবে পুনরুত্থিত অবস্থায় আছেন, যেভাবে শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন ও যেভাবে স্বর্গারোহণ করেছিলেন, যেভাবে তিনি এই ধন ফিরে চাইতে পুনরাগমন করবেন।

শ্লোক কল ২:১২-১৩ দ্রঃ

প্র দীক্ষাস্নানে তোমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়েছ, তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছ,
উ কেননা যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করেছ।
প্র তোমরা যারা অপরাধের কারণে মৃত অবস্থায় ছিলে, তোমাদের সকলকে ক্ষমা করে ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে তোমাদেরও পুনরুজ্জীবিত করেছেন,
উ কেননা যিনি মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করেছ।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ বংশ ৩৫:২০–৩৬:১২

যুদা-রাজ্য কলুষিত;
বাবিলনে নির্বাসন

এই সমস্ত কিছুর পর, যোসিয়া মন্দির-সংস্কার করার পর, মিশর-রাজ নেখো কার্কেমিশে যুদ্ধ করতে গেলেন; জায়গাটা ইউফ্রেটিস নদীর কাছে; যোসিয়া তাঁর বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে নামলেন। কিন্তু নেখো দূত পাঠিয়ে যোসিয়াকে বলে দিলেন, 'যুদা-রাজ, আমার ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? আমি তো আজ তোমাকে আক্রমণ করতে আসছি না, আমার বিবাদ অন্য কুলেরই সঙ্গে। পরমেশ্বর আমাকে ব্যস্ত হতে বলেছেন; তাই যখন পরমেশ্বর আমার সঙ্গে আছেন, তখন তুমি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ো না, পাছে তিনি তোমার সর্বনাশ ঘটান।' তবু যোসিয়া পিছটান দিলেন না, বরং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে তিনি, নেখোর বাণী পরমেশ্বরের মুখ থেকে আগত হলেও তা শুনলেন না, এবং মেগিদ্দো সমতল ভূমিতে আক্রমণ চালালেন। তীরন্দাজেরা যোসিয়া রাজাকে লক্ষ করে তীর ছুড়ল; তখন রাজা তাঁর অধিনায়কদের বললেন, 'আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাও, আমি দারুণ আঘাতে আহত হয়েছি।' তাঁর অধিনায়কেরা তাঁকে সেই রথ থেকে তুলে অন্য একটা রথে উঠিয়ে যেরুসালেমে নিয়ে গেল, আর সেখানে তাঁর মৃত্যু হল। তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষদের সমাধিমন্দিরে সমাধি দেওয়া হল। যুদার ও যেরুসালেমের সকলে যোসিয়ার জন্য শোকপালন করল। যেরেমিয়া যোসিয়াকে কেন্দ্র করে একটা বিলাপ-গীতি রচনা করলেন; যোসিয়ার জন্য শোকপালনে সকল গায়ক ও গায়িকা আজও সেই বিলাপ-গীতি গায়; তা ইস্রায়েলে প্রথাই হয়ে উঠেছে। সেই গীতিকা বিলাপগাথায় সঙ্কলিত রয়েছে।

যোসিয়ার বাকি যত কর্মকীর্তি, এবং প্রভুর বিধানের বিধিমতে তাঁর সাধিত সাধুকর্ম—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর যত কর্মকীর্তি—দেখ, এই সমস্ত কথা ইস্রায়েল ও যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

তখন দেশের লোকেরা যোসিয়ার সন্তান যেহোয়াহাজকে নিয়ে তাঁর পিতার পদে যেরুসালেমে রাজা বলে ঘোষণা করল। যেহোয়াহাজ তেইশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে তিন মাস রাজত্ব করেন। মিশর-রাজ যেরুসালেমে তাঁকে পদচ্যুত করে দেশের উপর একশ' রুপোর বাট ও এক সোনার বাট হিসাবে কর ধার্য করলেন। মিশর-রাজ তাঁর ভাই এলিয়াকিমকে যুদা ও যেরুসালেমের রাজা করলেন, এবং তাঁর নাম পাল্টিয়ে যেহোইয়াকিম রাখলেন। পরে নেখো তাঁর ভাই যেহোয়াহাজকে ধরে মিশরে নিয়ে গেলেন।

যেহোইয়াকিম পঁচিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে এগারো বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন। তাঁরই বিরুদ্ধে বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার রণ-অভিযান চালালেন, এবং তাঁকে ব্রঞ্জের শেকলে বেঁধে বাবিলনে নিয়ে গেলেন। নেবুকাদ্নেজার প্রভুর গৃহের কতগুলো পাত্রগুলোও বাবিলনে নিয়ে গিয়ে বাবিলনে তাঁর নিজের প্রাসাদে রাখলেন। যেহোইয়াকিমের বাকি যত কর্মকীর্তি, তিনি যে যে জঘন্য কাজ করলেন ও তার ফলে তাঁর কী ঘটল, দেখ, এই সমস্ত কথা ইস্রায়েল ও যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাঁর সন্তান যেহোইয়াকিন তাঁর পদে রাজা হলেন।

যেহোইয়াকিন আট বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করেন। প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন। নববর্ষের শুরুতে নেবুকাদ্নেজার রাজা লোক পাঠিয়ে তাঁকে ও প্রভুর গৃহের সবচেয়ে মূল্যবান পাত্রগুলোও বাবিলনে নিয়ে গেলেন, এবং তাঁর ভাই সেদেকিয়াকে যুদা ও যেরুসালেমের রাজা করলেন।

সেদেকিয়া একুশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে এগারো বছর রাজত্ব করেন। তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন; নবী যেরেমিয়া প্রভুর নামে তাঁর কাছে কথা বললেন, কিন্তু তিনি তাঁর কাছে নত হলেন না।

শ্লোক নেহেমিয়া ৯:৩০,২৯ দ্রঃ

প্র তুমি বহু বছর ধরে তাদের প্রতি ধৈর্য দেখালে, তোমার বিধান-পথে তাদের ফিরিয়ে আনবার জন্য তুমি তাদের সতর্কবাণী দিলে, কিন্তু তারা স্পর্ধা দেখিয়ে তোমার আজ্ঞায় বাধ্যতা দেখাত না।

উ তাই তাদের তুমি নানাদেশীয় জাতিদের হাতে ছেড়ে দিলে।

প্র তারা তোমার সব নিয়মনীতি অবজ্ঞা করে পাপ করত; কাঁধ থেকে জোয়াল সরাত, মন কঠিন করত, বাধ্য ছিল না।

উ তাই তাদের তুমি নানাদেশীয় জাতিদের হাতে ছেড়ে দিলে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ফ্রান্সিস দ্য সাল-লিখিত 'ভক্তিমার্গের সূচনা' **৩:৯**

নিজেদের প্রতি কোমলতা

কোমলতা উত্তমরূপে প্রয়োগ করতে গিয়ে সর্বপ্রথমে তা আমাদের নিজেদের বেলায় প্রয়োগ করা উচিত, অর্থাৎ কিনা নিজেদের বিরুদ্ধে ও আমাদের দোষত্রুটিরও বিরুদ্ধে কখনও অসন্তোষ বোধ করা উচিত নয়। কেননা যদিও যুক্তি দাবি করে আমরা পাপ করে তার জন্য দুঃখ ও অনুতাপ দেখাই, তথাপি এ প্রয়োজন রয়েছে যে, আমরা যেন অনুর্বর, তিক্ত, তেজী ও ক্রোধপূর্ণ দুঃখে প্রবণ না হই। ফলে তারা সকলে বড়ই ভুল করে, যারা রাগ করার পর রাগ করেছে বিধায় আরও রাগ করে, নিজেদের অসন্তোষ নিয়ে নিজেদের অসন্তুষ্ট করে ও নিজেদের ক্রোধ নিয়ে নিজেরা ক্রুদ্ধ হয়। এভাবে তারা নিজেদের হৃদয় সবসময় ক্রোধে নিমজ্জিত থাকতে বাধ্য করে, এবং এর ফলে দ্বিতীয় ক্রোধ প্রথমটা এতই উত্তেজিত করে যে নতুন অবকাশ দেখা দিলে তাদের আর এক নতুন ক্রোধে পতন ঘটে। তাছাড়া একথা বলা বাহুল্য যে, নিজেদের প্রতি আমরা যত আক্রোশ, ক্রোধ ও রোষ বোধ করি, সেগুলো গর্বের দিকেই ধাবিত, ও সেগুলোর উৎপত্তি কেবল সেই আত্মপ্রেম, যা নিজেদের দুর্বলতা নিয়ে আলোড়িত ও চিন্তিত।

সুতরাং, আমাদের দোষত্রুটির জন্য যে দুঃখ বোধ করি, তা শান্ত, স্থির ও দৃঢ় হওয়া চাই। আক্রোশপূর্ণ ও আকস্মিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা তত নয়, শান্ত ও ধ্রুব অনুতাপ দ্বারাই বরং আমরা নিজেদের সংস্কার করতে পারি; তাছাড়া সেই আকস্মিক প্রতিক্রিয়ার কারণ অপরাধের আসল গুরুত্ব নয়, বরং আমাদের বিশৃঙ্খল প্রবণতা। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি শুচিতা ভালবাসে, শুচিতার বিরুদ্ধে যতই সামান্য ত্রুটি করেও সে অতি অসঙ্গত দুঃখ বোধ করে, কিন্তু সে নিজে জঘন্য পরনিন্দা করেও এমনি মুচকি হাসে। অপর দিকে যে ব্যক্তি পরনিন্দা ঘৃণা করে, পরের বিরুদ্ধে একটুমাত্র গজ গজ করেও সে তা বিরাট অপরাধ মনে করে, কিন্তু শুচিতার বিরুদ্ধে গুরুতর পাপ করেও বা অন্য পাপ করেও তত চিন্তিত হয় না। এর কারণ হল যে, এ সকল ব্যক্তি নিজেদের বিবেক যুক্তি অনুসারে নয়, ভাবাবেগ অনুসারেই বিচার করে।

আমাকে বিশ্বাস কর, কোমলতা ও ভালবাসায় মণ্ডিত হয়ে পিতার তিরস্কার যেমন ছেলেকে সংস্কারের জন্য রাগ ও রোষের চেয়ে অধিক কার্যকর, তেমনি আমাদের হৃদয় কোন ত্রুটি করলে আমরা যদি কোমলতা ও মাধুর্যের সঙ্গেই তাকে ভর্ৎসনা করি ও তার প্রতি যদি উত্তেজনা নয় করুণাই দেখাই ও আত্মসংস্কারের দিকে তাকে উদ্দীপিত করি, তাহলে অনুবর্তী অনুতাপ ক্রোধপূর্ণ, তেজী ও আকস্মিক অনুতাপের চেয়ে হৃদয়ের আরও গভীরে প্রবেশ করবে ও উত্তমরূপেই কার্যকর হবে।

সুতরাং, পতনের দিনে হৃদয়কে কোমলতার সঙ্গেই টেনে তোল: নিজেদের হীনতা দেখেছ বিধায় ঈশ্বরের সামনে গভীর ভাবে নত হও, কিন্তু তোমাদের পতনের জন্য আদৌ আশ্চর্য বোধ করো না, কেননা অসুস্থতাযুক্ত অসুস্থতা, দুর্বলতাযুক্ত দুর্বলতা ও হীনতাযুক্ত হীনতা দেখা আশ্চর্যের বিষয় হতে পারে না। অতএব, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছ, তা সমস্ত শক্তি দিয়ে নিন্দা কর, এবং যে সদ্‌গুণের পথ আপাতত পরিত্যাগ করেছ, সৎসাহসের সঙ্গে ও তাঁর দয়ায় আস্থা রেখে সেই পথে নতুন করে পদার্পণ কর।

শ্লোক বিলাপ ৩:৪০-৪১; ২ করি ৬:২

প্র এসো, আমরা আমাদের আচরণ পরীক্ষা করি, তা তলিয়ে দেখি; প্রভুর কাছে ফিরে যাই,

℣ এসো, আমাদের হাতের সঙ্গে হৃদয়কেও স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলন করি।
℟ এখন তো সেই প্রসন্নতার সময়, এখন তো সেই পরিত্রাণের দিন।
℣ এসো, আমাদের হাতের সঙ্গে হৃদয়কেও স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরের উদ্দেশে উত্তোলন করি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ২৯:১-১৩; ৩১:১-৪

ধার দেওয়া, অর্থদান ও ধন-সম্পদ

দয়াকর্ম যে পালন করে, সে প্রতিবেশীকে ধার দেয়,
নিজের হাত দিয়েই যে তাকে সবল করে, সে আজ্ঞাগুলি মেনে চলে।
অভাবের দিনে প্রতিবেশীকে ধার দাও,
তুমিও নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিবেশীকে ধার ফিরিয়ে দাও।
নিজের দেওয়া কথা রক্ষা কর, তার প্রতি বিশ্বস্ত হও,
তবে তোমার যা কিছু প্রয়োজন, তা যে কোন মুহূর্তেই পাবে।
অনেকে ধার একটা অপ্রত্যাশিত লাভ বলে মনে করে,
যারা তাদের সাহায্য করেছে, তারা তাদের অসুবিধা ঘটায়।
যতক্ষণ না পায় মানুষ দাতার হাত চুম্বন করে,
বন্ধুর সাহায্য পাবার আশায় বিনীত কণ্ঠে কথা বলে,
কিন্তু পরিশোধের সময় এলে সে আরও সময় নিতে চায়,
শূন্য কথাই ফিরিয়ে দেয়, পরিস্থিতিকেই দায়ী করে।
তাকে ধার ফিরিয়ে দেওয়াতে পারলেও দাতা কেবল অর্ধেকাংশই ফিরে পাবে,
এমনকি, তাও অপ্রত্যাশিত লাভ বলে তাকে মনে করতে হবে;
অন্যথা, দাতা তার আপন সম্পদ ক্ষেত্রে প্রবঞ্চিত হবে,
অকারণে তার নতুন আর এক শত্রু হবে,
সেই শত্রু তাকে অভিশাপ ও অপমান ফিরিয়ে দেবে,
দেয় সম্মানের চেয়ে কটুবাক্যই তাকে ফিরিয়ে দেবে।
অনেকে ধার দিতে অস্বীকার করে, কিন্তু শঠতার কারণে নয়;
তারা তো উদ্বিগ্ন, পাছে অকারণেই প্রবঞ্চিত হয়।
তথাপি তুমি নিঃস্বের প্রতি ধৈর্যশীল হও,
ভিক্ষার জন্য তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিয়ো না।
আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতার খাতিরে দরিদ্রকে সাহায্যদান কর,
তার প্রয়োজন অনুসারে তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ো না।
ভাই ও বন্ধুর জন্য তোমার টাকা-কড়ি হারিয়ে যাক,
তা একটা পাথরের তলে পড়ে থেকে তাতে বৃথা মরচে না পড়ুক।
ঐশ্বর্যকে পরাৎপরের আজ্ঞামতই ব্যবহার কর,
তবে তা সোনার চেয়েও তোমার উপযোগী হবে।
তোমার ভিক্ষাদান তোমার গোলাঘরে জমিয়ে রাখ,
তা সমস্ত অমঙ্গল থেকে তোমাকে বাঁচাবে।
শক্ত ঢাল ও ভারী বর্শার চেয়েও
তা শত্রুর সামনে তোমার হয়ে লড়াই করবে।
ধনজনিত অনিদ্রা দেহ জীর্ণ করে,
তেমন দুশ্চিন্তা নিদ্রা দূর করে।

অনিদ্রাজনিত দুশ্চিন্তা তোমার নিদ্রায় বাধা দেয়,
কঠিন রোগের মত তা নিদ্রা বিচ্যুত করে।
ধন সংগ্রহণে ধনী শ্রম করে,
থামলে সে বিলাসিতা গাণ্ডেপিণ্ডে ভোগ করে।
তার হীনাবস্থায় দরিদ্র শ্রম করে,
থামলে সে নিঃস্বতায় পড়ে।

শ্লোক সিরা ২৯:৯,১১-১২ দ্রঃ

প্র আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতার খাতিরে দরিদ্রকে সাহায্যদান কর, তার প্রয়োজন অনুসারে তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়ো না।
উ তোমার ভিক্ষাদান দরিদ্রের বুকে লুকিয়ে রাখ, তা সমস্ত অমঙ্গল থেকে তোমাকে বাঁচাবে।
প্র ঐশ্বর্যকে পরাৎপরের আজ্ঞামতই ব্যবহার কর, তবে তা সোনার চেয়েও তোমার উপযোগী হবে।
উ তোমার ভিক্ষাদান দরিদ্রের বুকে লুকিয়ে রাখ, তা সমস্ত অমঙ্গল থেকে তোমাকে বাঁচাবে।

দ্বিতীয় পাঠ - ইগ্নির মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি নিখিল সাধুসাধ্বী পর্ব, উপদেশ ৫,৬,৭

আহা, দীনহীনদের উজ্জ্বলতম উত্তরাধিকার!

ভ্রাতৃগণ, আমরা যে খ্রীষ্টের খাতিরে দীনহীন, তা নিয়ে, এসো, গর্ববোধ করি; তবু খ্রীষ্টের সঙ্গে বিনম্র হতে চেষ্টা করি। গর্বিত দীনহীনের চেয়ে ঘৃণ্য ও নিন্দাজনক আর কিছুই নেই, কেননা দীনতা তাকে এখনই কষ্ট দেয়, কিন্তু গর্ব তাকে সবসময়ের মতই আবদ্ধ রাখবে। অপর দিকে বিনম্রই যে দীনহীন, দীনহীনতার চুল্লির আগুন তাকে শোধন করলেও সে সদ্বিবেকের ঐশ্বর্যে আরামে মেতে ওঠে ও পুণ্য প্রত্যাশার প্রতিশ্রুতিতে সান্ত্বনা পায়, কারণ সে জানে, তারই তো সেই স্বর্গরাজ্য, যা ঠিক যেন নবাঙ্কুর বা নবপল্লব রূপেই অর্থাৎ পরমাত্মার প্রথমফসল ও চিরকালীন উত্তরাধিকারের পণ রূপেই সে নিজের অন্তরেই ইতিমধ্যেই বহন করে।

যদি ভুল না করে থাকি, ভ্রাতৃগণ, তোমরা ইতিমধ্যে আস্বাদ করেছ ও দেখেছ তোমাদের ব্যবসা কতই না উত্তম—তোমরা যারা তুচ্ছ ও পরিত্যাজ্য বিষয়ের বিনিময়ে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলদান লাভ করেছ, কেননা *ঈশ্বরের রাজ্য পানাহারের ব্যাপার নয়, বরং এমন ধর্মময়তা, শান্তি ও আনন্দ, যা পবিত্র আত্মারই দান।* অতএব যদি মনে মনে তাই অনুভব করি, তবে কেন আস্থার সঙ্গে ঘোষণা করব না যে, স্বর্গরাজ্য আমাদের অন্তরেই রয়েছে? যা কিছু আমাদের অন্তরে রয়েছে, তা সত্যি আমাদের, প্রকৃতপক্ষে আমরা না চাইলে কেউই তা কেড়ে নিতে পারে না।

আহা, দীনহীনদের উজ্জ্বলতম উত্তরাধিকার! আহা, নিঃস্বদের ধন্য সম্পদ! তুমি তো আমাদের প্রয়োজন ব্যবস্থা কর, তা শুধু নয়, সমস্ত গৌরবের প্রাচুর্যেও তুমি পরিপূর্ণ, সমস্ত সুখেও উচ্ছলিত, সেই উপচে পড়া পরিমাণই যেন, যা আমাদের কোলে ঢেলে দেওয়া হবে। এজন্যই তোমার কাছে *রয়েছে ঐশ্বর্য ও সম্মান, স্থায়ী সমৃদ্ধি ও ধর্মময়তার ফল।*

অতএব, তোমরাই, দীনহীনতা যাদের বান্ধবী ও আত্মার বিনম্রতা যাদের প্রীতি, অপরিবর্তনীয় সত্য সেই তোমাদেরই নিশ্চিত করেছেন, তোমরাই স্বর্গরাজ্য লাভ করবে; সেই সত্য ঘোষণা করেন, স্বর্গরাজ্য তোমাদেরই; ও তোমাদের জন্য সেই গচ্ছিত সম্পদ বিশ্বস্ত ভাবে রক্ষা করেন, অবশ্যই, যদি তোমরা নিজেরাও এই প্রত্যাশা নিজেদের বুকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত রক্ষা কর আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের সহযোগিতায়, যাঁর সম্মান ও গৌরব কীর্তিত হোক যুগে যুগান্তরে।

শ্লোক ১ সামু ২:৭,৮; লুক ১:৪৮ দ্রঃ

প্র প্রভু ধনহীন করেন, করেন ধনবান, অবনমিত করেন, আবার উন্নীত করেন। তিনি দীনজনকে ধুলা থেকে তুলে আনেন, আবর্জনার স্তূপ থেকে নিঃস্বকে টেনে তোলেন,
উ সে যেন নেতৃবৃন্দের মাঝে আসন পেতে পারে ও গৌরবময় সিংহাসনেরই উত্তরাধিকারী হতে পারে।
প্র তিনি তাঁর দাসীর বিনম্রতার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন,

ঊ সে যেন নেতৃবৃন্দের মাঝে আসন পেতে পারে ও গৌরবময় সিংহাসনেরই উত্তরাধিকারী হতে পারে।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হাবা ১:১–২:৪

ক্লেশের দিনে মিনতি

নবী হাবাকুকের দৈববাণী, যা তিনি দর্শনযোগে পান।
প্রভু, কতকাল আমি সাহায্যের জন্য ডাকব আর তুমি শুনবে না?
কতকাল তোমার কানে আমি চিৎকার করব, 'উৎপীড়ন!'
আর তুমি ত্রাণ করবে না?
কেন তুমি আমাকে দুষ্কর্ম দেখাচ্ছ,
কেন অত্যাচারের দিকে তাকিয়ে থাকছ?
আমার চোখের সামনে শুধু লুটপাট ও উৎপীড়ন;
বিচার হলে হুমকিই বিজয়ী।
বিধান এখন নিস্তেজ,
সুবিচার কখনও দেখা দেয় না;
কেননা দুর্জন ধার্মিককে যুক্তিতে ছাপিয়ে যায়,
তাতে বিচার বিকৃত হয়ে পড়ে।
তোমরা জাতিসকলের মধ্যে একবার চেয়ে দেখ,
রোমাঞ্চিত হও, হতবুদ্ধি হও:
কারণ এমন কেউ আছেন
যিনি তোমাদের দিনগুলিতে এমন কিছু সাধন করবেন,
যা বর্ণনা করলে কেউই বিশ্বাস করবে না।
দেখ, আমি কাল্দীয়দের উত্তেজিত করছি,
তারা এমন নিষ্ঠুর ও দুঃসাহসী এক জাতি,
যারা পরের ঘর কেড়ে নেবার জন্য
বিস্তীর্ণ যত অঞ্চলও পার হয়ে যায়;
তারা হিংস্র ও ভয়ঙ্কর,
নিজেরাই নিজেদের অধিকার ও প্রাধান্য স্থাপন করে।
তাদের ঘোড়া চিতাবাঘের চেয়েও দ্রুতগামী,
সন্ধ্যাকালীন নেকড়ের চেয়েও উগ্র;
তাদের অশ্বারোহীরা লাফিয়ে লাফিয়ে চড়ে,
তাদের অশ্বারোহীরা দূর থেকে এগিয়ে আসে;
তারা ওড়ে শিকারের উপরে নেমে পড়া ঈগল পাখির মত।
তারা সকলে লুটপাটের জন্য এগিয়ে আসছে;
অগ্রসর হতে তারা উন্মুখ,
বন্দিদের জড় করে বালুকণার মত।
রাজাদের বিষয়ে সেই জাতি হাসে,
নেতারা তাদের কাছে উপহাসের পাত্র,
যত দৃঢ়দুর্গ তাদের কাছে তাচ্ছিল্যের বস্তু,

মাটি রাশি রাশি ক'রে তারা সেই দুর্গ কেড়ে নেয়।
কিন্তু বাতাস হঠাৎ অন্য দিকে বয়,
তখন দোষী হয়ে তারা গত হয় ···
এ তো তাদের দেবতার শক্তি!
হে প্রভু, পরমেশ্বর আমার, পবিত্রজন আমার,
তুমি কি অনাদিকাল থেকে নেই?
আমরা মরব না, প্রভু!
বিচার সম্পাদন করার জন্যই তুমি তাকে নিরূপণ করেছ,
হে শৈল, শাস্তি দেবার জন্যই তাকে শক্তিশালী করেছ।
তোমার চোখ এমন নির্মল যে,
তুমি মন্দ দেখতে পার না,
দুষ্কর্মের প্রতিও তাকাতে পার না,
তবে দুর্জন যখন ধার্মিককে গ্রাস করে ফেলে,
তুমি কেন অপকর্মাদের দেখে নীরব থাক?
মানুষকে তুমি কর সাগরের মাছের মত,
শাসকবিহীন সামুদ্রিক প্রাণীরই মত।
সেই দুর্জন তার বড়শি দিয়ে সকলকে তুলে আনে,
জালে ধ'রে তাদের খালুইতে জড় করে,
পরে আনন্দোল্লাসে মেতে ওঠে!
এজন্য সে তার জালের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করে,
তার খালুইয়ের উদ্দেশে ধূপ জ্বালায়,
কারণ তা দিয়েই তার ভাল খোরাক জোটে ও তার খাদ্য শাঁসাল হয়।
তবে সে কি তার জালের মধ্য থেকে মাছ বের করতে থাকবে?
সে কি মমতা না দেখিয়ে জাতিসকলকে নিরন্তর বধ করে চলবে?
আমি আমার প্রহরী-ঘাঁটিতে দাঁড়াব,
দুর্গমিনারে নিজেকে মোতায়েন রাখব;
তিনি আমাকে কী বলবেন, আমার অনুযোগে তিনি কী উত্তর দেবেন,
তা জানবার জন্য আমি সতর্ক দৃষ্টি রাখব।
তখন প্রভু উত্তর দিয়ে আমাকে বললেন,
'এই দর্শনের কথা লেখ,
লিপিফলকে তা স্পষ্ট অক্ষরে লেখ,
পাঠক যেন অনায়াসে তা পড়তে পারে।
কারণ এই দর্শন একটা নিরূপিত কাল লক্ষ করে,
তা সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, কোন মিথ্যা বলবে না;
দেরি করলেও তুমি তার প্রতীক্ষায় থাক,
কারণ তার আগমন আবশ্যক, তত দেরি করবে না।'
দেখ, যার অন্তর সরল নয়, তার প্রাণের পতন হবে,
কিন্তু যে ধার্মিক, সে তার বিশ্বস্ততা গুণে বাঁচবে।

শ্লোক হিব্রু ১০:৩৭-৩৮,৩৯ দ্রঃ

প্র আর কিছুক্ষণ মাত্র, অতি অল্পক্ষণ: যিনি আসছেন, তিনি আসবেন, দেরি করবেন না।
উ আমার সেই ধার্মিকজন বিশ্বাসগুণে বাঁচবে।

℣ আমরা নিজেদের সর্বনাশের উদ্দেশ্যে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নই, বরং প্রাণ-রক্ষার জন্য বিশ্বাসেরই মানুষ।
℟ আমার সেই ধার্মিকজন বিশ্বাসগুণে বাঁচবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **বিবিধ, উপদেশ ৫:১-৪**

আমি আমার স্থানে থেকে প্রহরা দেব
প্রভু আমাকে যা বলবেন তা যেন শুনতে পাই

আমরা সুসমাচারে পড়ে থাকি যে, প্রভু বাণীপ্রচার করতে করতে ও তাঁর দেহকে খাওয়া-রহস্যের মধ্য দিয়ে নিজ যন্ত্রণাভোগে সহভাগিতা করতে শিষ্যদের আমন্ত্রণ করতে করতে কেউ কেউ বলল, *এ কী কঠিন কথা*, ও সেই সময় থেকে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করল। কিন্তু তিনি যখন শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরাও যেতে চান কিনা, তাঁরা উত্তর দিলেন, *প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে!*

তাই ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের বলছি, আজও পর্যন্ত এমন লোক আছে যাদের কাছে স্পষ্টই যে, যীশুর বাণী আত্মা ও জীবন, আর এজন্য তাঁর অনুসরণ করে; আবার অন্য কেউ আছে যাদের কাছে তাঁর বাণী কঠিন লাগে, ফলে অন্যত্রই হীনতর সান্ত্বনা খুঁজে বেড়ায়। অথচ প্রজ্ঞা রাস্তা-ঘাটে অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে চালিত করে এমন চওড়া ও উদার পথে ঘোষণা করে চলে, সেই পথে যারা চলে, সে যেন তাদের পিছনে ডেকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

প্রভু বললেন, *চল্লিশ বছর আমি সেই যুগের মানুষের কাছে থাকলাম, শেষে বললাম, তারা ভ্রষ্টহৃদয় এক জাতি;* আর এক সামসঙ্গীতে তুমি পড়তে পার: *প্রভু একবার মাত্রই কথা বলেছেন।* তিনি একবার মাত্রই কথা বলেছেন কারণ নিত্যই কথা বলে থাকেন; বাস্তবিকই তাঁর বাণী এক, ভাগ ভাগ করা নয়, বরং ধারাবাহিক ও অন্তহীন।

তিনি পাপীদের উদ্বুদ্ধ করতে চান, তাদের হৃদয়ের মধ্যে থেকেই তাদের ভর্ৎসনা করেন, কারণ তিনি সেখানেই বাস করেন ও সেখানেই কথা বলেন, ঠিক সেই নবীর বাণী অনুসারে যিনি বলেছিলেন, *তোমরা যেরুসালেমের হৃদয়ের কাছে কথা বল।*

ভ্রাতৃগণ, দেখ সেই নবী কেমন উপযোগী কথা আমাদের শোনান, আমরা যেন আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে হৃদয় কঠিন না করি; আসলে সুসমাচারের কথা ও নবীর কথা প্রায় এক; বাস্তবিকই সুসমাচারে প্রভু বলেন, *যে মেষগুলি আমার নিজের, তারাই আমার কণ্ঠে কান দেয়;* এবং পুণ্যবান দাউদ সামসঙ্গীতে বলেন, *তাঁর জনগণ* (নিঃসন্দেহে প্রভুরই জনগণ!) *ও তাঁর চারণভূমির মেষপাল, তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন, হৃদয় কঠিন করো না।*

এবার নবী হাবাকুকের কথা শোন, তিনি কেমন করে প্রভুর ভর্ৎসনা না চেপে রেখে বরং বিশ্বস্ততা ও ব্যগ্রতার সঙ্গে তা ধ্বনিত করে বলেন, *আমি আমার প্রহরী-ঘাঁটিতে দাঁড়াব, দুর্গমিনারে নিজেকে মোতায়েন রাখব; তিনি আমাকে কী বলবেন, আমার অনুযোগে তিনি কী উত্তর দেবেন, তা জানবার জন্য আমি সতর্ক দৃষ্টি রাখব।* ভ্রাতৃগণ, আমার অনুরোধ, আমরাও যেন আমাদের প্রহরী-ঘাঁটিতে দাঁড়াই, কারণ একাল যুদ্ধেরই কাল।

খ্রীষ্ট যেখানে বাস করেন, এসো, আমাদের সেই হৃদয়ে সুবিবেচক হয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই আচরণ করি; তবু আমরা যেন নিজেদের উপর আস্থা না রাখি, পাছে আমাদের প্রহরা অধিক ভঙ্গুর হয়।

শ্লোক সাম ১৯:৯; ১ যোহন ২:৫

℣ প্রভুর আদেশমালা ন্যায্য, হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করে;
℟ প্রভুর আজ্ঞা নির্মল, চোখে আলো দান করে।
℣ যে কেউ তাঁর বাণী পালন করে, ঈশ্বরের ভালবাসা তার অন্তরে সত্যি সিদ্ধি লাভ করেছে।
℟ প্রভুর আজ্ঞা নির্মল, চোখে আলো দান করে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ৩৫:১-১৮

অকপট উপাসনা

যে কেউ বিধান পালন করে, সে অর্ঘ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করে;
যে কেউ আজ্ঞাগুলিকে মেনে চলে, সে মিলন-যজ্ঞ নিবেদন করে।
যে কেউ কৃতজ্ঞতা জানায়, সে সেরা ময়দাই নিবেদন করে,
যে কেউ অর্থদান করে থাকে, সে স্তুতি-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করে।
অন্যায়-অপকর্ম থেকে দূরে থাকা, এ প্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য কর্ম,
অন্যায্যতা থেকে দূরে থাকা, এ প্রায়শ্চিত্তবলি স্বরূপ।
প্রভুর সম্মুখে খালি হাতে এগিয়ে এসো না,
কেননা এই সমস্ত কিছু আজ্ঞাগুলিরই দাবি।
ধার্মিকের অর্ঘ্য যজ্ঞবেদির সমৃদ্ধি ঘটায়,
তার সুবাস পরাৎপরের সম্মুখে ঊর্ধ্বে যায়।
ধার্মিক মানুষের বলিদান গ্রহণযোগ্য,
তার বলির স্মৃতি-অংশ বিস্মৃত হবে না।
অন্তরের দানশীলতায় প্রভুর গৌরবকীর্তন কর,
তোমার শ্রমের ফল দানে কৃপণ হয়ো না।
অর্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে সর্বদাই উৎফুল্ল মুখ দেখাও,
আনন্দের সঙ্গেই মন্দিরের উদ্দেশে দশমাংশ নিবেদন কর।
পরাৎপর যেমন তোমার প্রতি দানশীল হলেন, তেমনি তুমিও তাঁর প্রতি দানশীল হও,
তোমার সামর্থ্য অনুসারে অন্তরের দানশীলতায় দানশীল হও;
কেননা প্রভু এমন, যিনি প্রতিফল দেন,
তিনি সাত সাতবারই ফিরিয়ে দেবেন।
উপহার দানে তাঁকে কিনবার চেষ্টা করো না, তিনি তা গ্রহণ করবেন না,
অসৎ মনে উৎসর্গ-করা বলিদানের উপরে নির্ভর করো না;
কেননা প্রভু এমন বিচারক,
কারও প্রতি যাঁর কোন পক্ষপাত নেই।
দরিদ্রের বিরুদ্ধে তিনি কারও পক্ষপাতী নন,
এমনকি, অত্যাচারিতের প্রার্থনাই তিনি শোনেন।
তিনি এতিমের মিনতি অবহেলা করেন না,
বিধবার মিনতিও নয়, সে যখন তার মনের দুঃখ উজাড় করে দেয়।
বিধবার চোখের জল কি তার চোয়াল বেয়ে ঝরে না?
তার চিৎকারও কি তারই বিরুদ্ধে নয়, যে সেই চোখের জলের কারণ?
সদিচ্ছার সঙ্গে যে কেউ ঈশ্বরের সেবা করে, সে গ্রহণযোগ্য হবে,
তার প্রার্থনা মেঘলোকের নাগাল পাবে।
বিনম্রদের প্রার্থনা মেঘলোক ভেদ করে এগিয়ে যায়,
যতক্ষণ না এসে পৌঁছে, ততক্ষণ সেই প্রার্থনা কোন সান্ত্বনা মানে না;
না, পরাৎপর লক্ষ না করা পর্যন্ত,
ধার্মিকদের যোগ্যতা প্রমাণিত ক'রে তিনি ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত
সেই প্রার্থনা ক্ষান্ত হবে না।

শ্লোক সিরা ৩৫:১১,১৭,১২; লুক ১৮:১৪ দ্রঃ

℣ উপহার দানে ঈশ্বরকে কিনবার চেষ্টা করো না; বিনম্রদের প্রার্থনা মেঘলোক ভেদ করে এগিয়ে যায়;
℟ কেননা প্রভু এমন বিচারক, কারও প্রতি যাঁর কোন পক্ষপাত নেই।
℣ কর-আদায়কারী ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল, ওই লোকটা নয়; কেননা যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে; কিন্তু যে নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।
℟ কেননা প্রভু এমন বিচারক, কারও প্রতি যাঁর কোন পক্ষপাত নেই।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৪**

ভেবে দেখ, তুমি কেমন মহারহস্যের সহভাগী

বাণী শ্রবণে মনোযোগের সঙ্গে রত থাকা উত্তম কাজ বটে, তবু এ উত্তম কাজও বৃথা হবে যদি তার সঙ্গে সেই বিনম্রতা না থাকে যা বাধ্যতা থেকে উদ্গত। সুতরাং, এখানে তোমাদের এই সম্মিলিত হওয়া যেন নিরর্থক না হয়, সেজন্য যে সদাগ্রহ আমি প্রার্থনা দ্বারা তোমাদের জন্য বারবার যাচনা করেছি ও অবিরত যাচনা করে থাকব, সেই সদাগ্রহ দেখিয়ে তোমরা অন্য ভাইবোনদেরও এখানে নিয়ে আসতে, পথভ্রষ্টদের চেতনা দিতে ও কথায় শুধু নয়, কর্মেও তাদের উদ্বুদ্ধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা কর। কেননা যে শিক্ষা জীবনাচরণ দ্বারাই দেখাই, তা অধিক কার্যকর; আর এখানে তুমি যে উপকার পেয়েছ, কিছুই না বললেও উপাসনা-সভা ছেড়ে যখন তোমার চলাফেরায়, দৃষ্টিতে, কণ্ঠে, চালচলনে ও দেহের সংযত আচরণেই তা ব্যক্ত কর, তখন যারা উপাসনা-সভায় যোগ দেয়নি, তাদের কাছে তোমার এই আচরণই উত্তম উপদেশ ও চেতনাদান স্বরূপ।

সুতরাং, আমরা যখন গির্জা থেকে প্রস্থান করি, তখন ঠিক যেন এমন পুণ্যস্থান থেকেই আমাদের প্রস্থান করা উচিত, যা শুধু বিশেষ দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই পুণ্যস্থান—আমরা ঠিক যেন স্বর্গ থেকেই নেমে আসি, প্রজ্ঞার এমন প্রকৃত বন্ধুদের মত যারা মার্জিত ব্যবহারে সংযতভাবে ও সদ্বিবেচনার সঙ্গেই কথা বলে ও কাজ করে; যার ফলে পুণ্য সভা থেকে স্বামীকে ঘরে ফিরে আসতে দে'খে স্ত্রী, সন্তানকে দে'খে পিতা, পিতাকে দে'খে সন্তান, মনিবকে দে'খে দাস, বন্ধুকে দে'খে বন্ধু, এমনকি শত্রুকে দে'খে শত্রুও সেই সমস্ত উপকার পূর্ণমাত্রায় অনুভব করতে পারে, যা আমরা পুণ্য সভায় লাভ করেছি; আর তারা তা অনুভব করবে যদি আমাদের অধিক নত, ধৈর্যশীল ও ভক্তপ্রাণ দেখতে পায়।

তুমি যে দীক্ষাপ্রাপ্ত, ভেবে দেখ কেমন মহা রহস্যে তোমাকে সহভাগিতা করতে দেওয়া হয়েছে; ভেবে দেখ কার্ সঙ্গেই বা তুমি সেই দিব্য সঙ্গীত গান কর, কার্ সঙ্গেই বা 'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র' বচনটি উচ্চারণ কর! বাইরের লোকদের দেখাও যে তুমি সেরাফদূতদের সঙ্গেই পবিত্রতম উপাসনা করেছ, দেখাও যে তুমি স্বর্গীয় জনগণের মানুষ ও স্বর্গবাহিনীর সদস্য; দেখাও যে প্রভুর সঙ্গেই সময় অতিবাহিত করেছ ও খ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছ। আমাদের এ মনোভাব থাকলে, তবে যারা উপাসনায় যোগ দেয়নি তাদের সঙ্গে আর বেশি কথা প্রয়োজন হবে না; বরং আমাদের উন্নতি দেখে তারা নিজেদের ক্ষতি সম্বন্ধে নিজেরাই সচেতন হয়ে উঠবে, ফলে একই সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিজেরাই তৎপর হয়ে উপাসনায় যোগ দেবার জন্য ব্যস্ত হবে।

তারা যখন স্বচক্ষেই আমাদের আত্মার দীপ্তি দেখতে পাবে, তখন সকলের মধ্যে সবচেয়ে নির্বোধ হয়েও তারা আমাদের অসাধারণ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষায় উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। কেননা দেহের লাবণ্য যখন দর্শকের উপর প্রবল আকর্ষণ বিস্তার করে, তখন আত্মার সৌন্দর্য দর্শককে অধিকতর ভাবে আকর্ষণ করতে পারে ও তেমন সদাগ্রহের দিকে তাকে উদ্দীপিত করতে পারে।

সুতরাং এসো, আমাদের আন্তরিক মানুষটাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করি, ও বাইরে গিয়ে এ সমস্ত কথা স্মরণে রাখি, কারণ ঠিক সেইখানে পরিবেশ তাই দাবি করবে। যোদ্ধা যেমন অভ্যাস-কক্ষে যা শিখেছে তা ক্রীড়াঙ্গনে দেখায়, তেমনি আমরা এখানে যা শুনেছি, তা বাহ্যিক সম্পর্কেই আমাদের দেখানো উচিত।

শ্লোক মথি ১৩:১১,১৬,১৭

℣ স্বর্গরাজ্য সংক্রান্ত রহস্যগুলো তোমাদের বুঝতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের দেওয়া হয়নি।

℣ তোমাদের চোখ সুখী, কারণ দেখতে পায়; তোমাদের কান সুখী, কারণ শুনতে পায়।
℟ তোমরা যা দেখছ, তা অনেক নবী ও ধার্মিক মানুষ দেখতে বাসনা করেও দেখতে পাননি; এবং তোমরা যা শুনছ, তা তাঁরা শুনতে বাসনা করেও শুনতে পাননি।
℣ তোমাদের চোখ সুখী, কারণ দেখতে পায়; তোমাদের কান সুখী, কারণ শুনতে পায়।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হাবা ২:৫-২০

অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে অভিশাপ

ধনসম্পদ ভ্রান্তিজনক;
সেই অভিমানী সংস্থিত হয়ে থাকবে না,
পাতালের মতই বিস্তীর্ণ তার মুখ,
মৃত্যুর মত তারও কখনও তৃপ্তি হয় না;
সে সকল দেশ নিজের কাছে আকর্ষণ করে,
নিজের জন্য সকল জাতিকে জড় করে।
সকলে কি তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করবে না?
তাকে নিয়ে কি হাস্যকর গল্প তৈরি করবে না?
লোকে বলবে:
ধিক্ তাকে, যে এমন ধন জমিয়ে রাখে যা তার নয়,
—কতদিনের জন্য?—
যে বন্ধকী দ্রব্যের ভারে নিজেই ভারী হয়।
তোমার পাওনাদারেরা কি হঠাৎ উঠবে না?
তোমার কর-আদায়কারীরা জেগে উঠলেই তুমি কি তাদের শিকার হবে না?
তুমি বহু বহু দেশের সম্পত্তি লুট করেছ,
তাই অন্য জাতিগুলি তোমার সম্পত্তি লুট করবে;
কারণ তুমি মানুষের রক্তপাত করেছ,
এবং দেশ, নগরী ও নগরবাসীদের উৎপীড়ন করেছ।
ধিক্ তাকে, যে নিজের কুলের জন্য অন্যায় অর্থ সংগ্রহ করে,
যেন নিজের নীড় উচ্চতে বাঁধতে পারে,
যেন অমঙ্গলের হাত থেকে উদ্ধার পেতে পারে।
তোমার নিজের কুলকে লজ্জা দিতে তুমি ষড়যন্ত্র করেছ,
বহু দেশের উচ্ছেদ ঘটিয়েছ,
তুমি তাতে নিজেরই বিরুদ্ধে পাপ করেছ।
কেননা দেওয়াল থেকে পাথর নিজেই চিৎকার করবে,
ও কাঠামো থেকে কড়িকাঠ তার সঙ্গে পাল্লা দেবে।
ধিক্ তাকে, যে রক্তপাতের উপরে নগর নির্মাণ করে,
যে অন্যায়ের উপরে শহর সংস্থাপন করে।
দেখ, এ কি সেনাবাহিনীর প্রভুর কাজ নয় যে,
আগুনের উদ্দেশেই জাতিগুলি পরিশ্রম করে,
ও অসারের উদ্দেশেই দেশগুলো শ্রান্ত হয়ে পড়ে?

কারণ সমুদ্র যেমন জলরাশিতে আচ্ছন্ন,
তেমনি পৃথিবী হবে প্রভুর গৌরবজ্ঞানে পরিপূর্ণ।
ধিক্ তাকে, যে নিজের প্রতিবেশীকে পান করায়,
তাদের মাতাল করার জন্য যে বিষ ঢালে,
যেন উলঙ্গ অবস্থায় তাদের দেখতে পারে।
তুমি গৌরবে নয়, লজ্জায়ই পরিপূর্ণ;
এবার তোমারই পান করার পালা,
এবার তোমারই লিঙ্গের অগ্রচর্ম দেখাবার পালা।
প্রভুর ডান হাতের পানপাত্র তোমার দিকেই এবার ফিরছে,
হ্যাঁ, জঘন্য লজ্জা তোমার গৌরব আচ্ছাদিত করবে।
কারণ লেবাননের প্রতি সাধিত উৎপীড়ন তোমাকেই আচ্ছন্ন করবে,
ও পশুদের হত্যাকাণ্ড তোমাকে সন্ত্রাসিত করবে;
কারণ তুমি মানুষের রক্তপাত করেছ,
এবং দেশ, নগরী ও নগরবাসীদের উৎপীড়ন করেছ।
দেবমূর্তিতে এমন উপকার কি যে,
তার নির্মাতা তা খোদাই করবে?
তা তো প্রতিমা ও মিথ্যা মন্ত্র মাত্র!
তার নির্মাতাও কেন সেগুলিতে ভরসা রাখে,
যখন সেগুলি বোবা পুতুলমাত্র?
ধিক্ তাকে, যে কাঠকে বলে, 'জাগ!'
যে বোবা পাথরকে বলে, 'পায়ে উঠে দাঁড়াও!'
(এ নবীয় বাণী!)
দেখ, তা সোনায় ও রুপোয় মোড়া,
কিন্তু তার মধ্যে প্রাণবায়ু নেই।
কিন্তু প্রভু তাঁর পবিত্র মন্দিরে বিরাজিত;
তাঁর সম্মুখে সমগ্র পৃথিবী থাকুক নিশ্চুপ!

শ্লোক রো ২:১২; ১১:৩২; ৩:২৩

প্র যত মানুষ বিধানবিহীন অবস্থায় পাপ করেছে, বিধানবিহীন অবস্থায় তাদের বিনাশ হবে; আর বিধানের অধীনে থেকে যত মানুষ পাপ করেছে, বিধান দ্বারাই তাদের বিচার করা হবে।
উ ঈশ্বর সকলকেই অবাধ্যতার মধ্যে আবদ্ধ করেছেন, যেন সকলকেই দয়া দেখাতে পারেন।
প্র সকলেই পাপ করেছে, সকলেই ঈশ্বরের গৌরব থেকে বঞ্চিত।
উ ঈশ্বর সকলকেই অবাধ্যতার মধ্যে আবদ্ধ করেছেন, যেন সকলকেই দয়া দেখাতে পারেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **বিবিধ, উপদেশ ৫:৪-৫**

ধ্যানের নানা ধাপ

এসো, সমস্ত শক্তি দিয়ে অটল শৈল স্বরূপ খ্রীষ্টের উপরেই নির্ভর করে দুর্গে পদার্পণ করি, তবে শাস্ত্রের এ বচন সত্য হবে যে: *তিনি আমার পা শৈলের উপর স্থাপন করলেন, সুদৃঢ় করলেন আমার পদক্ষেপ।* তাহলেই এভাবে সুস্থাপিত ও অবিচল হয়ে, এসো, ধ্যানে নিবিষ্ট থাকি, যাতে দেখতে পাই তিনি আমাদের কী বলেন ও তাঁর দাবিতে আমরা কেমন উত্তর দিই।

কেননা, হে প্রিয়জনেরা, ধ্যানের প্রথম ধাপ এই, আমরা যেন অবিরত ভাবি প্রভু কী চান, তাঁর কী গ্রহণীয়, তাঁর দৃষ্টিতে কী সন্তোষজনক। আর যেহেতু *আমরা সকলে বহু ক্ষেত্রে অপরাধী* ও আমাদের প্রচেষ্টা তাঁর ধর্মময়

ইচ্ছার বিরোধিতা করে থাকে ও তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত বা আসক্ত হতে পারে না, সেজন্য এসো, পরাৎপর ঈশ্বরের পরাক্রান্ত বাহুর অধীনে নিজেদের নমিত করি ও তাঁর দয়ার দৃষ্টিতে নিজেদের জঘন্য বলে দেখাতে সব দিক দিয়ে সচেষ্ট থেকে বলে উঠি, *আমাকে নিরাময় কর, প্রভু, তবেই আমি নিরাময় হব, আমাকে ত্রাণ কর, তবেই আমি পাব পরিত্রাণ*; আরও, *প্রভু, আমাকে দয়া কর, আমার প্রাণ সুস্থ কর, তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ!*

তেমন চিন্তায় আমাদের চোখ শুদ্ধ হলে পর, এসো, তিক্ততার সঙ্গে নিজেদের অন্তরে বসে নয়, বরং মহা আনন্দের সঙ্গে দিব্য আত্মায়ই আশ্রয় নিয়ে ধ্যানরত থাকি; এবং আমাদের উপরে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, তা না ভেবে বরং সেই শুদ্ধ ইচ্ছা ধ্যানে রত থাকি।

কেননা *ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই জীবন রয়েছে,* ফলে যা কিছু তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী, তা-ই সর্বক্ষেত্রে আমাদের অধিক উপকারিতা ও উপযোগিতা যোগায়—একথা আমরা যেন সন্দেহ না করি। আর এজন্য আত্মার জীবন রক্ষা করতে আমরা যতখানি দৃঢ়সঙ্কল্প, ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে সরে না যেতে যেন ততখানি দৃঢ়তা দেখাই। ঈশ্বরের গভীরতম রহস্যও যিনি তলিয়ে দেখেন, সেই পবিত্র আত্মার পরিচালনায় আমরা যখন অধ্যাত্ম সাধনায় কিছুটা অগ্রসর হব, তখন যেন ভাবি প্রভু কতই না মধুর ও মঙ্গলময়; এবং নবীর সঙ্গে প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা দেখতে পাই; তখন আমরা যেন আমাদের নিজেদের হৃদয়-কক্ষে আর নয়, ঈশ্বরের মন্দিরেই বরং প্রবেশ করি ও ভক্তিভরে বলি: *আমার মধ্যে আমার প্রাণ বিষণ্ণ, এজন্য তোমার কথা স্মরণ করি।*

কেননা এ দুই ধাপের মধ্যেই গোটা অধ্যাত্ম সাধনা সংক্ষিপ্তভাবে রয়েছে, যাতে পরিত্রাণলাভের বিষয়ে আমাদের নিজেদের অবস্থা দেখে অবসন্ন হয়ে দুঃখিত হই; আবার ঈশ্বরে নিশ্বাস গ্রহণ করে আমরা যেন পবিত্র আত্মার আনন্দে সান্ত্বনা পাই—এক দিক থেকে উদ্গত হবে ভয় ও বিনম্রতা, অপর দিক থেকে প্রত্যাশা ও ভক্তি।

শ্লোক সাম ১১১:১০; প্রজ্ঞা ৬:১৮; সিরা ১৯:১৮

℣ প্রভুভয়ই প্রজ্ঞার সূত্রপাত; সেই আদেশগুলির সাধক যারা, তারা সুবিবেচক।
℟ প্রভুর প্রশংসা চিরস্থায়ী।
℣ তার বিধিনিয়ম পালনেই সেই ভালবাসার প্রকাশ: ঈশ্বরভীতি, এ-ই সমস্ত প্রজ্ঞা।
℟ প্রভুর প্রশংসা চিরস্থায়ী।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ৩৮:২৪–৩৯:১১

সাধারণ পেশা ও প্রজ্ঞা-অধ্যয়ন

শাস্ত্রীর প্রজ্ঞালাভ তার অবসরের ফল,
যার কর্মকাণ্ড সীমিত, সে প্রজ্ঞাবান হয়ে উঠবে।
যে লাঙল চালায়, সে যখন অঙ্কুশ চালাতেই গর্ব করে,
সে কেমন করে প্রজ্ঞাবান হতে পারবে?
সে তো বলদ চালায়, তাদের কাজেই ব্যস্ত,
বাছুরই তার একমাত্র কথাবার্তার বিষয়!
হালের রেখা দিতেই তার মন ব্যস্ত,
গাভীদের জাব দেবার জন্য সে অনিদ্র থাকে।
তেমনি সেই সমস্ত কারিগর বা কারুশিল্পী,
যারা যেমন দিন তেমনি রাতও কাটায়;
যারা সীলমোহর খোদাই করে,
যারা নতুন অঙ্কন আবিষ্কার করতে নিত্য ব্যাপৃত,
নমুনাটিকে সঠিকভাবে অনুকরণ করতে নিবিষ্ট;
কাজ শেষ করার জন্য তারা তো রাতে জেগে থাকে।

তেমনি কর্মকার ; সে নেহাইয়ের সামনে বসে থাকে,
লোহার যত কাজে মন ব্যস্ত রাখে ;
আগুনের নিশ্বাস তার দেহ দগ্ধ করে,
হাপরের তাপের সঙ্গে তাকে সংগ্রাম করতে হয় ;
হাতুড়ির শব্দ তার কান কালা করে,
তার চোখ কাজের নমুনার উপরে নিবদ্ধ,
কাজ শেষ করাই তার একমাত্র চিন্তা,
কার্যসিদ্ধির লক্ষ্যে রাতে জেগে থাকে।
তেমনি কুমোর ; কাজে বসে
সে পা দিয়ে চক্র ঘোরায়,
তার কাজের জন্য সর্বদাই চিন্তিত ;
তার কর্মকাণ্ডের হিসাব সূক্ষ্মতম।
সে মাটিতে হাতের চাপে গড়নের রূপ দেয়,
সেইসঙ্গে পা দিয়ে মাটির গতি রোধ করে ;
সূক্ষ্ম রঙ দেবার জন্য সে চিন্তান্বিত,
চুল্লি পরিষ্কার করার জন্য সে রাতে জেগে থাকে।
এরা সকলে নিজেদের হাতের উপরেই নির্ভরশীল ;
প্রত্যেকে যে যার শিল্পকর্মে নিপুণ।
এরা না থাকলে একটা নগর নির্মাণ করা সম্ভব হবে না,
লোকেরাও শহরে বসতি করতে কি হাঁটাচলা করতে পারবে না।
তবু জন-মন্ত্রণাসভায় এদের খোঁজে কেউ বেরোয় না,
জনমণ্ডলীতে এদের বিশেষ কোন স্থান নেই,
বিচারাসনেও বসে না,
বিচারের রীতিনীতিও এদের জানা নেই।
এরা তো শিক্ষাদান উজ্জ্বল করে না, ন্যায়নীতিও নয়,
প্রবচনমালার রচয়িতাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয় ;
না, এরা জড় পদার্থেরই অবলম্বন,
এদের প্রার্থনা পেশাগত কাজেই সীমিত।
কিন্তু পরাৎপরের বিধানে যে মনোনিবেশ করে,
সেই বিধান যে ধ্যান করে, সে তেমন নয়।
সে সকল প্রাচীনদের প্রজ্ঞা অনুসন্ধান করে,
নবীদের বচনগুলি অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকে।
সে প্রসিদ্ধ মানুষদের বচন অন্তরে গেঁথে রাখে,
রূপকের সূক্ষ্ম অর্থ ভেদ করে,
প্রবচনগুলির মর্মার্থ অনুসন্ধান করে,
রূপকের প্রহেলিকায় ব্যস্ত থাকে,
মহীয়ানদের মাঝেই তার সেবাকর্ম,
জননেতাদের সভায় সে উপস্থিত,
বিজাতিদের দেশে যাত্রা করে,
তাতে মানুষদের মধ্যে যা ভাল-মন্দ রয়েছে, সে তার অভিজ্ঞতা অর্জন করে।
খুব সকালে উঠে

সে তার নির্মাতা প্রভুর দিকে হৃদয় ফেরায়,
পরাৎপরের সম্মুখে মিনতি জানায়,
প্রার্থনার উদ্দেশে ওষ্ঠ উন্মোচিত করে,
নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।
মহাপ্রভুর ইচ্ছা হলে
সে সুবুদ্ধির আত্মায় পরিপূর্ণ হবে,
প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী বর্ষার মত ছড়িয়ে দেবে,
প্রার্থনায় প্রভুকে ধন্যবাদ জানাবে।
সে সুমন্ত্রণা ও সদ্‌জ্ঞানে ন্যায়বান হয়ে উঠবে,
ঈশ্বরের রহস্যগুলি ধ্যান করবে।
সে আপন অর্জিত ধর্মশিক্ষার আলো ব্যক্ত করবে,
প্রভুর সন্ধির বিধানে গর্ববোধ করবে।
বহু বহু লোক তার সুবুদ্ধির প্রশংসাবাদ করবে,
তার কথা কখনও বিস্মৃত হবে না,
তার স্মৃতি কখনও মুছে যাবে না,
যুগের পর যুগ জীবিত থাকবে তার নাম।
জাতিসকল তার প্রজ্ঞার কথা বলবে,
জনমণ্ডলী প্রচার করবে তার প্রশংসাবাদ।
দীর্ঘায়ু হলে সে এমন সুনাম রেখে যাবে যা সহস্র নামের চেয়েও গৌরবময়,
সে মরলে, তখন তা তার পক্ষে যথেষ্ট।

শ্লোক সিরা ৩৯:৫,৬; যাকোব ১:৫

℣ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি প্রার্থনার উদ্দেশে ওষ্ঠ উন্মোচিত করে।
℟ মহাপ্রভুর ইচ্ছা হলে সে সুবুদ্ধির আত্মায় পরিপূর্ণ হবে।
℣ তোমাদের কারও যদি প্রজ্ঞার অভাব থাকে, তবে সে সেই ঈশ্বরের কাছে যাচনা করুক, যিনি সকলকে উদারভাবে দান করেন।
℟ মহাপ্রভুর ইচ্ছা হলে সে সুবুদ্ধির আত্মায় পরিপূর্ণ হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৪:২

খ্রীষ্টে আমরা নবসৃষ্টি হয়ে উঠেছি

মণ্ডলী-শব্দ খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের জনসংখ্যা নির্দেশ করে, তথা: ধর্মসেবক ও জনগণ, পালক, আচার্য ও জনসাধারণ। এরা সকলে একসময়ে খ্রীষ্টে প্রকৃতভাবেই নবীকৃত হয়েছিলেন, অর্থাৎ তখন, যখন প্রভু ঈশ্বর আমাদের মাঝে এসে আমাদের উদ্ভাসিত করলেন। কেননা সেসময়ে আমরা জীবন, আচরণ ও প্রতিষ্ঠানের নবীনতায়, এমনকি উপাসনার নবীনতায়ও নবীকৃত হয়েছি। বাস্তবিকই আমরা প্রাচীন পাপ ফেলে দিয়েছি, ও খ্রীষ্টের বিধান ও শিক্ষা দ্বারা উৎকৃষ্ট ও প্রীতিকর জীবনাচরণে দীক্ষিত ও চালিত হয়ে খ্রীষ্টে নবসৃষ্টি হয়ে উঠেছি। এজন্য সেই প্রজ্ঞাপূর্ণ পল, যারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আহূত হয়েছে তাদের কাছে পত্র লিখে বলেন, *আগেকার জীবনধারণ ছেড়ে তোমাদের সেই পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করতে হবে, যে মানুষ প্রতারণাময় কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়ছে, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।* উপরন্তু তিনি অন্যত্র এ কথাও বলেন, *তোমরা এই যুগধর্মের অনুরূপ হয়ো না, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত কর, যেন বিচার করতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত।* এবং একই সময়ে তিনি এমনটি বলেন, আমরা যেন পুরাতন মানুষকে ক্রুশে দিই যাতে খ্রীষ্টে আচরণ ও জীবনের মধ্য দিয়ে নতুন মানুষ পরিধান করি।

তাই এসো, উপাসনা ক্ষেত্রেও নিজেদের নবীকৃত করি: যারা ইহুদী প্রথা পালন করে, তারা প্রতীক ও দৃষ্টান্তগুলো ত্যাগ করুক, তবেই বৃষের বলি বা ধূপ বা পার্থিব সুগন্ধি নয়, বরং আত্মিক সুরভিত সুগন্ধি ব্যবহার করবে; আর যারা অন্য ধর্মের মধ্য থেকে প্রেরিতদূতদের জালে ধরা পড়েছে, তারাও সেই উৎকৃষ্ট উপাসনা-রীতি ও শ্রেষ্ঠ অনুশীলনে পদার্পণ করবে যা তুলনার অতীত। কেননা মনের সেই প্রাচীন কালিমা তাদের আর থাকবে না, কিন্তু দিব্য ও বোধগম্য আলো তাদের অন্তরে প্রবেশ করলে তারা পুণ্যবান ও প্রকৃত উপাসক হয়ে উঠবে। তারা সৃষ্টবস্তুকে ও বোবা ও ইন্দ্রিয়শূন্য জড়তাকে আর পূজা করবে না, দৈববাণী ও যত মন্ত্র বাতিল করবে, ও জঘন্য প্রথা ও নিন্দাজনক যত কর্ম প্রত্যাখ্যান ক'রে সদ্‌গুণে ভূষিত হবে ও সত্য-তত্ত্বে সুদক্ষ হয়ে উঠবে।

অতএব, এ হল আমাদের ক্ষেত্রে নবীকরণ; বাস্তবিকই সৃষ্টজীব খ্রীষ্টে নবীন হয়ে ওঠে। কেননা বিশ্বজগতের ঈশ্বর তাদেরই শাশ্বত পরিত্রাণ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা মাংস সূত্রে আব্রাহামের সন্তান ও যারা প্রতিশ্রুতি গুণে আব্রাহামের সন্তান বলে পরিগণিত, তারা যেন লজ্জাজনক যত কাজ থেকে ও অপকর্ম থেকে দূরে থাকে—আর এই সমস্ত কিছু সবসময়ের মত; কেননা খ্রীষ্টে ঘৃণ্য পাপ পরিত্যাগ করে ও শয়তানের দাসত্বের জোয়াল থেকে মুক্তি পেয়ে, ও সেইসঙ্গে ক্ষয়শীলতা ত্যাগ করে ও অমরত্ব পরিধান করে আমরা এই অবস্থা নিত্যই ভোগ করব। হ্যাঁ, পাপ আমাদের আর অপমান করবে না, ও শয়তান তার দাসত্বে নতুন করে আমাদের বশীভূত করতে পারবে না; মৃত্যুর আধিপত্যও চিরকাল ধরে ধ্বংসিত ও বিনষ্ট হবে, কারণ সেই খ্রীষ্টই তাকে পদদলিত করবেন, যাঁর দ্বারা ও যাঁর সঙ্গে পিতা ঈশ্বরের ও পবিত্র আত্মার গৌরব ও পরাক্রম হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক রো ৭:৬; ৫:৫

প্র আমরা বিধান থেকে মুক্ত হয়েছি, যেহেতু যার কাছে আবদ্ধ ছিলাম, তার কাছে মরেছি,
উ যেন আমরা অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।
প্র ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে,
উ যেন আমরা অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ২২:১০-৩০

শেষ যুদা-রাজের বিরুদ্ধে বাণী

মৃতজনের জন্য তোমরা চোখের জল ফেলো না,
তার জন্য বিলাপগান ধরো না,
যে চলে যাচ্ছে, তারই জন্য বরং অঝোরে চোখের জল ফেল,
কারণ সে আর ফিরবে না,
নিজের জন্মদেশ আর দেখবে না।

কেননা যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যে শাল্লুম নিজ পিতা যোসিয়ার পদে রাজা হয়েছে কিন্তু এই স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, তার বিষয়ে প্রভু একথা বলছেন: 'এই স্থানে সে আর ফিরবে না, কিন্তু তাকে যেখানে বন্দি অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সে সেখানে মরবে এবং এই দেশ আর দেখতে পাবে না।'

ধিক্ তাকে, যে অধর্ম অবলম্বন করে নিজের বাড়ি,
ও অন্যায়-বিচারে নির্ভর করে তার উপরতলা গেঁথে তোলে,
যে নিজের প্রতিবেশীকে বিনা বেতনে কাজ করায়,
তার পাওনা দিতে অস্বীকার করে,
যে বলে: 'আমি নিজের জন্য বিরাট এক বাড়ি গেঁথে তুলব,
প্রশস্ত উপরতলা সহ তা গেঁথে তুলব;'

এবং জানালা বসায়,
এরসগাছ দিয়ে দেওয়াল মুড়ে দেয়,
ও সিঁদুরে-লাল রঙ দিয়ে ঘরটা রঙ করে।
তুমি এরসগাছের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতা করছ বলেই কি রাজত্ব করবে?
তোমার পিতা কি খাওয়া-দাওয়া করত না?
কিন্তু সে ন্যায়বিচার ও ধর্মময়তা অনুশীলন করত,
তাই তার মঙ্গল হল।
সে দুঃখী ও নিঃস্বের অধিকার রক্ষা করত,
এজন্যই তার মঙ্গল হল;
এ-ই আমাকে জানা!—প্রভুর উক্তি।
কিন্তু তোমার চোখ ও তোমার হৃদয় কেবল তোমার স্বার্থের দিকেই নিবদ্ধ,
নির্দোষীর রক্তপাত ও অত্যাচার-উৎপীড়নেই ব্যস্ত।
এজন্য যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিম সম্বন্ধে প্রভু একথা বলছেন:
'তার বিষয়ে লোকেরা "হায়, ভাই আমার! হায়, বোন আমার!" বলে বিলাপ করবে না;
"হায় প্রভু! হায় তাঁর মহিমা!" বলেও বিলাপ করবে না।
না! তার সমাধি হবে গাধার সমাধির মত;
লোকে তাকে টেনে যেরুসালেমের দ্বারের বাইরে ফেলে দেবে।'
তুমি লেবাননের পর্বতমালায় গিয়ে উঠে চিৎকার কর,
বাশান পর্বতে উচ্চকণ্ঠ শোনাও;
আবারিম থেকে চিৎকার কর,
কারণ তোমার সকল প্রেমিকের বিনাশ হল।
তোমার সমৃদ্ধির দিনে আমি তোমার কাছে কথা বলেছিলাম,
কিন্তু তুমি নাকি বলেছিলে: 'না, আমি শুনব না!'
তোমার তরুণ বয়স থেকে তেমনই হল তোমার আচরণ:
তুমি আমার প্রতি কখনও বাধ্য হওনি।
বাতাস তোমার সকল রাখালকে গ্রাস করবে,
তোমার প্রেমিকেরা সকলে বন্দিদশায় চলে যাবে।
তখন তোমার সমস্ত অপকর্মের কারণে
তোমাকে লজ্জিতা ও বিষণ্ণা হতে হবে।
হে লেবানন-নিবাসিনী, এরসগাছের মধ্যেই যার নীড়!
প্রসবযন্ত্রণার দিনে, আহা, তোমার কেমন ব্যথা হবে,
—প্রসবিনীর যন্ত্রণারই মত!

'আমার জীবনের দিব্যি—প্রভুর উক্তি—যেহোইয়াকিমের সন্তান যুদা-রাজ কনিয়া যদিও আমার ডান হাতের সীল-আঙটি হত, তবুও আমি আমার হাত থেকে তা ফেলে দিতাম। যারা তোমার প্রাণনাশে সচেষ্ট, যাদের কারণে তুমি ভয়ে অভিভূত, আমি তোমাকে সেই বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজারের হাতে ও কাল্দীয়দের হাতে তুলে দেব। তোমাকে ও তোমাকে যে প্রসব করেছে তোমার সেই মাকে তুলে অন্য দেশে ছুড়ে মারব; এবং সেই যে দেশে তোমাদের জন্ম হয়নি, সেই দেশেই তোমাদের মৃত্যু হবে। কিন্তু যে দেশে ফিরে আসতে তাদের প্রাণ আকাঙ্ক্ষিত, সেখানে তারা ফিরে আসতে পারবে না।

এই কনিয়া কি তুচ্ছ ভগ্ন একটা পাত্র? এ কি এমন পাত্র যা কেউই পছন্দ করে না? তবে এ ও এর বংশ কেন বহিষ্কৃত হয়ে তাদের অজানা এক দেশে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে?'

হে দেশ, দেশ, দেশ! প্রভুর বাণী শোন! প্রভু একথা বলছেন: 'এই লোক সম্বন্ধে লেখ: নিঃসন্তান, জীবনকালে

অকৃতকার্য পুরুষ; কারণ এর বংশধরদের কেউই দাউদের সিংহাসনে আসীন হতে ও যুদার উপরে কর্তৃত্ব করতে সফল হবে না।'

শ্লোক যেরে ২২:২,৩; মথি ২০:২৬

প্র হে রাজারা, ন্যায়বিচার ও ধর্মময়তা অনুশীলন কর, অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে উদ্ধার কর।
উ প্রবাসী, এতিম ও বিধবাকে শোষণ করো না।
প্র তোমাদের মধ্যে যে কেউ বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে।
উ প্রবাসী, এতিম ও বিধবাকে শোষণ করো না।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৫:২

কেইবা ঈশ্বরের মন জানতে পারে?

যারা মনপরিবর্তন, মুক্তি ও পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিকে আহূত, ঈশ্বর চান না তারা সেই অনুগ্রহ সন্দেহ করবে, যা খ্রীষ্ট দ্বারা নিবেদিত। ইস্রায়েলীয়েরাই তেমন ব্যবহার করেছিল! বাস্তবিকই ঈশ্বর মনপরিবর্তন ও অনুতাপের দিকে তাদের আহ্বান করতে করতে তারা বিবেকের অভিযোগ দ্বারা আক্রান্ত ও বিদীর্ণ হয়ে নিজেদের অপকর্মের মলিনতা ধৌত করতে পারবে না বলে মনে করে বলছিল: আমাদের ভ্রান্তি আমাদেরই অন্তরে রয়েছে, আমরা সেই ভ্রান্তিতেই জন্ম নিলাম। তবে কেমন করে বাঁচব? উত্তরে ঈশ্বর বলেছিলেন: হে ইস্রায়েলকুল, তোমাদের পথ ত্যাগ কর, তবেই তোমাদের অধর্ম শাস্তিতে পরিণত হবে না। আমি সবই করতে পারি: তোমাদের সমস্ত কালিমা থেকে তোমাদের মুক্ত করব, ও তোমাদের প্রাচীন যত অপরাধ থেকে কলুষমুক্ত করে তোমাদের রক্ষা করব—আর আমি তেমন কথা স্পষ্টই বলতে বলতে তোমরা যখন সন্দেহ কর, তখন তোমাদের ভাবতে হবে আমি কে ও তোমরা কে, আরও ভাবতে হবে, আমার পথ তোমাদের পথ থেকে, ও আমার ভাবনা তোমাদের ভাবনা থেকে ততখানি ভিন্ন, আমার স্বরূপ ও তোমাদের স্বরূপ যতখানি ভিন্ন; কেননা তোমরা মানুষ, আমি ঈশ্বর!

তাই ব্যবধান অপরিসীম, আর ঈশ্বরের যা যা, তা অতুলনীয়: বাস্তবিকই তিনি শক্তিতে, গৌরবে ও দয়ায় বিজয়ী; আর প্রকৃতিতে এমন কিছুই নেই যা তাঁর শ্রেষ্ঠতার তুল্য বা সেই শ্রেষ্ঠতার কাছেও আসতে পারে। কেননা মানুষ ক্রোধ থেকে মুক্ত নয়; অপরদিকে ঐশস্বরূপের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যই যে ক্রোধ তা স্পর্শ করতে পারে না। আরও, মানুষ হিংস্র ও অপকর্মে প্রবণ; অপরদিকে ঈশ্বর স্বরূপেই মঙ্গলময়, এমনকি তিনি নিজেই মঙ্গলময়তা!

তাই ঈশ্বর বলে তিনি ক্ষমা করবেন, ও অজ্ঞতাবশত পতনের কথা ভুলে গিয়ে ও ভ্রান্তিজনিত কালিমা মুছিয়ে দিয়ে ভক্তিহীনকে ধর্মময় করে তুলবেন। তাছাড়া এ কথাও বলা বাঞ্ছনীয় যে, একসময়ে মানুষ নির্বোধ ছিল ও সহজেই সমস্ত অপকর্মের মধ্যে আকর্ষিত ছিল, আর শুধু তা নয়, এমন কাজ করতে প্রবণ ছিল, যা উল্লেখ করা পর্যন্তও লজ্জা লাগে!

কিন্তু বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তারা যখন ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে, তাঁকে ডাকতে ও প্রাচীন পথ ও মন্দ জীবনাচরণ ত্যাগ করতে শুরু করল, তখন তারা তাঁর কাছ থেকে দয়া পেল ও ঠিক যেন অন্য জীবনেই রূপান্তরিত হল; উপরন্তু প্রজ্ঞার অংশীদার হওয়ায় তারা প্রজ্ঞাবান হয়ে উঠল ও মঙ্গলকর যত কিছুর জ্ঞান লাভ করল; প্রাচীন ভ্রান্তির জোয়াল ফেলে দিল, পাপ জয় করল, ভাসা ও অসার ভাবের দিকে আর প্রবণ না হয়ে তাদের অন্তর বরং দৃঢ়, শক্ত, ও ঈশ্বরের গ্রহণীয় কাজ সাধনে তৈরী হয়ে উঠল। এজন্য তিনি বলেন, আমি প্রতিশ্রুতি দিলে, তোমরা তা সন্দেহ করো না; আমার মন স্থির নয়, তাও মনে করো না, কেননা *আমার সঙ্কল্প সকল ও তোমাদের সঙ্কল্প সকল এক নয়, তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ সকল এক নয়।*

শ্লোক প্রজ্ঞা ১৫:৩; যোহন ১৭:৩

প্র হে ঈশ্বর, তোমাকে জানা-ই সিদ্ধ ধর্মময়তা,
উ তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরত্বের মূল।
প্র এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যীশুখ্রীষ্টকে জানবে।

℣ তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরত্বের মূল।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ৪২:১৫-২৫; ৪৩:২৯-৩৩

প্রকৃতিতে ঈশ্বরের গৌরব

এখন আমি প্রভুর কর্মকীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেব,
যা কিছু দেখেছি, তা বর্ণনা করব।
প্রভুর বাণীগুণেই তাঁর সমস্ত কর্ম অস্তিত্ব পেয়েছে,
তাঁর শুভ ইচ্ছা অনুসারেই তাঁর বিধি সাধিত হয়েছে।
জ্যোতির্ময় সূর্য সবকিছুর উপর দৃষ্টিপাত করে,
প্রভুর গৌরবে তাঁর কর্মকীর্তি পরিপূর্ণ।
প্রভুর পবিত্রজনেরাও তাঁর সকল আশ্চর্য কাজ
বর্ণনা করতে সক্ষম নন;
নিখিল সৃষ্টি যেন তাঁর গৌরবের উদ্দেশে দৃঢ়স্থাপিত থাকে,
সর্বশক্তিমান প্রভু যা স্থির করেছেন, তাও জ্ঞাত করতে তাঁরা সক্ষম নন।
তিনি অতল গহ্বর তলিয়ে দেখেন, হৃদয়কেও তলিয়ে দেখেন,
তাদের সমস্ত গোপন তত্ত্ব ভেদ করেন।
যা কিছু জানবার আছে, পরাৎপরের কাছে সেই সবই জানা,
তিনি যত যুগলক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখেন,
তাতে তিনি অতীত কি ভাবী সব ঘটনার কথা ব্যক্ত করেন,
গুপ্ত যত ঘটনার পদচিহ্ন প্রকাশ করেন।
কোন চিন্তাই তাঁকে এড়াতে পারে না,
একটা কথাও তাঁর কাছে গোপন নয়।
তিনি তাঁর প্রজ্ঞার মহত্ত্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত করলেন,
অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল ধরেই তিনি আছেন।
তাঁর সঙ্গে কিছুই যোগ করা বা বিয়োগ করাও সম্ভব নয়,
কোন মন্ত্রণাদাতা তাঁর প্রয়োজন নেই।
তাঁর সাধিত কর্মকীর্তি, আহা, কত মনোরম!
অথচ সেগুলির একটা স্ফুলিঙ্গই মাত্র চোখে পড়ে!
এসমস্ত কিছু জীবন্ত, তা চিরস্থায়ী,
যে কোন অবস্থায় সবই তাঁর বাধ্যতা স্বীকার করে চলে।
সমস্ত কিছু জোড় জোড় করে আছে, একটা অপর একটার সামনে,
তিনি অপূর্ণাঙ্গ কিছুই করেননি:
এক একটা অপরটার উৎকৃষ্টতার পরিপূরণ;
তাঁর গৌরব দর্শনে কেইবা তৃপ্তি পাবে?
প্রভু ভয়ঙ্কর, মহামহিম,
তাঁর পরাক্রম আশ্চর্যময়।
প্রভুর গৌরবকীর্তনে তোমরা তাঁর বন্দনা কর,
—যথাসাধ্যই কর, কারণ তিনি এর চেয়েও বন্দনীয়।
তাঁর বন্দনাগানে তোমাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর,
ক্লান্ত হয়ে পড়ো না—তোমাদের তো কখনও শেষ হবে না।

এমন কেইবা তাঁর দর্শন পেয়েছে যে, তাঁর বর্ণনা করবে?
তিনি যেমন আছেন, কেইবা সেই অনুসারে তাঁর মহিমাকীর্তন করতে পারে?
এর চেয়ে আরও মহা মহা নিগূঢ় তত্ত্ব রয়েছে;
তাঁর যত কর্মকীর্তি—আমরা কেবল তার মুষ্টিমেয় কিছুরই দর্শন পাই।
কেননা প্রভু সমস্ত কিছুই নির্মাণ করলেন,
আর ভক্তপ্রাণ যারা, তাদের তিনি প্রজ্ঞা দান করলেন।

শ্লোক সিরা ৪৩:২৭,২৮ দ্রঃ

প্র প্রভুর উপযুক্ত প্রশংসা করতে গেলে অসংখ্য কথাও যথেষ্ট হবে না।
উ এসো, আমরা তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে বলি: হে ঈশ্বর, তুমি সব!
প্র তাঁর গৌরবকীর্তন করার জন্য কোথায় শক্তি পাব, যেহেতু তিনি সেই মহান, যিনি তাঁর সমস্ত কর্মের ঊর্ধ্বে!
উ এসো, আমরা তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে বলি: হে ঈশ্বর, তুমি সব!

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আথানাসিউস-লিখিত 'বিধর্মীদের বিপক্ষে' ৪০,৪২

পিতার বাণী সবই শ্রীমণ্ডিত করেন, সবই ব্যবস্থা করেন, সবই ধারণ করেন

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পিতা আপন অপার মঙ্গলময়তায় সমস্ত সৃষ্টবস্তুর ঊর্ধ্বে। উত্তম শাসনকর্তা হওয়ায় তিনি আপন প্রজ্ঞা ও বাণী দ্বারা, অর্থাৎ আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা সর্বস্থানে সবকিছু সুষ্ঠুভাবে শাসন করেন, বিন্যস্ত করেন ও নির্মাণ করেন—যেইভাবে ন্যায়সঙ্গত মনে করেন। আর আসলে এ ন্যায়সঙ্গতই যে, সবকিছু সেইভাবেই নির্মিত হবে যেভাবে নির্মিত আছে ও যেভাবে আমরা দেখতে পাই, কারণ তিনিই সবকিছু সেইভাবে চাইলেন, আর এর ফলে কেউই যুক্তিসঙ্গতভাবে তা অস্বীকার করতে পারবে না। বস্তুতপক্ষে সৃষ্টবস্তুর গতির যদি কোন যুক্তি না থাকত ও জগৎ অর্থহীনভাবেই ঘুরত, তবে উপরোক্ত কথা আর বিশ্বাসযোগ্য হত না। কিন্তু জগৎ যদি সুবুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান অনুসারেই সৃষ্ট ও সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হয়ে থাকে, তবে একথা স্বীকার্য যে, তার নির্মাতা ও শিল্পী হলেন সেই স্বয়ং বাণী যিনি ঈশ্বরের সুবুদ্ধি।

আমি সেই জীবনময় ও সক্রিয় ঈশ্বরের কথা ভাবি যিনি মঙ্গলময় ঈশ্বরের ও নিখিল সৃষ্টির ঈশ্বরের আপন বাণী; সেই ঈশ্বরের কথা স্বীকার করি, যিনি সৃষ্টবস্তুর চেয়ে ভিন্ন, যিনি মঙ্গলময় পিতার সেই একমাত্র ও প্রকৃত বাণী যাঁর দ্বারা সমগ্র জগৎ সৃষ্ট হয়ে তাঁর সুব্যবস্থায় উদ্ভাসিত।

যিনি মঙ্গলময় পিতার মঙ্গলময় বাণী, তিনিই সবকিছু সুবিন্যস্ত করলেন, ও পরস্পর বিরোধী বস্তু সংযুক্ত করে বিচিত্রই এক-সৃষ্টি গঠন করলেন।

আপন সনাতন বাণী দ্বারা সবকিছু নির্মাণ করার পর ও সৃষ্টবস্তুকে অস্তিত্ব দেওয়ার পর পিতা ঈশ্বর যা গড়লেন তা একা ফেলে রাখেননি, পাছে সেই সবকিছু শূন্যে ফিরে যায়; বরং মঙ্গলময় হওয়ায় তিনি তাঁর সেই আপন বাণী দ্বারা—যিনি নিজেও ঈশ্বর—সমগ্র জগৎকে শাসন করেন ও প্রতিপালন করে থাকেন, যাতে বাণীর সুপরিচালনায় চালিত হয়ে ও তাঁর সুব্যবস্থায় আলোকিত হয়ে সৃষ্টি দৃঢ়ভাবে সংস্থিত ও জীবিত থাকতে পারে। এমনকি সৃষ্টি পিতার বাণীর অংশী হয়ে ওঠে, যাতে তাঁর দ্বারা সহায়তা পেয়ে অস্তিত্ব থেকে বঞ্চিত না হয়; আর তা অবশ্যই ঘটত যদি সৃষ্টি বাণী দ্বারা প্রতিপালিত না হত, কারণ তিনি হলেন *অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও সমস্ত সৃষ্টির প্রথমজাত*; কেননা দৃশ্য অদৃশ্য যা কিছু আছে, তা তাঁর দ্বারা ও তাঁর মধ্যে সংস্থিত হয়ে থাকে কারণ তিনি নিজেই মণ্ডলীর মাথা—যেভাবে পবিত্র শাস্ত্রে সত্যের সেবকেরা শিক্ষা দেন।

অতএব পিতার সর্বশক্তিমান ও পবিত্রতম বাণী সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকে, সমস্ত কিছুর মধ্যে নিজ শক্তি পরিব্যাপ্ত ক'রে ও দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত কিছু আলোকিত ক'রে সমস্ত কিছু নিজের মধ্যে এমনভাবে ধারণ করেন ও ঘিরে রাখেন, যাতে কোন কিছুই তাঁর ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত না হয়; তিনি বরং যার যার ব্যক্তিত্ব অনুসারেও ও সার্বিকভাবেও সমস্ত কিছুর মধ্যে জীবন সঞ্চার করেন ও রক্ষা করেন।

শ্লোক প্রবচন ৮:২৩-২৫,২৭,৩০ দ্রঃ

℣ আদি থেকে, পৃথিবীর উদ্ভবের সময় থেকে, অতল গহ্বরও তখনও হয়নি,

℟ উপপর্বতের উদ্ভবের আগেও ঈশ্বর আমাকে জন্ম দিলেন।

℣ যখন তিনি আকাশ দৃঢ়স্থাপিত করেন, তখন আমি সেখানে ছিলাম, দক্ষ কারিগরের মত তাঁর পাশে ছিলাম।

℟ উপপর্বতের উদ্ভবের আগেও ঈশ্বর আমাকে জন্ম দিলেন।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ১৯:১-৫,১০–২০:৬

ভাঙা মাটির ঘটের চিহ্ন

প্রভু যেরেমিয়াকে একথা বললেন, 'তুমি গিয়ে কুমোরের একটা মাটির ঘট কিনে নাও। লোকদের কয়েকজন প্রবীণকে ও যাজকদের কয়েকজন প্রবীণকে সঙ্গে নিয়ে বেন্-হিন্নোম উপত্যকার দিকে, কুচি-দ্বারের প্রবেশস্থানের কাছে যাও। আমি তোমাকে যে কথা বলব, তা সেখানে প্রচার কর। তুমি বলবে, হে যুদা-রাজারা ও যেরুসালেম-অধিবাসী সকল, প্রভুর বাণী শোন। সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: দেখ, আমি এই স্থানের উপর এমন অমঙ্গল ডেকে আনছি যে, যে কেউ তার কথা শুনবে, সেই শব্দে তার দুই কান বেজে উঠবে; কারণ তারা আমাকে পরিত্যাগ করেছে, এবং এই স্থানটিকে অন্য উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করেছে, হ্যাঁ, তারা এই স্থানে এমন দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালিয়েছে, তারা, তাদের পিতৃপুরুষেরা ও যুদার রাজারাও যাদের জানত না। তারা এই স্থান নির্দোষীদের রক্তপাতে পরিপূর্ণ করেছে; কেননা বায়াল-দেবের উদ্দেশে আহুতিবলি রূপে নিজেদের ছেলেদের আগুনে পোড়াবার জন্য বায়াল-দেবের উদ্দেশে উচ্চস্থান নির্মাণ করেছে। তেমন আজ্ঞা আমি দিইনি, উচ্চারণও করিনি, আমার মনেও তা কখনও স্থান পায়নি।

তারপর তুমি তোমার সেই সঙ্গী পুরুষদের চোখের সামনে ঘটটা ভেঙে ফেলবে, এবং তাদের এই কথা বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: যেমন কুমোরের একটা ঘট ভেঙে ফেললে তা আর জোড়া দেওয়া সম্ভব নয়, তেমনি আমি এই জাতিকে ও এই নগরী ভেঙে ফেলব। তখন তোফেতেও কবর দেওয়া হবে, কারণ কবর দেওয়ার মত আর জায়গা কুলোবে না। আমি এই স্থানের প্রতি ও এখানকার অধিবাসীদের প্রতি তেমনটি করব—প্রভুর উক্তি—এই নগরী আমি তোফেতের মত করব! হ্যাঁ, যেরুসালেমের বাড়ি-ঘর ও যুদার রাজাদের প্রাসাদগুলো, অর্থাৎ যে সকল বাড়ির ছাদে তারা আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীর উদ্দেশে ধূপ জ্বালাত ও অন্য যত দেব-দেবীর উদ্দেশে পানীয়-নৈবেদ্য ঢালত, সেই সকল বাড়ি তোফেতের মত অশুচি স্থান হবে।'

প্রভু যেরেমিয়াকে এই ভবিষ্যদ্বাণী দিতে যেখানে পাঠিয়েছিলেন, তিনি সেই তোফেৎ থেকে ফিরে এসে প্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে গোটা জনগণকে বললেন: 'সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: দেখ, এই নগরীর জন্য যা স্থির করেছি, সেই সমস্ত অমঙ্গল তার উপরে ও তার সকল গ্রামের উপরে ডেকে আনব, কারণ তারা মন কঠিন করে আমার বাণী শুনতে অস্বীকার করেছে।'

যেরেমিয়া যখন এই সমস্ত বাণী দিচ্ছিলেন, তখন ইম্মেরের সন্তান পাশ্হুর—সে ছিল যাজক ও প্রভুর গৃহের প্রহরী-দলের অধিনায়ক—তা শুনতে পেল। পাশ্হুর নবী যেরেমিয়াকে বেত্রাঘাত করাল, এবং প্রভুর গৃহে, উপরের বেঞ্জামিন-দ্বারের কাছে, যে কারাবাস ছিল, সেখানে তাঁকে মাথা নিচে ও পা উঁচু অবস্থায় রুদ্ধ করল। পরদিন পাশ্হুর যেরেমিয়াকে পীড়নযন্ত্র থেকে মুক্ত করলে তিনি তাকে বললেন, 'প্রভু তোমার নাম পাশ্হুর আর রাখছেন না, কিন্তু "চারদিকে সন্ত্রাস" রাখছেন; কেননা প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি তোমাকে ও তোমার প্রিয়জন সকলকে সন্ত্রাসের হাতে তুলে দেব; তারা তাদের শত্রুদের খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে, আর তোমার চোখ এইসব কিছু দেখবে! আমি সমস্ত যুদাকে বাবিলন-রাজের হাতে তুলে দেব, আর সে তাদের বন্দি অবস্থায় বাবিলনে নিয়ে গিয়ে খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারবে। আমি এই নগরীর সমস্ত ঐশ্বর্য, তার যত ভাণ্ডার, সমস্ত বহুমূল্য বস্তু ও যুদার

রাজাদের সমস্ত ধনকোষ তার শত্রুদের হাতে তুলে দেব, আর তারা সেইসব কিছু লুটপাট করে তা বাবিলনে তুলে নিয়ে যাবে। তুমি, হে পাশ্হুর, তুমি ও তোমার বাড়ির সকলেই বন্দিদশায় পড়বে; তুমি বাবিলনে যাবে: সেখানে মরবে আর সেইখানে তোমার কবর দেওয়া হবে—তুমি ও তোমার সকল প্রিয়জন, যাদের কাছে মিথ্যার নামেই ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছ।'

শ্লোক মথি ২৩:৩৭; যেরে ১৯:১৫

প্র হায় যেরুসালেম, তুমি যে নবীদের মেরে ফেল ও তোমার কাছে যারা প্রেরিত তাদের পাথর ছুড়ে মার!
উ মুরগি যেমন নিজের বাচ্চাদের ডানার নিচে জড় করে, তেমনি আমিও কতবার তোমার সন্তানদের জড় করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না!
প্র হে আমার জনগণ, তোমরা মন কঠিন করে আমার বাণী শুনতে অস্বীকার করেছ।
উ মুরগি যেমন নিজের বাচ্চাদের ডানার নিচে জড় করে, তেমনি আমিও কতবার তোমার সন্তানদের জড় করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না!

দ্বিতীয় পাঠ - খ্রীষ্টানুকরণ **৩:৩**

ঈশ্বর নবীদের কাছে কথা বললেন,
তিনি সকলের কাছে কথা বলেন

প্রভু একথা বলছেন: বৎস, আমার বাণী শোন—এমন মধুময় বাণী, যা এসংসারের দার্শনিকদের ও জ্ঞানীদের সমস্ত জ্ঞানের চেয়েও উত্তম। *আমার বাণী আত্মা ও জীবন।* আমার বাণী মানব বুদ্ধি দ্বারা অনুধাবনযোগ্য নয়, অসার পছন্দ অনুসারেও বিচারযোগ্য নয়, বরং নীরবেই শ্রবণীয় ও সমস্ত বিনম্রতায় ও মহাভক্তি ভরেই গ্রহণীয়।

আমি উত্তরে বলছি: *সুখী সেই মানুষ, যাকে তুমি উদ্বুদ্ধ কর, প্রভু; যাকে শেখাও তোমার বিধানের কথা, যেন দুর্দশার দিনে তাকে আরাম দিতে পার।*

প্রভু আরও বলছেন: আমি আদি থেকে নবীদের উদ্বুদ্ধ করলাম, ও এখন পর্যন্তও সকলের কাছে কথা বলায় আমি ক্ষান্ত নই, অথচ অনেকে আমার বাণীর প্রতি বধির ও শক্ত। বহু লোক ঈশ্বরের চেয়ে সংসারকেই স্বচ্ছন্দে শোনে, ও ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার চেয়ে নিজেদের দেহের কামনা-বাসনাই সহজে পালন করে। সংসার ক্ষণস্থায়ী ও সামান্য বিষয় দানের প্রতিশ্রুতি দেয়, আর অনেকে মহা আগ্রহের সঙ্গেই তার সেবা করে; আমি সর্বোত্তম ও শাশ্বত বিষয় দানের প্রতিশ্রুতি দিই, অথচ মানুষের হৃদয় নিদ্রামগ্ন থাকে। কেই বা সবকিছুতে সেই যত্নের সঙ্গেই আমার সেবা করে ও বাধ্যতা দেখায়, যেভাবে অন্যরা সংসারের ও তার প্রভুদের সেবা করে? তাই হে শিথিল ও নালিশপ্রিয় দাস, লজ্জায় লাল হও, কারণ জীবনলাভের জন্য তোমার চেয়ে বিনষ্ট হবার জন্য তারাই অধিক প্রস্তুত। সত্যের প্রতি তোমার চেয়ে অসারের প্রতি তারাই অধিক আনন্দিত। বাস্তবিকই তারা নিজেদের প্রত্যাশা পূরণে বারবার অকৃতকার্য, কিন্তু আমার প্রতিশ্রুতি কাউকে প্রবঞ্চনা করে না, আমার উপর যে নির্ভরশীল তাকেও শূন্যহস্তে ফিরিয়ে দেয় না। আমি যা যা প্রতিশ্রুত হয়েছি তা দেবই, যা যা বলেছি তা পূর্ণ করব—তথাপি সে-ই পাবে, যে শেষ পর্যন্ত আমার ভালবাসায় বিশ্বস্ত থাকবে। আমিই সকল ধার্মিককে পুরস্কার দান করি, আমিই সকল ভক্তকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করি।

আমার বাণী তোমার হৃদয়েই লিখে রাখ, ও নিষ্ঠাবান হয়ে তা জপ করে থাক, কেননা প্রলোভনের দিনে তোমার পক্ষে সেই বাণীর অধিক প্রয়োজন হবে। পাঠ করতে করতে যা তুমি এখন উপলব্ধি করতে অক্ষম, পরীক্ষার দিনে তা বুঝতে সক্ষম হয়ে উঠবে। আমি দুই প্রকারেই আমার মনোনীতদের দেখতে আসি, প্রলোভন দ্বারা ও সান্ত্বনা দানে। আর প্রতিদিন তাদের আমি দুই পাঠ শোনাই: তাদের রিপু ভর্ৎসনা দ্বারা ও সদ্‌গুণ-বৃদ্ধির উদ্দেশে উৎসাহ দানে। *যে আমার বাণী পেয়ে অবজ্ঞাই করে, তার এমন বিচারক আছেন যিনি শেষ দিনে তার বিচার করবেন।*

শ্লোক প্রবচন ২৩:২৬; ৫:১; ৪:২০ দ্রঃ

প্র সন্তান আমার, তোমার আস্থা আমার উপর স্থাপন কর, তোমার চোখ আমার সমস্ত পথে নিবদ্ধ থাকুক:

℟ তবে তুমি সিদ্ধপুরুষ হবে।

℣ আমার প্রজ্ঞার প্রতি মনোযোগ দাও, আমার সুবুদ্ধির প্রতি কান দাও।

℟ তবে তুমি সিদ্ধপুরুষ হবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ৫১:১-১২

ধন্যবাদ-স্তুতি

হে প্রভু, হে রাজন, আমি তোমার স্তুতিবাদ করব,
হে ত্রাণেশ্বর আমার, আমি তোমার প্রশংসাবাদ করব,
তোমার নামের স্তুতিবাদ করব;
কারণ তুমিই হলে আমার রক্ষাকর্তা, আমার সহায়,
তুমিই বিনাশ থেকে, নিন্দাভরা জিহ্বার ফাঁদ থেকে,
মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ থেকে আমার দেহের মুক্তি সাধন করলে।
যারা চারদিকে আমাকে ঘিরে ফেলছিল,
তাদের সামনে তুমি আমার সহায় হলে, আমার মুক্তি সাধন করলে
—তোমার মহাদয়া ও তোমার মহানামের খাতিরে—
তাদের কবল থেকে, যারা আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত ছিল,
তাদের হাত থেকে, যারা আমার প্রাণনাশে সচেষ্ট ছিল,
সেই বহু সঙ্কট থেকে, যাতে আমি ভুগছিলাম,
সেই শ্বাসরোধক অগ্নিশিখা থেকে, যা চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ফেলছিল,
সেই আগুনের মধ্য থেকে, যা আমি জ্বালাইনি,
গভীরতম পাতাল-গর্ভ থেকে,
অশুচি জিহ্বা ও মিথ্যা অভিযোগ থেকে—
হ্যাঁ, রাজার কানে অন্যায়কারী জিহ্বার একটা অভিযোগ এসেছিল;
আমার প্রাণ তখন ছিল মৃত্যুর সন্নিকট,
আমার জীবন ছিল পাতালদ্বারে উপস্থিত।
আমি সবদিক দিয়ে আক্রান্ত ছিলাম, আমার সহায়তা করতে কেউই ছিল না;
সাহায্যের জন্য মানুষের দিকে তাকালাম—কেউই ছিল না!
প্রভু, আমি তখন তোমার বহুবিধ দয়ার কথা স্মরণ করলাম,
স্মরণ করলাম তোমার সেই সমস্ত কর্মকীর্তি, যা অনাদিকালীন,
কারণ যারা ধৈর্যশীল হয়ে তোমার উপর প্রত্যাশী, তাদের তুমি উদ্ধার কর,
ও শত্রুদের হাত থেকে তাদের ত্রাণ কর।
তখন এই পৃথিবীর বুক থেকে আমার মিনতি ঊর্ধ্বে প্রেরণ করলাম;
মৃত্যু থেকে নিস্তার যাচনা করলাম।
আমি প্রভুকে ডাকলাম, আমার প্রভুর পিতাকে ডাকলাম,
সঙ্কটকালে, গর্বিতদের সেই দিনগুলিতে যখন আমরা অসহায়,
তিনি যেন আমাকে ছেড়ে না যান।
আমি অবিরত তোমার নামের প্রশংসা করব,
কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তোমার বন্দনা করব।
আমার মিনতি পূর্ণ হল;
কেননা তুমি সর্বনাশ থেকে আমার পরিত্রাণ সাধন করলে,

সেই অশুভ কালের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করলে।
তাই আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাব, তোমার প্রশংসাগান করব,
এবং প্রভুর নাম ধন্য বলব।

শ্লোক সিরা ৫১:৮,১,১০,১১

প্র প্রভু, আমি তখন তোমার বহুবিধ দয়ার কথা স্মরণ করলাম, স্মরণ করলাম তোমার সেই সমস্ত কর্মকীর্তি, যা অনাদিকালীন।

উ হে প্রভু, হে রাজন, আমি তোমার স্তুতিবাদ করব, হে ত্রাণেশ্বর আমার, আমি তোমার প্রশংসাবাদ করব।

প্র আমি বলে উঠলাম: প্রভু, তুমিই আমার পিতা! আমার মিনতি পূর্ণ হল।

উ হে প্রভু, হে রাজন, আমি তোমার স্তুতিবাদ করব, হে ত্রাণেশ্বর আমার, আমি তোমার প্রশংসাবাদ করব।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা **৪:৪**

এসো, সেই পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই
যিনি অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন

প্রভু আমাকে এমন দীক্ষাপ্রাপ্ত জিহ্বা দিলেন, যেন আমি বুঝতে পারি কবে আমার কথা বলা উচিত। এ বচনটি অত্যন্ত যুক্তির সঙ্গে ও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা অনুসারে পুণ্যবান প্রেরিতদূতদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও সেই সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও অধিক অর্থপূর্ণ, যাঁরা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাসী ও আত্মায় এমন উদ্বুদ্ধ, যার ফলে তাঁদের অন্তর ও মন অতিশয় উদ্ভাসিত; বচনটি তাঁদেরও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাঁরা ঐশ অনুগ্রহদানগুলোর সহভাগী হয়ে উঠেছেন ও ঐশঅনুপ্রাণিত শাস্ত্রের গভীরতায় মনশ্চক্ষু নিবদ্ধ রাখবার যোগ্য হয়ে উঠেছেন; অবশেষে বচনটি সেই সকল পুণ্যজনদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যাঁরা সুসমাচার অনুযায়ী জীবনধারণ, সদ্বিবেচনা ও জ্ঞানের পথ ধরে চলছেন। এজন্যই এঁরা ধন্যবাদসূচক গীতিকা গান করতে করতে ঘোষণা করেন যে, দীক্ষাপ্রাপ্ত জিহ্বা তাঁদেরই দেওয়া হল, অর্থাৎ এমন জিহ্বা দেওয়া হল যা ঐশরহস্যগুলো জেনেই বাণী উচ্চারণ করতে ও সেই প্রসঙ্গে নির্ভুল ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম; আর শুধু তা নয়, তাঁরা এও জানতে পারলেন, কবে ও কেমন করে সান্ত্বনা বাণী প্রচার করা উচিত। তেমন কিছু ধন্য প্রেরিতদূতেরা তখনই করলেন, যখন শ্রোতাদের মন ও হৃদয় খ্রীষ্টবিশ্বাসের পরিত্রাণদায়ী ও নির্মল শিক্ষায় পরিপূর্ণ করলেন ও দিব্য বাণীপ্রচারের শ্রোতাদের কাছে তাদের প্রত্যেকের ক্ষমতা বা সুবিধা অনুসারে এ-বাণী বা সে-বাণী উপস্থাপন করলেন।

বস্তুতপক্ষে, যারা তখনও শিশু ছিল, তাঁরা তাদের কাছে সহজ শিক্ষা বা সরল উপদেশ দুধের মতই যেন উত্তমরূপে নিবেদন করলেন; কিন্তু যারা সিদ্ধপুরুষ-পর্যায়ে উঠেছিল ও খ্রীষ্টের পূর্ণ পরিপক্কতার মাত্রায় পৌঁছেছিল, তাদের কাছে তাঁরা গুরুপাক ও অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন করলেন। সুতরাং এটি ছিল সেই দীক্ষাপ্রাপ্ত জিহ্বা; তাছাড়া তাঁরা নিজেরা বলেন যে, সেই যে প্রজ্ঞা-দান দ্বারা তাঁরা জানতেন কবে বাণী বলা উচিত, তা উষাতেই তাঁদের দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ কিনা তাঁদের অন্তরে ও হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছিল দিনের জ্যোতি, দিব্য ও বোধগম্য আলোর প্রভা, সেই প্রভাতী তারা! একথা আমরা আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারব যদি ধন্য পলের এ বাণী শুনি: *যিনি আলোয় তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে অংশীদার হবার যোগ্যতা আমাদের দান করেছেন, এসো, আনন্দের সঙ্গে সেই পিতাকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয়তম পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন।*

আসলে এসংসারের দেবতা বিধর্মীদের মন এমনভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলেছে যাতে খ্রীষ্টের সুসমাচারের জ্যোতি তাদের পক্ষে উজ্জ্বল না হয়। কিন্তু আমাদের জন্য ধর্মময়তার সূর্য উদিত হয়েছেন ও দিব্য আলো দ্বারা আমাদের অন্তর সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করেছেন যেন আমরা আলোর ও দিনের সন্তান হতে পারি ও তা-ই বলে অভিহিতও হতে পারি। তাছাড়া আমরা খ্রীষ্টবিশ্বাস গ্রহণ করা মাত্র ও তাঁর বিভায় উদ্ভাসিত হওয়া মাত্রই আমাদের বিশেষ কানও দেওয়া হল, অর্থাৎ আমরা বিশেষ এক নতুন শ্রবণশক্তি লাভ করেছি। বস্তুতপক্ষে আমরা যারা বিশ্বাস করি যে বিধান পরিচালক দাস স্বরূপ, যখন মোশীর বিধান শুনি, তখন অন্য কান দ্বারাই তা উপলব্ধি করি, অর্থাৎ, প্রতীকটা বাস্তবতায় পরিণত করি ও ছায়াটা আধ্যাত্মিক ধ্যানের সুযোগে রূপান্তরিত করি। কেননা

খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব—তথা সুসমাচারের বাণী ও তার রহস্যে দীক্ষা—বিধানকে আত্মিকভাবে উপলব্ধি করতে শেখায়, ও যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাস রেখেছে তাদের কান খুলে দেয়।

শ্লোক সাম ৮৬:১২-১৩

প্র প্রভু, পরমেশ্বর আমার, সমস্ত হৃদয় দিয়ে করব তোমার স্তুতিবাদ, তোমার নাম গৌরবান্বিত করব চিরকাল;
উ কারণ আমার প্রতি তোমার কৃপা মহান।
প্র পাতালের বুক থেকেই তুমি উদ্ধার করেছ আমার প্রাণ,
উ কারণ আমার প্রতি তোমার কৃপা মহান।

৩০শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ২৩:৯-১৭,২১-২৯

নকল নবীদের বিরুদ্ধে বাণী

নবীদের বিষয়।
আমার বুকে হৃদয় ফেটে যাচ্ছে,
আমার সমস্ত হাড় কেঁপে উঠছে;
প্রভুর কারণে ও তাঁর পবিত্র বাণীর কারণে
আমি মত্ত মানুষের মত,
আঙুররসে পরাভূত মানুষের মত।
'কেননা দেশ ব্যভিচারী মানুষে ভরা;
হ্যাঁ, অভিশাপের কারণে সমগ্র দেশ শোক করছে;
প্রান্তরের চারণভূমি শুষ্ক হয়ে গেছে।
অপকর্মই তেমন লোকদের লক্ষ্য,
অন্যায়ই ওদের বল।
নবী ও যাজক, উভয়েই ধূর্ত,
আমার নিজের গৃহেই আমি ওদের দুষ্কর্ম দেখেছি—প্রভুর উক্তি।
তাই ওদের পক্ষে ওদের চলার পথ হবে পিচ্ছিল পথের মত,
অন্ধকারে তাড়িত হয়ে সেই অন্ধকারেই হবে ওদের পতন,
কারণ ওদের প্রতিফল-বর্ষে আমি ওদের উপরে অমঙ্গল ডেকে আনব।'
—প্রভুর উক্তি।
'আমি সামারিয়ার নবীদের মধ্যে অযৌক্তিক বেশ কিছু দেখেছি।
তারা বায়াল-দেবের নামে ভবিষ্যদ্বাণী দিচ্ছিল,
এবং আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকে পথভ্রষ্ট করছিল।
কিন্তু আমি যেরুসালেমের নবীদের মধ্যে ভীষণ খারাপ কিছু দেখেছি:
তারা ব্যভিচার করে ও মিথ্যায় অবলম্বন করে,
অপকর্মাদের এমন সহায়তা দেয় যে,
কেউ নিজের কুপথ থেকে ফেরে না;
আমার কাছে তারা সকলে সদোমের মত,

এবং সেখানকার অধিবাসীরা গমোরার মত।'
তাই সেনাবাহিনীর প্রভু তেমন নবীদের বিষয়ে একথা বলছেন:
'দেখ, আমি তাদের নাগদানা খাওয়াব,
তাদের বিষাক্ত জল পান করাব,
কারণ যেরুসালেমের নবীদের মধ্য থেকে
ধূর্ততা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।'
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
'সেই নবীরা তোমাদের কাছে যে ভবিষ্যদ্বাণী দেয়, তা তোমরা শুনো না;
তারা তোমাদের ভোলায়,
তাদের মনের যে মিথ্যাদর্শন, তারা তা-ই বলে,
প্রভুর মুখ থেকে যা নির্গত, তা নয়।
যারা আমাকে অবজ্ঞা করে, তাদের ওরা শুধু বলে থাকে:
প্রভু একথা বলেছেন: তোমাদের শান্তি হবে!
এবং যারা নিজেদের জেদি হৃদয়ের অনুগামী, তাদের ওরা শুধু বলে থাকে:
তোমাদের উপর কোন অমঙ্গল এসে পড়বে না।
আমি তো এই নবীদের পাঠাইনি,
অথচ তারা দৌড়োচ্ছে।
আমি তো তাদের কাছে কথা বলিনি,
অথচ তারা ভবিষ্যদ্বাণী দিচ্ছে।
তারা যদি আমার মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত হয়ে থাকে,
তবে আমার জনগণের কাছে আমারই বাণী শুনিয়ে দিক,
তাদের কুপথ থেকে ও তাদের দুর্ব্যবহার থেকে তাদের ফিরিয়ে নিক।'
'আমি কি শুধু কাছেই ঈশ্বর?—প্রভুর উক্তি—
আমি কি দূরেও ঈশ্বর নই?
কেউ কি এমন গুপ্ত জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে যে,
আমি তাকে দেখতে পাব না?—প্রভুর উক্তি।
স্বর্গ ও মর্ত কি আমাতে পরিপূর্ণ নয়?'—প্রভুর উক্তি।

'যে নবীরা আমার নামে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী দেয়, আমি তো শুনেছি তারা কী বলে; তারা বলে: স্বপ্ন দেখেছি, স্বপ্ন দেখেছি! মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী দেয় ও নিজেদের মনের ছলনারই নবী, নবীদের মধ্যে এমন নবীরা আর কতকাল থাকবে? তাদের প্রচেষ্টা এ: তাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন বায়াল-দেবের খাতিরে আমার নাম ভুলে গেছিল, তেমনি তারা একে অপরের কাছে নিজেদের স্বপ্নের বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমার জনগণকে আমার নাম ভুলে যেতে বাধ্য করছে। যে নবী স্বপ্ন দেখেছে, সে স্বপ্ন বলেই তার বর্ণনা দিক; এবং যে আমার বাণী পেয়েছে, সে সত্য রক্ষা করে আমার সেই বাণী ব্যক্ত করুক।

গমের সঙ্গে খড়ের কি সম্পর্ক?—প্রভুর উক্তি—
আমার বাণী কি আগুনের মত নয়?
—প্রভুর উক্তি—
তা কি এমন হাতুড়ির মত নয়, যা শৈল চূর্ণবিচূর্ণ করে?

শ্লোক যেরে ২৩:২৫,২৯,১১

প্র যে নবীরা আমার নামে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী দেয়, আমি তো শুনেছি তারা কী বলে।
উ আমার বাণী কি আগুনের মত নয়?—প্রভুর উক্তি—তা কি এমন হাতুড়ির মত নয়, যা শৈল চূর্ণবিচূর্ণ করে?

℣ নবী ও যাজক, উভয়েই ধূর্ত, আমার নিজের গৃহেই আমি ওদের দুষ্কর্ম দেখেছি।
℟ আমার বাণী কি আগুনের মত নয়?—প্রভুর উক্তি—তা কি এমন হাতুড়ির মত নয়, যা শৈল চূর্ণবিচূর্ণ করে?

দ্বিতীয় পাঠ - ধন্য মার্টিন দ্য লেওনের উপদেশাবলি **আগমনকাল, উপদেশ**

ধর্মময়তার নবাঙ্কুর সেই বাণী
পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য সনাতন

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, যাজক-বংশধর সেই নবী যেরেমিয়া মাতৃগর্ভে গঠিত হওয়ার আগে সেই ঈশ্বর দ্বারা জ্ঞাত ছিলেন যিনি *যা অস্তিত্ববিহীন তা অস্তিত্বেই ডেকে আনেন;* এবং জন্ম নেবার আগে পবিত্রীকৃত হলেন ও তাঁকে এমনটি বলে দেওয়া হল, তিনি যেন চিরকুমার থাকেন, যাতে কেবল ইহুদীদের কাছে নয়, সকল জাতির কাছেও ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করতে নিযুক্ত হন।

আর প্রকৃতপক্ষে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ায় ছিলেন সত্যাশ্রয়ী, ইহুদীদের তপস্যার দিকে আহ্বান করায় কঠোর প্রচারক, জনগণের পাপের জন্য দুঃখ প্রকাশ করায় ধর্মপ্রাণ, ভাবী অমঙ্গলের পূর্বদর্শন পাওয়ায় সুতীক্ষ্ণ দ্রষ্টা, প্রতিকূলতা সহ্য করায় সহনশীল ও ধৈর্যশীল, ও দুঃখীদের সঙ্গে কথা বলায় কোমল। সুতরাং, তেমন পবিত্রতার মানুষ মানব-পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাল অনুভব ক'রে ও পবিত্র আত্মার পূর্বজ্ঞান লাভের ফলে ঈশ্বরের পুত্রের আগমনের কথা আগে থেকে দর্শন ক'রে ঈশ্বরের পূর্ববাণী অনুসারে মানবজাতির সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে এভাবে কথা বলেন: *দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি দাউদের জন্য ধর্মময় এক অঙ্কুর উৎপন্ন করব; তিনি প্রকৃত রাজারূপে রাজত্ব করবেন, হবেন সুবুদ্ধিসম্পন্ন, পৃথিবী জুড়ে ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করবেন। আর তিনি এ নামেই আখ্যাত হবেন: প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা।*

ধর্মময় অঙ্কুর সেই বাণী পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যই সনাতন বটে, কিন্তু কালচক্রে তিনি দাউদবংশীয় সেই কুমারী মারীয়া থেকে মাংস হলেন। উপরন্তু তিনি যুক্তিসঙ্গত ভাবেও ধর্মময় অঙ্কুর বলে অভিহিত: তাঁর ধর্মময়তা এমন, যা বিষয়ে নবী এ বাণী বলেছিলেন: *প্রভু ধর্মময়, তিনি ধর্মময়তা ভালবাসেন, ন্যায়নিষ্ঠ মানুষই পাবে তাঁর শ্রীমুখের দর্শন।* এই রাজা, তাঁর নাম ও ধর্মময়তা বিষয়ে প্রত্যাদেশ পুস্তকে সুসমাচার-রচয়িতা যোহনও কথা বলেন: *আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গলোক উন্মুক্ত; আর দেখ, সাদা একটা ঘোড়া; যিনি তার পিঠে আসীন, তিনি বিশ্বস্ত ও সত্যময় নামে অভিহিত; এবং তিনি ধর্মময়তার সঙ্গে বিচার ও যুদ্ধ করেন; তাঁর নাম: ঈশ্বরের বাণী! তাঁর আলোয়ানে ও তাঁর উরুতে এই নাম লেখা আছে: রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু।* অতএব, যারা বিশ্বাসের জন্য ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত, তারা সকলে অবিরত প্রশংসাবাদ ঘোষণা করে চলে যে, তিনিই রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু: *তিনি প্রকৃত রাজারূপে রাজত্ব করবেন, হবেন সুবুদ্ধিসম্পন্ন, পৃথিবী জুড়ে তিনি ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করবেন,* কারণ বিচারে তিনি দীনহীনকেও অবজ্ঞা করবেন না, প্রভাবশালীকেও সম্মানিত করবেন না। এই রাজা *চেহারা অনুসারে বিচার করবেন না, জনশ্রুতি অনুসারেও নিষ্পত্তি করবেন না; বরং ধর্মময়তায় দীনহীনদের বিচার করবেন, সততায় দেশের অত্যাচারিতদের জন্য নিষ্পত্তি করবেন,* কারণ *ধর্মময়তা হবে তাঁর কটিবাস, বিশ্বস্ততা হবে তাঁর কোমর-বন্ধনী।*

শ্লোক যেরে ২৩:৫,৬

℣ দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—প্রভুর উক্তি—যখন আমি দাউদের জন্য ধর্মময় এক অঙ্কুর উৎপন্ন করব; তিনি প্রকৃত রাজারূপে রাজত্ব করবেন, হবেন সুবুদ্ধিসম্পন্ন, দেশজুড়ে ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করবেন।
℟ আর তিনি এ নামেই আখ্যাত হবেন: প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা।
℣ তাঁর দিনগুলিতে যুদা পরিত্রাণ পাবে ও ইস্রায়েল ভরসাভরে বসবাস করবে।
℟ তিনি এ নামেই আখ্যাত হবেন: প্রভু-আমাদের-ধর্মময়তা।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রজ্ঞা ১:১-১৫

ঈশ্বরের প্রজ্ঞার প্রশংসাবাদ

তোমরা, পৃথিবীতে শাসনকর্তা যারা, ধর্মনীতি ভালবাস,
প্রভুর সম্বন্ধে সুচিন্তা পোষণ কর,
সরল অন্তরে তাঁর অন্বেষণ কর।
যারা তাঁকে যাচাই করে না, তাদেরই দ্বারা তিনি নিজেকে অনুসন্ধান পেতে দেন;
যারা তাঁকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে না, তাদেরই কাছে তিনি দেখা দেন।
কুটিল চিন্তা মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়;
তাকে যাচাই করলে সর্বশক্তি নির্বোধকে দূর করে দেয়।
প্রজ্ঞা অপকর্মার প্রাণে কখনও প্রবেশ করবে না,
পাপের অধীন দেহের মধ্যেও কখনও বসতি করবে না,
কারণ উদ্বোধক সেই পবিত্র আত্মা ছলনা থেকে নিজেকে দূরে রাখেন,
অবোধ কথন থেকেও দূরে থাকেন,
অন্যায়-অধর্ম দেখা দিলেই তিনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন।
প্রজ্ঞা এমন আত্মা, মানুষের প্রতি বন্ধুসুলভ যার ভাব,
কিন্তু নিজের ওষ্ঠে যে ঈশ্বরনিন্দা করে, প্রজ্ঞা তাকে রেহাই দেবে না,
কেননা ঈশ্বর মানুষের ভাবগতির প্রত্যক্ষ সাক্ষী,
তার হৃদয়ের সূক্ষ্মদর্শী,
তার সমস্ত কথার শ্রোতা।
বস্তুত বিশ্বজগৎ প্রভুর আত্মায় পরিপূর্ণ,
সেই আত্মা সমস্ত কিছু একতাবদ্ধ রাখেন, উচ্চারিত সমস্ত কথা জানেন।
এজন্য যে কেউ অন্যায় কথা বলে, সে তাঁর অগোচর হবে না,
প্রতিফলদাতা সেই ন্যায্যতা তাকে রেহাই দেবে না।
হ্যাঁ, ভক্তিহীনের সঙ্কল্প সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষিত হবে,
তার সমস্ত কথা প্রভুর কান পর্যন্ত পৌঁছবে,
তখন তার সমস্ত অন্যায়ের দণ্ড হবে।
সূক্ষ্মতম এমন এক কান আছে, যা সবকিছুই শোনে,
বিড়বিড়ানির মর্মরধ্বনিও তার অশ্রুত থাকে না।
তাই তোমরা অসার বিড়বিড়ানি বিষয়ে সতর্ক থাক,
পরনিন্দা থেকে জিহ্বা বিরত রাখ,
কারণ গোপনে উচ্চারিত একটা কথাও নিষ্ফল হবে না,
এবং মিথ্যাবাদী মুখ প্রাণের মৃত্যু ঘটায়।
তোমাদের জীবনের ভুলভ্রান্তিতে মৃত্যুকে উত্তেজিত করো না,
তোমাদের হাতের কর্মে নিজেদের উপরে বিনাশ ডেকে এনো না,
কেননা ঈশ্বর মৃত্যুকে গড়েননি,
জীবিতদের বিনাশেও তিনি প্রীত নন।
আসলে তিনি জীবনকেই উদ্দেশ্য করে সবকিছু সৃষ্টি করলেন।
পৃথিবীর যত প্রাণী, সবই তো সুস্থ;
তাদের মধ্যে নেই মৃত্যুর বিষ,

পৃথিবীর উপরে পাতালেরও রাজত্ব নেই,
কেননা ধর্মময়তা অমর।

শ্লোক প্রবচন ৩:১৩,১৫,১৭; যাকোব ৩:১৭

প্র সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার সন্ধান পেয়েছে: প্রজ্ঞা রত্নের চেয়ে মহামূল্যবান।
উ প্রজ্ঞার সমস্ত পথ মাধুর্যের পথ, তার সমস্ত মার্গে শান্তি উপস্থিত।
প্র যে প্রজ্ঞা ঊর্ধ্বলোক থেকে আসে, প্রথমত তা নির্মল; তাছাড়া তা শান্তিপ্রিয়, সহিষ্ণু, সুবিবেচক, দয়া ও শুভফলে পূর্ণ।
উ প্রজ্ঞার সমস্ত পথ মাধুর্যের পথ, তার সমস্ত মার্গে শান্তি উপস্থিত।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **১৯:৩৬-৪০**

খ্রীষ্ট প্রাণে প্রবেশ ক'রে
সনাতন আলোর উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব দ্বারা তা আলোকিত করেন

তুমি কিন্তু, প্রভু, কাছেই রয়েছ তুমি, তোমার সকল আজ্ঞা সত্য। সর্ববিদ্যমান হওয়ায় প্রভু সকলের কাছে রয়েছেন; আমরা অপরাধ করলে তাঁকে এড়াতে পারি না, পাপ করলেও তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারি না, কিন্তু তাঁর আরাধনা করলে তাঁকে কখনও হারাব না। ঈশ্বর সবই লক্ষ করেন, সবই দেখেন, তিনি আমাদের প্রত্যেকের নিকটবর্তী; তিনি নিজে বলেন, *আমি নিকটবর্তী ঈশ্বর।* আর কেমন করেই বা বলতে পারব তিনি কোন এক স্থানে উপস্থিত নন যখন তাঁর আত্মা বিষয়ে লেখা আছে: *প্রভুর আত্মায় বিশ্ব পরিপূর্ণ?* আর যেখানে প্রভুর আত্মা উপস্থিত, সেখানে প্রভু ঈশ্বর উপস্থিত। *স্বর্গ ও মর্ত কি আমাতে পরিপূর্ণ নয়?—প্রভুর উক্তি।* যিনি সর্বব্যাপী, তিনি কোথায়ই বা অনুপস্থিত হবেন? আর কেমন করেই বা আমরা তাঁর পরিপূর্ণতা থেকে কিছু পেতে পারতাম, তিনি যদি না প্রত্যেকের কাছে থাকতেন?

সুতরাং ঈশ্বর সর্ববিদ্যমান, ও তিনি স্বর্গ, মর্ত ও সমুদ্র ব্যাপী থাকেন, এবিষয়ে সচেতন হয়ে দাউদ বলে ওঠেন: *তোমার আত্মা থেকে আমি দূরে কোথায় বা যাব? তোমার শ্রীমুখ থেকে আমি কোথায় বা পালাতে পারব?* বচনটির স্পষ্ট অর্থই যে ঈশ্বর সর্বত্রই উপস্থিত, আর যেখানে ঈশ্বর উপস্থিত, সেখানে তাঁর আত্মা বর্তমান, ও যেখানে তাঁর আত্মা বর্তমান, সেখানে ঈশ্বর উপস্থিত। ফলে এই বচনে একেশ্বর-ত্রিত্বের ঐক্য অভিব্যক্ত।

স্বর্গে যদি গিয়ে উঠি, সেখানে তুমি আছ; পাতালে যদি শয্যা পাতি, দেখ, সেখানেও তুমি আছ। এ সমস্ত কথা নবীর মুখ দিয়ে ঈশ্বরের পুত্রই বললেন: তিনি সেই মানুষের হয়ে কথা বললেন, যে মানুষ দেহধারণ দ্বারা পৃথিবীতে নেমে এলেন, পুনরুত্থান দ্বারা স্বর্গে আরোহণ করলেন ও শারীরিক মৃত্যু দ্বারা পাতালের বন্দিদের মুক্ত করতে পাতালে প্রবেশ করলেন।

সেখানেও তোমার হাত আমায় চালিত করে, সেখানেও তোমার ডান হাত আমায় ধরে রাখে। এখন, তুমি যদি এ বচনের কথা নবীকে কেন্দ্র করেই বিচার-বিবেচনা করতে চাও, তবে এ লক্ষ কর যে, যেখানে ঈশ্বরের হাত বা ডান হাত তথা খ্রীষ্ট উপস্থিত, সেখানে পিতা ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা উপস্থিত।

বায়ুমণ্ডলও যখন সূর্যের উপস্থিতি অনুভব করে, ও সূর্য দেখতে পারে না এমন প্রাণীদের বেলায়েও যখন তার উপস্থিতি কার্যকর, তখন আমরা কেমন করে সন্দেহ করব যে, দিনের অগ্রগতিতে সূর্য আলো বিকিরণ ক'রে সমস্ত কিছু আলোকিত করে? বাস্তবিকই তার উত্তাপ কোথায় অনুপস্থিত? রাত্রি ও মেঘের অন্ধকার দূর করে দেওয়ার পর সূর্য যখন পৃথিবী আলোকিত করে, তখন কি এমন স্থান আছে যেখানে তার রশ্মি অনুপস্থিত? না! সূর্য আকাশে উজ্জ্বল হয়ে সমুদ্র উদ্ভাসিত করে ও পৃথিবী উষ্ণ করে। তাই, সূর্যের আলো সর্বত্র উজ্জ্বল, একথা সন্দেহ না করে তুমি কি তাঁরই সর্বব্যাপী উজ্জ্বলতা সন্দেহ কর যিনি *ঈশ্বরের গৌরবের প্রভা ও তাঁর স্বরূপের মুদ্রাঙ্কন?* সৃষ্ট-সূর্য প্রবেশ করতে অক্ষম, হৃদয়ের এমন গভীরতম স্থানেও যাঁর আলো উপস্থিত, সেই সনাতন দীপ্তি ঐশবাণী কোথায়ই বা প্রবেশ করেন না? বস্তুত ঐশবাণী এমন আত্মিক খড়্গ যা *প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা এই সকলের বিভেদ পর্যন্ত মর্মভেদী।* এবিষয়ে ধার্মিক সিমেয়োন মারীয়াকে বললেন, *তোমার নিজের প্রাণও এক খড়্গের আঘাতে*

বিদীর্ণ হবে—যেন অনেক হৃদয়ের চিন্তা প্রকাশিত হয়।

তাই তিনি মানবাত্মায় প্রবেশ করে নিজ সনাতন দীপ্তির প্রভায় তা উদ্ভাসিত করেন। কিন্তু তবু যদিও তিনি ভাল মন্দ সকলেরই জন্য কুমারী গর্ভে জন্ম নেওয়ায় সকলের মাঝে, সকলের অন্তরে ও সমস্ত আধিপত্যের ঊর্ধ্বে বিদ্যমান ও উপস্থিত, কেবল তাদেরই নিজ উত্তাপের অংশী করেন, যারা তাঁর কাছে এগিয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে, যে ব্যক্তি অন্ধকারে থাকবার জন্য গৃহের জানালা বন্ধ ক'রে উপযুক্ত স্থান বেছে নেয়, সে যেমন তাই করায় সূর্যের আলো ফিরিয়ে দেয়, তেমনি ধর্মময়তার সূর্য থেকে যে দূরে থাকে, সে তাঁর বিভা দেখতে পায় না ও অন্ধকারে চলে; তাতে সকলে সেই আলো ভোগ করতে করতে, সে নিজের অন্ধকারময় অবস্থা নিজেই ঘটায়।

অতএব, ঈশ্বরের বাণীর জন্য তোমার জানালা খুলে দাও, যাতে তোমার সমস্ত গৃহ প্রকৃত সূর্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হতে পারে; চোখ উন্মোচিত কর, যাতে সেই ধর্মময়তার সূর্যকে দেখতে পাও যিনি তোমার জন্যই উদীয়মান। তিনি তোমার দরজায় ঘা দিয়ে বলেন, *কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব।* হ্যাঁ, এমন কিছুই নেই যা ঈশ্বরের পক্ষে প্রবেশের অতীত, এমন কিছুই নেই যা সনাতন দীপ্তির পক্ষে ছায়াময়; কিন্তু তবু তিনি অধর্মের দরজা খুলে দিতে রাজি নন, অপকর্মের আস্তানায়ও প্রবেশ করতে সম্মত নন।

শ্লোক যোহন ১২:৩৫; যেরে ১৩:১৬

℣ আর অল্পকাল মাত্র আলো তোমাদের মাঝে আছে;
℟ যতক্ষণ আলো তোমাদের থাকে, ততক্ষণ চলতে থাক, পাছে অন্ধকার তোমাদের নাগাল পায়।
℣ অন্ধকার আসবার আগে তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর গৌরব স্বীকার কর।
℟ যতক্ষণ আলো তোমাদের থাকে, ততক্ষণ চলতে থাক, পাছে অন্ধকার তোমাদের নাগাল পায়।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ২৫:১৫-১৭,২৭-৩৮

বিধর্মীদের উপরে প্রভুর ক্রোধের পানপাত্র

প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, আমাকে একথা বললেন: 'তুমি আমার ক্রোধের এই আঙুররসের পানপাত্র নাও, এবং যে সকল দেশের কাছে আমি তোমাকে পাঠাই, তাদের তুমি তা পান করাও, তা পান করে তারা যেন মত্ত হয় এবং তাদের মধ্যে যে খড়্গ আমি পাঠাব, তার সামনে দিশেহারা হয়ে পড়ে।' তাই আমি প্রভুর হাত থেকে সেই পানপাত্র নিলাম, এবং প্রভু যে সকল দেশের কাছে আমাকে পাঠালেন, তাদের তা পান করালাম।

'তুমি তাদের একথা বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তোমরা পান কর, মত্ত হও, বমি কর; এবং তোমাদের মধ্যে যে খড়্গ পাঠিয়েছি, তার সামনে পতিত হও, আর উঠো না। তারা তোমার হাত থেকে পাত্রটা নিতে অস্বীকার করলে তুমি তাদের বলবে: সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তোমাদের অবশ্যই পান করতে হবে! দেখ, যে নগরী আমার আপন নাম বহন করে, আমি যখন প্রথম সেই নগরী দন্ডিত করি, তখন তোমরা কি অদন্ডিত থাকতে দাবি করবে? না, তোমরা অদন্ডিত থাকবে না, কারণ আমি পৃথিবীর সকল অধিবাসীদের উপরে খড়্গ ডেকে আনব। সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি।

তুমি এই সমস্ত কিছুর ভবিষ্যদ্বাণী দেবে; তাদের বলবে:

প্রভু ঊর্ধ্বলোক থেকে গর্জনধ্বনি তুলছেন,
তাঁর পবিত্র বাসস্থান থেকে বজ্রকণ্ঠ শোনাচ্ছেন;
তিনি চারণভূমির বিরুদ্ধে তীব্র গর্জনধ্বনি তুলছেন,
মাড়াইকুণ্ডে আঙুর মাড়াই করে যারা,
তাদের মত তিনি হর্ষধ্বনি তুলছেন দেশের সকল অধিবাসীর বিরুদ্ধে।

পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তেমন শব্দ ছড়িয়ে পড়বে,
কারণ প্রভু দেশগুলোকে বিচারমঞ্চে উপস্থিত করছেন;
তিনি সমস্ত মানবজাতির বিচার করতে যাচ্ছেন,
দুর্জনদের খড়্গের হাতে তুলে দিচ্ছেন। প্রভুর উক্তি।
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, অমঙ্গল এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ছে,
পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস উঠছে।

সেদিন প্রভুর আঘাতগ্রস্ত যত মানুষ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে পৃথিবীর অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে; তাদের জন্য কোন বিলাপগান হবে না, তাদের কেউ জড় করবে না, তাদের কবরও কেউ দেবে না, কিন্তু তারা পড়ে থাকবে মাটির উপরে সারের মত।

মেষপালকেরা, হাহাকার কর, চিৎকার কর!
পালের মনিবেরা, ধুলায় গড়াগড়ি দাও!
কারণ তোমাদের জবাইয়ের দিনগুলি এসে গেছে,
আর তোমরা একটা সেরা পাত্রের মত ভেঙে যাবে।
পালকদের জন্য আশ্রয় থাকবে না,
পালের মনিবদের জন্যও রেহাই থাকবে না।
শোন পালকদের চিৎকার!
শোন পালের মনিবদের হাহাকার,
কারণ প্রভু তাদের চারণভূমি বিনষ্ট করছেন;
প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধের কারণে
শান্ত চারণমাঠ এখন নিস্তব্ধ।
যুবসিংহ নিজের আস্তানা ছেড়ে আসছে;
হ্যাঁ, উৎপীড়ক খড়্গের রোষের কারণে
ও তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের কারণে
তাদের দেশ এখন একটা ধ্বংসস্থান!'

শ্লোক যেরে ২৫:৩২,৩১; সাম ৭৫:৯ দ্রঃ

প্র দেখ, অমঙ্গল এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ছে, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস উঠছে।
উ প্রভু দেশগুলোকে বিচারমঞ্চে উপস্থিত করছেন; তিনি সমস্ত মানবজাতির বিচার করতে যাচ্ছেন।
প্র প্রভুর হাতে একটা পানপাত্র আছে। তিনি তা ঢেলে দিচ্ছেন, পৃথিবীর সকল দুর্জন তা থেকে পান করবে।
উ প্রভু দেশগুলোকে বিচারমঞ্চে উপস্থিত করছেন; তিনি সমস্ত মানবজাতির বিচার করতে যাচ্ছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **১২:৩-৬**

প্রভু আমাদের নিরাশা দেখতে চান না

বিশ্বাস, ভক্তি ও দয়া, এই তো তোমার ধন; সেই খ্রীষ্ট, এই তো তোমার ধন। তাঁকে পার্থিব অর্থাৎ সৃষ্টবস্তু বলে মনে করো না, কারণ তিনি নিখিল সৃষ্টির প্রভু। লেখা আছে, *অভিশপ্ত সেই মানুষ, যে মানুষে ভরসা রাখে!* তবু আমার পরিত্রাণ একটি মানুষের মধ্য দিয়ে আসে! প্রাক্তন সন্ধি তলিয়ে দেখ, লেখা আছে: *তিনি মানুষ বটে, কিন্তু কে তাঁকে জানতে পারে?* সুতরাং দেহধারী ঈশ্বর প্রভু যীশু সেই মানুষ, যে জগৎ দণ্ড থেকে মুক্ত করতে যাচ্ছিলেন, সেই জগৎকে নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত ক'রে মানবীয় নয়, ঐশ্বরিকই অধিকারের বলে আমার সকল পাপ ক্ষমা করলেন।

বোধশক্তিই আমাদের মূল্যবান ধন। বোধশক্তি পার্থিব বা ভঙ্গুর হলে, তবে ভ্রান্ততত্ত্বের পোকা বা ভক্তিহীনতার

মরচে তা নষ্ট করবে। সুতরাং এসো, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো ঊর্ধ্বে উন্নীত করি, এবং এমনটি যেন মনে না করি যে, মানবদেহের এ দুর্বলতার পক্ষে স্বর্গীয় রহস্যগুলো জ্ঞানে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়, কেননা প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের ঐশ্বর্য যাঁর মধ্যে নিহিত ছিল, সেই খ্রীষ্ট প্রভু দিব্য দয়ার খাতিরে আমাদের মাঝে নেমে এলেন যাতে যা বন্ধ ছিল তা খুলতে পারেন, যা গুপ্ত ছিল তা অভিব্যক্ত করতে পারেন, যা আবৃত ছিল তা প্রকাশ করতে পারেন। তাই এসো, প্রভু যীশু, আমাদের জন্যও এ নবীয় বাণীর দরজা খুলে দাও; কেননা অনেকের কাছে তা বন্ধই আছে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তা খোলা বলে প্রতীয়মান।

প্রভু, তোমার বাণী চিরস্থায়ী, স্বর্গেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, বাণী যখন স্বর্গে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ও চিরস্থায়ী, তখন তোমার অন্তরেও তা থাকা উচিত। সুতরাং ঈশ্বরের বাণী পালন কর, নিজের হৃদয়েই তা রক্ষা কর; এমনভাবেই তা রক্ষা কর যেন সেই বাণী ভুলে না যাও। প্রভুর বিধান রক্ষা কর, তা জপও কর; প্রভুর বিচারগুলি যেন তোমার হৃদয় থেকে কখনও মুছে না যায়। বাণী-ব্যাখ্যা তোমাকে সহায়তা করে যেন তুমি তৎপরতার সঙ্গে তা পালন করতে পার। নবী নিজে পরবর্তী পদে এশিক্ষা দান করে বলেন, *তোমার বিধান যদি না হত আমার সুখ, তবে আমার এ দুর্দশায় হত আমার পরিণাম। তোমার আদেশগুলি আমি কখনও ভুলব না।* তাই বিধান-জপ এমনটি করে, যাতে দুর্দশা, অবমাননা ও প্রতিকূলতার দিনে আমরা সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল হতে পারি, যেন তীব্রতম কোন দুঃখ বা কোন নিরাশার ফলে ভেঙে না পড়ি। তাছাড়া ঈশ্বর এমনটি চান না যে, আমরা দুঃখের ফলে নিরাশা পর্যন্ত ভগ্ন-চূর্ণ হব, তিনি বরং চান, আত্মসংস্কারই পর্যন্ত ভগ্ন-চূর্ণ হব।

এজন্য নবী যেরেমিয়া বিলাপ গাথায় বলেন, *পরাৎপরের মুখ থেকে অমঙ্গল বের হয় না।* সুতরাং ঈশ্বর থেকে আগত অবমাননা ধর্মময়তায় পরিপূর্ণ, সততায়ও পরিপূর্ণ, কারণ প্রভুর মুখ থেকে অমঙ্গল বের হয় না। বাস্তবিকই যিনি প্রভু দ্বারা অবনমিত হচ্ছিলেন, তিনি বলছিলেন, *নিরুপায় ছিলাম, আর তিনি আমাকে পরিত্রাণ করলেন।*

শ্লোক সাম ১১৯:১০৪-১০৫; যোহন ৬:৬৮

প্র তোমার আদেশমালা থেকে আমি সুবুদ্ধি পাই, তাই আমি ঘৃণা করি সকল মিথ্যা পথ।
উ তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো।
প্র প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে।
উ তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রজ্ঞা ১:১৬–২:১ক,১০-২৪

ভক্তিহীনদের চিন্তাধারা

ভক্তিহীনেরা তাদের কথা-কর্মে নিজেদের উপরে মৃত্যুকে ডাকে,
তাকে বন্ধু মনে করে তারা তার জন্য নিজেদের উজাড় করে দেয়,
তার সঙ্গে তারা চুক্তি করে,
তারা যে তারই অধিকার হবার যোগ্য!
অসার যুক্তি করে তারা নিজেদের মধ্যে বলে:
'এসো, যে ধার্মিক গরিব, তাকে অত্যাচার করি,
বিধবারা যেন আমাদের হাত থেকে রেহাই না পায়,
দীর্ঘায়ু ও পাকা চুলের প্রাচীন মানুষ, তার প্রতিও কিসের সম্মান!
আমাদের শক্তিই হোক ন্যায্যতার মানদণ্ড,
কারণ দুর্বলতা নিজেই নিজের নিষ্ফলতার সাক্ষী।
এসো, ধার্মিকের জন্য ফাঁদ পেতে থাকি, কারণ সে আমাদের বিরক্ত করে,
সে আমাদের কাজের বিরোধী;
বিধানের বিরুদ্ধে আমাদের পাপের জন্য সে আমাদের ভর্ৎসনা করে,

আর আমাদের বাল্যকালের মূল্যবোধের বিরুদ্ধে পাপের বিষয়ে
আমাদের অভিযুক্ত করে।
তার দাবি, সে ঈশ্বরজ্ঞানের অধিকারী,
নিজেকে প্রভুর সন্তান বলে ডাকে।
আমাদের পক্ষে সে হয়ে উঠেছে আমাদের ভাবগতির নিন্দাস্বরূপ,
শুধু তাকে দেখলেও আমাদের অসহ্য লাগে;
কারণ তার জীবনাচরণ অন্যদের চেয়ে অন্যরকম,
তার সমস্ত পথও সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।
তার ধারণায় আমরা জাল টাকার মত,
আমাদের যত পথ আবর্জনার মতই সে এড়িয়ে চলে;
সে প্রচার করে বেড়ায়, ধার্মিকদের শেষ পরিণাম সুখ,
বড়াই করে বলে, ঈশ্বর নিজেই তার পিতা।
এসো, দেখি তার এই সমস্ত কথা সত্য কিনা,
তাকে যাচাই করে দেখি, শেষে তার কেমন দশা হবে;
কেননা ধার্মিক মানুষ যদি ঈশ্বরের সন্তান, তবে তিনি তাকে সাহায্য করবেন,
তার বিরোধীদের হাত থেকে তাকে নিস্তার করবেন।
এসো, লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন দ্বারা তাকে যাচাই করি,
যাতে তার কোমলতা জানতে পারি,
তার সহিষ্ণুতাও যেন পরীক্ষা করতে পারি।
এসো, অপমানজনক মৃত্যুতে তাকে দণ্ডিত করি,
সে নিজেই তো দাবি করছে, তার উদ্ধার হবেই।'
এ ওদের ধারণা, কিন্তু ওরা নিজেদের ভোলায়;
যেহেতু ওদের শঠতা ওদের অন্ধ করে ফেলেছে।
না, ওরা ঈশ্বরের রহস্যগুলি জানে না,
পুণ্যাচরণের মজুরিতে ওরা কোন প্রত্যাশা রাখে না,
ত্রুটিহীন প্রাণের যে পুরস্কার, তাতেও ওদের কোন বিশ্বাস নেই।
বরং ঈশ্বর মানুষকে অমরত্বের উদ্দেশেই সৃষ্টি করেছেন,
তাঁর আপন স্বরূপের প্রতিমূর্তিতেই তাকে গড়েছেন।
কিন্তু শয়তানের হিংসার ফলেই মৃত্যু জগতে প্রবেশ করেছে;
যারা শয়তানের পক্ষের মানুষ, তারাই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা করে।

শ্লোক প্রজ্ঞা ২:১,১২,১৩,১৭; মথি ২৭:৪৩

প্র ভক্তিহীন লোকে বলে: এসো, ধার্মিকের জন্য ফাঁদ পেতে থাকি, কারণ সে আমাদের কাজের বিরোধী, ও নিজেকে প্রভুর সন্তান বলে ডাকে।

উ এসো, দেখি তার এই সমস্ত কথা সত্য কিনা।

প্র ও ঈশ্বরে ভরসা রেখেছে, এখন তিনিই ওকে নিস্তার করুন যদি ওতে প্রীত; কেননা ও নিজেই বলেছে, আমি ঈশ্বরের পুত্র।

উ এসো, দেখি তার এই সমস্ত কথা সত্য কিনা।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **১০:১০-১১**

হে মানুষ, তুমি ঈশ্বরের সুন্দরতম কাজ!

হে মানুষ, নিজেকে জান। হে আত্মা, নিজেকে জান, কারণ তুমি মাটি দিয়ে তৈরী নও, কাদা দিয়েও নও: স্বয়ং

ঈশ্বর মানুষের মধ্যে তোমাকে ফুৎকার দিয়ে প্রবেশ করিয়েছেন, ও তোমাকে জীবন্ত আত্মা করে তুলেছেন। তুমি আশ্চর্য একটা কর্ম, ঈশ্বরের সৃজনী শক্তি দ্বারাই অনুপ্রাণিত একটা কর্ম। তবু শাস্ত্রের কথা অনুসারে, *নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক*, এবাণী তোমারই জন্য, অর্থাৎ তোমার আত্মার জন্যই বলা হয়েছে। সংসার তোমাকে আঁকড়ে ধরবে, পার্থিব বিষয় তোমাকে ধরে রাখবে, এমনটি হতে দিয়ো না। সমস্ত তৎপরতার সঙ্গে তাঁরই দিকে ধাবিত হও, তুমি যাঁর ফুৎকারের সৃষ্টি। মানুষ তো মহান, ও দয়াবান ব্যক্তি মূল্যবান বটে, *কিন্তু বিশ্বস্ত লোককে কে খুঁজে পাবে?* হে মানুষ, শিখে নাও তুমি কিসেতে মহান, কিসেতে মূল্যবান। মাটি তোমার হীনতা দেখায়, কিন্তু সদ্‌গুণ তোমাকে গৌরবের পাত্র করে, বিশ্বাস তোমাকে বিশিষ্ট, ও প্রতিমূর্তি তোমাকে মূল্যবান করে—নাকি ঈশ্বরের সেই প্রতিমূর্তির চেয়ে মূল্যবান কিছু আছে? সেই প্রতিমূর্তিই তো প্রথমে তোমার অন্তরে বিশ্বাস সঞ্চার করার কথা, যাতে তোমার হৃদয়ে তোমার নির্মাতার একপ্রকার ছবি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পাছে এমনটি ঘটে যে, যিনি তোমার মন জিজ্ঞাসা করেন তা তাঁকে চিনতে পারে না। আর বিনম্রতার চেয়ে মূল্যবান কী আছে? বিনম্রতা গুণেই তো তুমি দেহ ও আত্মার স্বরূপ বিবেচনা করতে গিয়ে নিজেকে অন্যের অধীন কর ও স্বীকার কর যে অন্য কেউ আছেন যিনি তোমার শাসনকর্তা।

হে মানুষ, তুমি ঈশ্বরের একটি মহাকর্ম; ঈশ্বর যা তোমাকে দিয়েছেন, তা মহান; সতর্ক থাক, ঈশ্বর যে মহাদান তোমাকে দিয়েছেন পাছে তুমি তা হারিয়ে ফেল, কেননা তুমি যখন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া, তখন একারণে তোমার বেলায় শাস্তি গুরুতর হবে; কারণ ঈশ্বর নিজ সাদৃশ্যকে শাস্তি দেন না, তাকেই শাস্তি দেন, যে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও তার পাওয়া সেই ঐশসাদৃশ্যকে রক্ষা করতে পারেনি। সুতরাং যা ঈশ্বরের সাদৃশ্যে আর নয়, তারই তথা তোমার পাপেরই শাস্তি হবে, কেননা ঈশ্বর নিজ প্রতিমূর্তিকে শাস্তি দেন না, অনন্ত আগুনেও তা নিক্ষেপ করেন না; তিনি বরং নিজ প্রতিমূর্তির পক্ষে তার উপরেই প্রতিশোধ নেন, যে সেই প্রতিমূর্তির এমন ক্ষতি ঘটিয়েছে, যাতে শঠতার ফলে তুমি, হে মানুষ, যা ছিলে তা আর নও—তুমি আর মানুষ নও, অশ্বতর হয়ে গেছ! সুতরাং তিনি প্রতিমূর্তিকে শাস্তি দেন না, কিন্তু তার পক্ষে প্রতিশোধ নেন: তিনি পরিত্যক্ত বলে প্রতিমূর্তিরই পক্ষে প্রতিশোধ নেন, অপরাধী বলে তাকে দণ্ডিত করেন না। বস্তুতপক্ষে পাপ করার পর তুমি অন্য কিছু হতে শুরু করলে, আর যা ছিলে, তুমি তা আর নও। ফলে কেমন করে তোমার মধ্যে তা-ই দণ্ডিত হবে, যা তোমার মধ্যে আর পাওয়া যায় না? কেননা যদি তোমার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বা সাদৃশ্যই পাওয়া যায়, তাহলে তুমি দণ্ডের নয়, পুরস্কারেরই যোগ্য হতে শুরু কর, যার ফলে যা অনুসারে তুমি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও তার সাদৃশ্যে নির্মিত, সেই প্রতিমূর্তি দণ্ডিত হয় না, বরং জয়মালা লাভ করে। তোমারই কিন্তু দণ্ড হবে, কারণ নিজেকে এমনভাবে রূপান্তরিত করেছ যে আর মানুষ নও, সাপ, অশ্বতর, ঘোড়া ও শিয়াল হয়ে গেছ। আমরা ইতিমধ্যে শাস্ত্র দ্বারা তেমন নাম বহন করতে দণ্ডিত হয়ে গেছি, কারণ স্বর্গীয় প্রতিমূর্তির অলঙ্কার ত্যাগ করে মানুষের স্বীয় অনুগ্রহ রক্ষা না করায় মানুষ-নামটাও হারিয়েছি।

শ্লোক সাম ১০০:৩; এফে ২:১০

প্র জেনে রেখ—প্রভুই স্বয়ং পরমেশ্বর,
উ তিনি আমাদের গড়লেন আর আমরা তাঁরই।
প্র আমরা তাঁরই শিল্পকর্ম, খ্রীষ্টযীশুতে সেই সমস্ত সৎকর্মের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট, যা ঈশ্বর আগে থেকে স্থিরীকৃত করেছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি।
উ তিনি আমাদের গড়লেন আর আমরা তাঁরই।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ৩৬:১-১০,২১-৩২

রাজা যেরেমিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর পুস্তক পুড়িয়ে দেন

যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের চতুর্থ বর্ষে প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল: 'একটা পাকানো পুঁথি নাও, এবং আমি যে দিন তোমার কাছে কথা বলতে শুরু করেছি, সেই দিন থেকে, যোসিয়ারই সময় থেকে আজ পর্যন্ত ইস্রায়েল, যুদা ও সকল দেশের বিষয়ে তোমাকে যা কিছু বলেছি, সেই সকল বাণী সেই পুঁথিতে লেখ। কি জানি, আমি যুদাকুলের উপরে যে সমস্ত অমঙ্গল ঘটাবার সঙ্কল্প করেছি, তারা সেই কথা শুনে প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ফিরবে, আর আমি তখন তাদের শঠতা ও পাপ ক্ষমা করব।'

যেরেমিয়া নেরিয়ার সন্তান বারুককে ডাকলেন, এবং যেরেমিয়ার মুখ থেকে শুনতে শুনতে বারুক পুঁথিতে সেই সমস্ত বাণী লিখে নিলেন, যা প্রভু যেরেমিয়াকে বলেছিলেন। পরে যেরেমিয়া বারুককে এই আজ্ঞা দিলেন, 'প্রভুর গৃহে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি সেখানে ঢুকতে পারি না; তাই তুমিই যাও, এবং আমার মুখ থেকে শুনতে শুনতে তুমি এই পুঁথিতে যা কিছু লিখে নিয়েছ, প্রভুর সেই সকল বাণী উপবাস-দিনে প্রভুর গৃহে সকলের সামনে স্পষ্ট করে পড়ে শোনাও; এভাবে যুদার যে সকল মানুষ নিজ নিজ শহর থেকে এসেছে, তাদের সামনেও তা স্পষ্ট করে পড়ে শোনাবে। কি জানি, প্রভুর সামনে কাকুতি-মিনতি জানিয়ে নিজেদের নত করে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ফিরবে, কারণ প্রভু এই দেশের বিরুদ্ধে ভীষণ ক্রোধ ও রোষের কথা ব্যক্ত করেছেন।' নেরিয়ার সন্তান বারুক নবী যেরেমিয়ার আজ্ঞামত সেইসবই পালন করলেন, তিনি সেই পুঁথিতে লেখা প্রভুর বাণী প্রভুর গৃহে পড়ে শোনালেন।

যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের পঞ্চম বর্ষের নবম মাসে যেরুসালেমের সমস্ত লোকের জন্য, এবং যুদার শহরগুলি থেকে যারা যেরুসালেমে এসেছিল, সেই সমস্ত লোকের জন্যও প্রভুর সামনে উপবাস ঘোষণা করা হল। তাই বারুক প্রভুর গৃহে, উপরের প্রাঙ্গণে, প্রভুর গৃহের 'নতুন' দ্বারের প্রবেশস্থানে, শাস্ত্রী শাফানের সন্তান গেমারিয়ার কক্ষে সেই পাকানো পুঁথি নিয়ে গোটা জনগণের কাছে যেরেমিয়ার কথা স্পষ্ট করে পড়ে শোনালেন।

তখন রাজা পুঁথিটা আনার জন্য ইহুদিকে পাঠালেন, আর ইহুদি শাস্ত্রী এলিসামার কক্ষ থেকে তা তুলে নিয়ে রাজার কাছে ও তাঁর চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকা সমাজনেতাদের কাছে তা পড়ে শোনালেন। সেসময়ে রাজা প্রাসাদের শীতকালীন এলাকায় বসে ছিলেন—তখন তো নবম মাস চলছে—তাঁর সামনে জ্বলন্ত আগুনের আঙড়া ছিল। তাই ইহুদি তিন চার পাতা পড়া শেষ করলে রাজা শাস্ত্রীর ছুরিকা দিয়ে পুঁথিটা কেটে সেই আঙড়া আগুনে ফেলে দিতেন; এইভাবে শেষে পুঁথিটা সম্পূর্ণরূপেই আঙড়া আগুনে ছাই হল। পুঁথির সেই সমস্ত কথা শোনা সত্ত্বেও রাজা ও তাঁর পরিষদেরা কেউই উদ্বিগ্ন হলেন না, কেউই পোশাকও ছিঁড়ে ফেললেন না। অথচ এল্নাথান, দেলাইয়া ও গেমারিয়া রাজাকে মিনতি করেছিলেন, যেন পুঁথিটা পুড়িয়ে দেওয়া না হয়; তবু তিনি তাঁদের কথা শুনলেন না। এমনকি রাজা রাজপুত্র যেরাহমেল, আজ্রিয়েলের সন্তান সেরাইয়া ও আব্দেয়েলের সন্তান শেলেমিয়াকে শাস্ত্রী বারুক ও নবী যেরেমিয়াকে গ্রেপ্তার করতে আজ্ঞা দিলেন; কিন্তু প্রভু তাঁদের লুকিয়ে রেখেছিলেন।

যেরেমিয়া বলতে বলতে বারুক যে পুঁথিতে সে সকল বাণী লিখেছিলেন, তা রাজা পুড়িয়ে দেবার পর প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'আর একটা পাকানো পুঁথি নাও, এবং যুদা-রাজ যেহোইয়াকিম যে পুঁথি পুড়িয়ে দিয়েছে, সেই প্রথম পুঁথির সমস্ত বাণী এই পুঁথিতে লেখ। যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের বিরুদ্ধে তুমি একথা ঘোষণা করবে: প্রভু একথা বলছেন: তুমি এই পুঁথি এই বলে পুড়িয়ে দিয়েছ: কেন এর মধ্যে একথা লিখেছ যে, বাবিলন-রাজ অবশ্যই আসবেন, এই দেশ বিনাশ করবেন, এবং দেশ থেকে মানুষ পশু সবই নিশ্চিহ্ন করবেন? এজন্য যুদা-রাজ যেহোইয়াকিম সম্বন্ধে প্রভু একথা বলছেন: দাউদের সিংহাসনে থাকবার মত তার কোন বংশধর থাকবে না; এবং তার মৃতদেহ দিনের বেলায় রোদে ও রাতের বেলায় বরফে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে থাকবে। আর আমি তাকে, তার বংশকে ও তার পরিষদদের তাদের অপরাধের যোগ্য শাস্তি দেব; এবং তাদের

উপরে, যেরুসালেমের উপরে ও যুদার লোকদের উপরে সেই সমস্ত অমঙ্গল ডেকে আনব, যা তাদের জন্য স্থির করেছি, কিন্তু যে বিষয়ে তারা কান দিল না।'

তাই যেরেমিয়া আর একটা পাকানো পুঁথি নিয়ে নেরিয়ার সন্তান শাস্ত্রী বারুকের হাতে তা তুলে দিলেন; এবং যেরেমিয়া বলতে বলতে তিনি, যুদা-রাজ যেহোইয়াকিম যে পুঁথি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, তার সমস্ত কথা নতুন করে লিখলেন; তাছাড়া সেই ধরনের আরও আরও অনেক কথা এই পুঁথিতে লেখা হল।

শ্লোক যেরে ২৫:৪-৫; যোহন ৮:৪৭

প্র প্রভু তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে তাঁর সকল দাস সেই নবীদের তোমাদের কাছে প্রেরণ করতে থাকলেন, কিন্তু তোমরা শুনলে না;

উ তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ফের।

প্র যে কেউ ঈশ্বর থেকে উদ্গত, সে ঈশ্বরের সমস্ত কথা শোনে; তোমরা যে শোন না, এর কারণ এই, তোমরা ঈশ্বর থেকে নও।

উ তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কুপথ থেকে ফের।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের 'পাস্কা-উপদেশাবলি' উপদেশ ২:৮

এমন সময় নেই,
যে সময়ে ঈশ্বর সকলকে পরিত্রাণের দিকে আহ্বান না করেন

আমাদের প্রভু এমন ভালবাসার খাতিরেই মানুষের পিছু পিছু ধাওয়া করে থাকেন যে, এমন সময় নেই যে সময়ে তিনি সকলকে পরিত্রাণের দিকে আহ্বান না করেন। তবু, যারা নির্লজ্জভাবে পালিয়ে যায়, মাঝে মাঝে অধিক কঠোরতার সঙ্গে তাদের ভর্ৎসনা করে তিনি বলেন, *কৃষ্ণাঙ্গ কি নিজের চামড়া, কিংবা চিতাবাঘ নিজের চিত্রবিচিত্র রেখা বদলি করতে পারে? তাহলে অপকর্ম অভ্যাস করেছ যে তোমরা, তোমরা কি সৎকর্ম করতে পারবে?* বাস্তবিকই সমস্ত পাপের জনক সেই লুসিফের মানবজাতির উপরে এমনভাবে কর্তৃত্ব চালাচ্ছিল, যার ফলে বিধানের দাতাকে স্মরণ করা উচিত এমন কথায় দৃঢ়প্রত্যয়ী প্রকৃত ঈশ্বরপূজারী খুবই লঘুসংখ্যক ছিল। আর যেহেতু পাপ সকলের উপর স্বৈরশাসকের মত প্রভুত্ব চালাচ্ছিল, এবং সারা পৃথিবী জুড়ে কুয়াশার মত পরিব্যাপ্ত ছিল, সেজন্য পবিত্রজনেরা প্রার্থনা করছিলেন যাতে ঈশ্বরের বাণী আমাদের মাঝে নেমে আসেন ও সকলের অন্তরে পরিত্রাণদায়ী আলোতে উদ্ভাসিত হন। তাঁরা চিৎকার করে বলছিলেন, *তোমার সত্য, তোমার আলো প্রেরণ কর!*

তবে আমাদের কাছে সেই সত্যকার আলো প্রেরিত হল, যে আলো জগতে আসন্ন প্রতিটি মানুষকে আলোকিত করে—সেই আলো হলেন স্বয়ং ঈশ্বর, সেই ঐশবাণী, যিনি আমাদের একই স্বরূপ ধারণ করে পবিত্রা কুমারীর গর্ভে জাত হয়ে মানবজাতির কাছে পরিত্রাণ এনে দিলেন, আর এভাবে—পলের কথা অনুসারে—মানবস্বরূপের প্রাচীন অক্ষয়শীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন, ও *বিধিনির্দেশের সেই বিধান আপন মাংসে বাতিল করে দিয়ে* স্বর্গ ও পৃথিবীকে মিলিত করে আমাদের জন্য এক নতুন পথ সৃষ্টি করলেন।

তাই যখন আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্ট আমাদের প্রতি মহাদয়া প্রকাশ করলেন ও আমাদের জন্য ক্রুশ বহন করলেন, তখন সেই ঘন ঘন মৃত্যু-শৃঙ্খল খসে পড়ল ও সকলের অশ্রু মুছে দেওয়া হল, যেমন নবী বলেছিলেন, *আমি তাদের শোক পুলকেই পরিণত করব।* ত্রাণকর্তা নিজেই একথা বলেছিলেন, *তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।*

সুতরাং যত প্রাণ পাতালে ছিল, তাদের কাছে বাণী প্রচার ক'রে ও *বন্দিদের কাছে একথা ব'লে, বেরিয়ে এসো; ও যারা অন্ধকারে ছিল, তাদের একথা ব'লে, আলোতে এসো!* তিনি নিজে তিনদিনের মধ্যে গঠিত নিজ মন্দির পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন ও মানবস্বরূপের জন্য নতুন স্বর্গারোহণও ব্যবস্থা করেন। এতে তিনি পিতার কাছে মানবজাতির প্রথমফসল অর্পণ করেন, ও যারা পৃথিবীতে রয়েছে তাদের কাছে অনুগ্রহের অগ্রিমদানস্বরূপ পবিত্র আত্মায় সহভাগিতা নিবেদন করেন।

শ্লোক লুক ১:৭৮,৭৯; মথি ৪:১৪,১৬

℣ আমাদের পরমেশ্বরের স্নেহময় দয়ায়,

℟ উদীয়মান জ্যোতি ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের দেখতে আসবেন, তাদেরই আলো দিতে যারা বসে আছে অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায়।

℣ যে জাতি অন্ধকারে বসে ছিল, তারা মহান এক আলো দেখতে পেল, যেন শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণ হয়,

℟ উদীয়মান জ্যোতি ঊর্ধ্ব থেকে আমাদের দেখতে আসবেন, তাদেরই আলো দিতে যারা বসে আছে অন্ধকারে ও মৃত্যু-ছায়ায়।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রজ্ঞা ৩:১-১৯

ধার্মিকদের ভাগ্য ও ভক্তিহীনদের ভাগ্য

ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে,
কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।
নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন,
তাদের শেষ যাত্রা দুর্ঘটনা বলে গণ্য হল;
আমাদের কাছ থেকে তাদের প্রস্থান বিনাশ বলে গণ্য হল,
অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।
যদিও মানুষের দৃষ্টিতে তারা শাস্তি ভোগ করে,
তবুও তাদের আশা অমরত্বেই পরিপূর্ণ।
সামান্য দণ্ডের বিনিময়ে মহান হবে তাদের আশিস,
কারণ ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখলেন,
তাঁর নিজের সঙ্গে থাকবার তারা যোগ্য,
হাপরে সোনার মতই তাদের তিনি যাচাই করলেন,
যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন।
ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।
যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,
যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।
কিন্তু ভক্তিহীনেরা তাদের ভাবনার জন্য শাস্তি পাবে,
কারণ তারা ধার্মিককে তুচ্ছ করেছে, প্রভুকে ত্যাগ করেছে।
হ্যাঁ, দুর্ভাগাই তারা, যারা প্রজ্ঞা ও শাসন অবজ্ঞা করে,
তাদের প্রত্যাশা শূন্য, তাদের পরিশ্রম বৃথা,
তাদের যত কর্ম ফলহীন।
তাদের বধূরা নির্বোধ,
তাদের সন্তানেরা ধূর্ত,
তাদের বংশধরেরা অভিশপ্ত।
সুখী সেই বন্ধ্যা, যার কলুষ হয়নি,
পাপময় শয্যা যে জানেনি;

প্রাণদের পরিদর্শনের সেই দিনে সে তার আপন ফল পাবে।
সুখী সেই নংপুরুষ, যার হাত অপকর্ম করেনি,
প্রভুর বিরুদ্ধে অসন্তোষ যার অন্তরে স্থান পায়নি;
তার বিশ্বস্ততার জন্য সে বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হবে,
প্রভুর মন্দিরে তার থাকবে অধিক আকাঙ্ক্ষণীয় অংশের অধিকার।
কেননা সৎকর্মের ফল গৌরবময়,
অক্ষয়ই সদ্বিবেচনার মূল!
ব্যভিচারীদের সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হবে না,
অবৈধ মিলনের বংশ নিশ্চিহ্ন হবে।
দীর্ঘায়ু হলেও তারা শূন্যতা বলে গণ্য হবে,
শেষে তাদের বার্ধক্য হবে সম্মান-রহিত।
আর যদিও আগে আগে তাদের মৃত্যু হয়, তাদের কোন আশা থাকবে না,
বিচারের দিনে সান্ত্বনাও তাদের থাকবে না,
কারণ অপকর্মাদের বংশের শেষ পরিণাম ভয়ঙ্কর!

শ্লোক প্রজ্ঞা ৩:৬,৭,৯

℣ প্রভু হাপরে সোনার মতই তাদের যাচাই করলেন, যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন।
ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে:
℟ তাঁর মনোনীতদের জন্য অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।
℣ যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে; যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে:
℟ তাঁর মনোনীতদের জন্য অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

দ্বিতীয় পাঠ - স্তুদিওসের মঠাধ্যক্ষ সাধু থেওদরস-লিখিত 'ধর্মশিক্ষা' **ধর্মশিক্ষা ৩৪**

আমরা এমন দেশে প্রবেশ করব
যেখানে জীবনের ও অমরত্বের উৎস রয়েছে

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ ও আব্বা-মণ্ডলী, এই যে, আমরা এক বছর থেকে অন্য বছরে, এক ঋতু থেকে অন্য ঋতুতে, এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে পদার্পণ করে থাকি, কিন্তু এজীবনে কোন স্থায়িত্ব পাচ্ছি না; এমনকি, অনন্ত বিশ্রামে প্রবেশ করার জন্য এ জীবনকেও আমাদের ত্যাগ করতে হবে। শাস্ত্রে লেখা রয়েছে: *তাঁর বিশ্রামে যে কেউ প্রবেশ করে থাকে, সেও নিজের কাজ থেকে বিশ্রাম নেয়, যেমন ঈশ্বর নিজের কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।* আর তেমন বিশ্রাম কী? অবশ্যই সেই স্বর্গরাজ্য, যার দিকে প্রেরিতদূত আমাদের উদ্দীপিত করে বলেন, *সুতরাং এসো, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করি, যেন কেউ সেই একই ধরনের অবাধ্যতায় পতিত না হয়।* এবাণী দ্বারা প্রেরিতদূত কী বলতে চান? দেখুন, ঈশ্বর যেমন ইস্রায়েলীয়দের প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু যারা তাঁকে অবিশ্বাস করেছিল ও বিরক্ত করেছিল তারা সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি, তেমনি তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন না করলে আমাদের জন্যও স্বর্গরাজ্যের প্রবেশদ্বার খোলা থাকবে না।

চল্লিশ বছর আমি অতিষ্ঠ হলাম সেই যুগের মানুষকে নিয়ে, শেষে বললাম, তারা ভ্রষ্টহৃদয় এক জাতি, তারা জানে না আমার কোন পথ। তাই ক্রুদ্ধ হয়ে আমি শপথ করলাম, তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না। এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রান্তরে চল্লিশ বছর অপেক্ষা-কালের কথা বলা হয় না, বরং প্রত্যেকের জন্য পূর্বনিরূপিত জীবনের আয়ু ইঙ্গিত করা হয়; ফলে আমরা ঈশ্বরের সকল আদেশ পালন করতে সচেষ্ট না হলে, আমাদের বেলায়ও তিনি বলবেন: *তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না।*

উপরন্তু এ কথাও লেখা রয়েছে: *যে কেউ মোশীর বিধান অমান্য করলে যখন দু'জন বা তিনজন সাক্ষীর কথার প্রমাণে বিনা করুণায় তার প্রাণদণ্ড হয়, তখন ভেবে দেখ, যে কেউ ঈশ্বরপুত্রকে পায়ে মাড়িয়ে দেয়, সন্ধির যে রক্ত*

দিয়ে তাকে পবিত্র করে তোলা হল, তা অপবিত্র বস্তু বলে গণ্য করে, এবং অনুগ্রহ-দানকারী আত্মাকে অবজ্ঞা করে, সেই মানুষ আরও কত কঠিন শাস্তির যোগ্যই না হবে! কিন্তু কী কী অপরাধের ফলে হিব্রুরা প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হল? অবিশ্বাস, সমালোচনা, মিথ্যা অপবাদ, বিরোধিতা, শক্ত হৃদয়, গর্ব, ব্যভিচার: এ রিপুগুলো হল তাদের পতন।

সেজন্য প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আসুন, আমরাও এ মৃত্যুজনক রিপুগুলো আগুনের মতই এড়িয়ে চলি, অর্থাৎ আসুন, ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি সন্দেহ না ক'রে বরং দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে, তিনি যা প্রতিশ্রুত হলেন, তা সম্পন্ন করতেও সক্ষম। আমরা যেন সমালোচনা না করি, পরনিন্দা না করি, বিরোধী না হই, হৃদয় কঠিন না করি, গর্ব না করি, বরং আসুন, একে অপরের প্রতি মঙ্গলকারী হই, পরস্পরকে ক্ষমা করে দয়াবান হই, ঈশ্বর খ্রীষ্টে আমাদের যেভাবে ক্ষমা করেছেন। প্রভু যীশুর মৃত্যু দেহে নিত্যই বহন করে, আসুন, খ্রীষ্টের জন্য মৃত্যু বরণ করতে অনুক্ষণ প্রস্তুত থাকি, ও প্রার্থনা, মিনতি, অশ্রুজল ও স্বর্গীয় বিষয় ধ্যান দ্বারা আমাদের অন্তর নিরন্তর নবীকৃত করে থাকি। তেমন জীবন যাপন করলে তবে নিঃসন্দেহে আমরা সেই হিব্রুদের মত *দুধ-মধু প্রবাহী দেশে* প্রবেশ না করে কোমলপ্রাণদের সেই দেশেই বরং প্রবেশ করব যেখানে জীবনের ও অমরত্বের উৎস নির্গত, যেখানে স্বর্গীয় যেরুসালেমের প্রভা উজ্জ্বল, যেখানে আনন্দ-সুখ বিরাজিত, যেখানে পরমধন্য ও সর্বশক্তিমান ত্রিত্বের দীপ্তি নিত্যই দীপ্তিমান—আমাদের প্রভু সেই খ্রীষ্টেই প্রবেশ করব, পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে যাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক এখন ও যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

শ্লোক শিষ্য ২৪:১৫; যোব ১৪:১৪

প্র ঈশ্বরের কাছে আমার এই প্রত্যাশা আছে যে, ধার্মিক অধার্মিক সকলেরই পুনরুত্থান হবে।
উ এজন্য আমি ঈশ্বরের সামনে ও মানুষের সামনে আমার বিবেককে অনিন্দনীয় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকি।
প্র আমি আমার সৈনিক জীবনের সমস্ত দিন প্রতীক্ষায় থাকব, যতক্ষণ না পালার সময় না আসে।
উ এজন্য আমি ঈশ্বরের সামনে ও মানুষের সামনে আমার বিবেককে অনিন্দনীয় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকি।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ২৪:১-১০

বিচ্ছিন্ন রাজ্যের দর্শন

বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার যেহোইয়াকিমের সন্তান যুদা-রাজ যেকোনিয়াকে, যুদার নেতাদের, শিল্পকার ও কর্মকারদের যেরুসালেম থেকে দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে যাওয়ার পর প্রভু আমাকে একটা দর্শন দেখালেন; আর দেখ, প্রভুর মন্দিরের সামনে রয়েছে দুই ডালি ডুমুরফল। এক ডালিতে ছিল আশুপক্ব ডুমুরফলের মত খুবই ভাল ফল, আর এক ডালিতে ছিল মন্দ ফল, এতই মন্দ যে তা খাওয়া যায় না।

প্রভু আমাকে বললেন, 'যেরেমিয়া, কী দেখতে পাচ্ছ?' আমি উত্তরে বললাম, 'আমি ডুমুরফল দেখতে পাচ্ছি; ভাল ফল খুবই ভাল; এবং মন্দ ফল খুবই মন্দ, এতই মন্দ যে তা খাওয়া যায় না।' তখন প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর একথা বলছেন: এই ভাল ফল যেমন সুদৃষ্টির পাত্র, তেমনি আমি যুদার যে নির্বাসিতদের এখান থেকে কাল্দীয়দের দেশে পাঠিয়েছি, তাদের মঙ্গলের জন্য তাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখব। হ্যাঁ, তাদের মঙ্গলের জন্য আমি তাদের উপর দৃষ্টি রাখব, এই দেশে তাদের ফিরিয়ে আনব, তাদের গেঁথে তুলব, ভেঙে দেব না; তাদের রোপণ করব, উৎপাটন করব না। আমিই যে প্রভু, তা জানবার যোগ্য হৃদয় তাদের দেব; তারা হবে আমার আপন জনগণ ও আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর, কারণ তারা সমস্ত

হৃদয় দিয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে। আর সেই যে মন্দ ফল এতই মন্দ যে তা খাওয়া যায় না, তার প্রতি যেমন ব্যবহার—প্রভু একথা বলছেন—আমি যুদার রাজা সেদেকিয়ার প্রতি, তার নেতাদের ও যেরুসালেমের অবশিষ্টাংশের প্রতি, অর্থাৎ এই দেশে যারা রেহাই পেয়েছে ও মিশরে যারা বাস করছে, তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার করব। অমঙ্গলের উদ্দেশ্যে আমি তাদের করব পৃথিবীর সকল রাজ্যের কাছে আতঙ্কের বস্তু; যে সমস্ত জায়গায় তাদের তাড়িয়ে দেব, আমি সেখানে তাদের করব দুর্নাম, রূপকথা, বিদ্রূপ ও অভিশাপের পাত্র। আর তাদের কাছে ও তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশভূমি দিয়েছি, তারা সেখান থেকে একেবারে উচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রেরণ করব।'

শ্লোক যেরে ২৪:৬; ৩১:১২

প্র তাদের মঙ্গলের জন্য আমি তাদের উপর দৃষ্টি রাখব, এই দেশে তাদের ফিরিয়ে আনব।
উ আমি তাদের রোপণ করব, উৎপাটন করব না।
প্র তারা এসে সিয়োনের উঁচুস্থানে সানন্দে চিৎকার করবে, প্রভুর মঙ্গলময়তার জন্য তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।
উ আমি তাদের রোপণ করব, উৎপাটন করব না।

দ্বিতীয় পাঠ - যেরেমিয়ার পুস্তকে সাধু যেরোমের ব্যাখ্যা **৫:৮-৯,১১-১২,১৫**

তিনি এমন হৃদয় তাদের দিলেন
যাতে তারা তাঁকে জানতে পারেন

ডালা-ভরা ভাল ডুমুরফলের মধ্য দিয়ে নবী সেই যেহোইয়াকিমকে চিহ্নিত করেন যিনি স্বয়ং যেরেমিয়ার পরামর্শ ও ঈশ্বরের আদেশ পালন করে বাবিলন-রাজের হাতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন: তাতে প্রভু তাঁর মঙ্গল প্রতিশ্রুতি দেন। অপরদিকে ডালা-ভরা মন্দ ডুমুরফলের মধ্য দিয়ে সেই সেদেকিয়াকে ইঙ্গিত করা হয়, যিনি ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করায় বন্দি হয়ে পড়লেন, তাঁকে অন্ধ করা হল ও বাবিলনে চালিত হয়ে সেখানে মরলেন।

যারা তাঁর আদেশ পালন করেছিল, ঈশ্বর তাদের উপর প্রসন্নতার চোখে দৃষ্টিপাত করলেন, স্বদেশে তাদের ফিরিয়ে আনলেন, তাদের ধ্বংস না করে বরং গাঁথলেন, তাদের উৎপাটন না করে বরং রোপণ করলেন, এবং তাদের এমন হৃদয় দিলেন যাতে তারা সেই তাঁকেই জানতে পারে যিনি স্বয়ং প্রভু, তাতে তারা হবে তাঁর আপন জনগণ আর তিনি হবেন তাদের আপন পরমেশ্বর। আর শুধু তা নয়, তাদের বন্দিদশার সময়েও তিনি তাদের উপর দৃষ্টি রাখলেন, ফলে তারা মাটি চাষ করতে, ঘর বাঁধতে ও ফলবাগান করতে পারল। অলৌকিক চিহ্নের মধ্য দিয়ে দানিয়েল বন্দি অবস্থা থেকে সহসা রাজমন্ত্রী হলেন; সেই তিন বালক জ্বলন্ত চুল্লির আগুন থেকে অলৌকিক ভাবে রেহাই পেলেন; ও সত্তর বছর অতিবাহিত হলে পর জেরুব্বাবেল ও মহাযাজক যোশুয়ার আমলে ও এজরা ও নেহেমিয়ার সময়ে তাদের বেশির ভাগ যেরুসালেমে ফিরে এল—তাদের সংখ্যা এজরা পুস্তকে উল্লিখিত।

ভাল ডুমুরফল, এমনকি খুবই ভাল ডুমুরফল আশুপক্ব ডুমুরফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়, অর্থাৎ আব্রাহাম, ইসায়াক, যাকোব, মোশী, আরোন, যোব ও অন্যান্য পুণ্যবান পুরুষদেরই সঙ্গে তুলনা করা হয়, কারণ তাঁদের বিষয়ে নবীদের একজন বলেন: *আমি মরুপ্রান্তরে আঙুরফলের মত ইস্রায়েলকে পেয়েছিলাম; আমি ডুমুরগাছের অগ্রিম আশুপক্ব ফলের মত তোমাদের পিতৃপুরুষদের দেখেছিলাম।* এজন্য আমরাও আব্রাহামের সন্তান বলে অভিহিত, অন্য দিকে ইহুদীরা নিজেদের বিষয়ে একথা শুনল: *তোমরা যদি আব্রাহামের সন্তান হতে, তাহলে আব্রাহামেরই কাজ অনুসারে কাজ করতে!*

কিন্তু সেই যে ডালা দু'টো, যেগুলোর একটা খুব ভাল ডুমুরফলে ভরা ও অপর একটা অতি মন্দ ডুমুরফলে ভরা ছিল, সেই ডালা দু'টো মন্দিরের বাইরে অর্থাৎ মণ্ডলীর বাইরে রাখা ছিল না, কিন্তু প্রভুর *মন্দিরের সামনেই রাখা ছিল,* কারণ তাঁর দৃষ্টিতে সমস্ত কিছু প্রকাশ্য। এর অর্থ এ, মণ্ডলীর বাইরে যে ডুমুরফল রয়েছে সেগুলো যতখানি মন্দ, যারা বিশ্বাস স্বীকার করার পর মন পাল্টিয়ে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করল, তাদের তুলনায় এরাই অতি মন্দ। একই প্রকারে, ভাল হয়েও তবু প্রভুর মন্দিরের সামনে রাখা নয় এমন ডুমুরফল—সেই সকল বিধর্মী দার্শনিকের দিকে

অঙুলি নির্দেশ করছি যারা স্বতঃস্ফূর্ত মঙ্গলভাবের ভিত্তিতে ও স্রষ্টাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও সদ্‌গুণ পালন করার চেয়ে সদ্‌গুণের প্রশংসাবাদেই ব্যস্ত ছিল—সেই ডুমুরফলগুলো ভাল হয়েও তবু খুব ভাল বলে গণ্য নয়; বরং তাঁরাই খুব ভাল, যাঁরা প্রভুর মন্দিরের ভিতরে ছিলেন, তথা নবীরা ও প্রেরিতদূতবৃন্দ। এঁদের একজন বলেছিলেন: *আমি তোমাদের দুধ খাইয়েছি, শক্ত খাবার দিইনি;* তিনি এ কথাও বলেছিলেন, *তোমরা তো আমার সন্তান, আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্ট গঠিত না হন।* এজন্য লেখা আছে যে, ঈশ্বরের মন্দিরের সামনে ভাল ডুমুরফল খুব ভাল, ও মন্দগুলো অতি মন্দ।

ভাল ডুমুরফল সম্বন্ধে তিনি যখন বলেন, *আমিই যে প্রভু, তা জানবার যোগ্য হৃদয় তাদের দেব,* তখন একথা প্রেরিতদূতের এ বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়: *তিনি নিজেই তোমাদের অন্তরে তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা কার্যকারী করেন,* কেননা আমরা যা করি, তা শুধু নয়, করার ইচ্ছাও ঈশ্বরের সহায়তার উপরে স্থাপিত।

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ২৮:১,৫,৯; যেরে ২৪:৭

প্র আমি আজ যে সকল আজ্ঞা তোমার জন্য জারি করি, তা সযত্নেই পালন করার জন্য যদি তুমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য হও, তবে তোমার চুপড়ি ও তোমার ময়দার কাঠুয়া আশীর্বাদের পাত্র হবে;
উ প্রভু তোমা থেকে তাঁর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত এক জাতির উদ্ভব ঘটাবেন।
প্র আমিই যে প্রভু, তা জানবার যোগ্য হৃদয় তাদের দেব; তারা হবে আমার আপন জনগণ ও আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর, কারণ তারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে।
উ প্রভু তোমা থেকে তাঁর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত এক জাতির উদ্ভব ঘটাবেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রজ্ঞা ৪:১-২০

প্রকৃত ও অসার সুখ

নিঃসন্তান হয়েও সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়া শ্রেয়,
কেননা সদ্‌গুণের স্মৃতি অমরত্বে প্রসারিত,
যেহেতু ঈশ্বর ও মানুষ দ্বারাও সদ্‌গুণ স্বীকৃত।
উপস্থিত হলে তা অনুকরণ করা হয়,
অনুপস্থিত হলে তা আকাঙ্ক্ষিত;
মাল্যভূষিত হয়ে তা চিরকাল ধরে জয়যাত্রা করে,
কারণ কলঙ্কমুক্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হল।
কিন্তু ভক্তিহীনদের বংশ বহুসংখ্যক হয়েও নিষ্ফল হবে,
জারজ মূল থেকে উৎপন্ন হয়ে তাদের শিকড় কখনও গভীর হবে না,
অটল ভিত্তির উপরেও স্থিতমূল হতে পারবে না।
যদিও কিছুকালের মত তার শাখা পুষ্পিত হয়,
তবু তেমন ক্ষণিকের অঙ্কুর বাতাসে আলোড়িত হবে,
ঝড়ঝঞ্ঝার তীব্র আঘাতে উৎপাটিত হবে।
তখনও-নরম সেই শাখা ছিন্ন হবে,
তাদের ফল বৃথা হবে, খাবারের মত পরিপক্ক নয়;
কোন কাজেই লাগবে না।
কেননা অবৈধ শয্যায় সঞ্জাত সন্তানেরা
বিচারের দিনে তাদের পিতামাতার অপকর্মের সাক্ষী হবে।
অকালে মৃত্যুবরণ করলেও ধার্মিক বিশ্রাম পাবে।

সম্মানপূর্ণ বার্ধক্য, তা তো দীর্ঘায়ুর নামান্তর নয়,
বছরগুলির সংখ্যাও তার মাপকাঠি নয়;
সদ্বিবেচনা, আসলে এ পাকা চুল
নিষ্কলঙ্ক জীবন, এ তো প্রকৃত পরমায়ু।
ঈশ্বরের অনুগৃহীত হয়ে সে তাঁর ভালবাসার পাত্র হল,
পাপীদের মধ্যে জীবনযাপন করল বিধায় সে অন্যত্র স্থানান্তরিত হল।
তাকে তুলে নেওয়া হল, পাছে শঠতার দরুন তার মতিগতির পরিবর্তন হয়,
পাছে ছলনার দরুন তার প্রাণের পথভ্রান্তি ঘটে;
কেননা রিপুর আকর্ষণ মঙ্গলকে অন্ধকারময় করে,
কামনা-বাসনার ঘূর্ণিঝড় সরল মনকে বিকৃত করে।
অল্পকালের মধ্যে সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠে সে দীর্ঘ জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছে।
তার প্রাণ প্রভুর গ্রহণীয় হল,
তাই তিনি তার আশেপাশের ধূর্ততা থেকে তাকে শীঘ্রই তুলে নিলেন।
লোকে তা দেখে, অথচ বুঝতে অক্ষম,
তারা এবিষয় উপলব্ধি করতে অক্ষম যে,
অনুগ্রহ ও দয়া তাঁর মনোনীতদের প্রাপ্য,
সহায়তা তাঁর পুণ্যজনদের ভাগ্য।
মৃত ধার্মিকজন এখনও-জীবিত ভক্তিহীনদের দোষী বলে সাব্যস্ত করে;
অল্প কালের মধ্যে সিদ্ধতার নাগাল পেয়েছে, এমন যৌবনকাল
অধার্মিকের দীর্ঘ বার্ধক্যকে দোষী বলে সাব্যস্ত করে।
লোকে প্রজ্ঞাবানের শেষ পরিণতি দেখতে পাবে,
তবু তার জন্য ঈশ্বর যা স্থির করেছেন, তারা তা বুঝতে পারবে না,
এও বুঝতে পারবে না, কোন্ উদ্দেশ্যে প্রভু তাকে নিরাপদে রেখেছেন।
তারা দেখতে পাবে, তারা অবজ্ঞাও করবে,
কিন্তু প্রভু তাদের উপহাস করবেন।
শেষে তারা এমন লাশে পরিণত হবে, যার সম্মানটুকুও নেই,
মৃতদের মধ্যে যা চির বিদ্রূপের বস্তু;
কারণ ঈশ্বর নির্বাক্-ই তাদের সরাসরি নিক্ষেপ করবেন,
আমূলে তাদের ভেঙে ফেলবেন;
তখন তারা সম্পূর্ণই বিনষ্ট হবে,
দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে স্থান পাবে,
তাদের স্মৃতিও লুপ্ত হবে।
তাদের পাপ-হিসাবের দিনে তারা কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসবে;
তাদের নিজেদের শঠতাই উঠে দাঁড়িয়ে তাদের অভিযুক্ত করবে।

শ্লোক প্রজ্ঞা ৪:১; যাকোব ১:২৭ দ্রঃ

প্র আহা, গৌরবময় শুচি বংশ কতই না সুন্দর!
উ তেমন বংশ ঈশ্বর ও মানুষ দ্বারা স্বীকৃতি পায়।
প্র পিতা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক ধর্মাচরণ এ: সংসারের কলুষ থেকে নিজেকে অকলুষিত রক্ষা করা।
উ তেমন বংশ ঈশ্বর ও মানুষ দ্বারা স্বীকৃতি পায়।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতর দামিয়ান-লিখিত 'ক্ষুদ্র লেখা' **১১:৫,৬,১০**

বিশ্বাস-ঐক্যে পুণ্যজনদের সহভাগিতা

খ্রীষ্টমণ্ডলী নিজের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসার এমন শক্ত বন্ধন দ্বারা সংযুক্ত যে, রহস্যময়ভাবে অনেকের মধ্যে সে এক, ও প্রত্যেকের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ; আর শুধু তা নয়, সে এত সংযুক্ত যে, গোটা সার্বজনীন মণ্ডলী যুক্তিসঙ্গত ভাবে খ্রীষ্টের অনন্য কনে বলে উপস্থাপিত, ও সাক্রামেন্তের রহস্যের ভিত্তিতে প্রতিটি আত্মা গোটা মণ্ডলী বলে স্বীকৃত। এ সমস্ত কিছু থেকে স্পষ্টভাবে অনুমান করা যায় কেমন করে গোটা মণ্ডলী এক ব্যক্তিত্ব বলে চিহ্নিত ও ফলত এক কুমারী বলে অভিহিত হওয়ায় পবিত্র মণ্ডলী সকলের মধ্যে এক ও প্রত্যেকের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ: বিশ্বাস-ঐক্যের ভিত্তিতে অনেকের মধ্যে সে এক, ও ভালবাসার আঠা ও বিবিধ অনুগ্রহদানের ভিত্তিতে প্রত্যেকের মধ্যে বহুবিধ, কেননা এক থেকেই সকলে উদ্গত।

সুতরাং, বহু বহু ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত বিধায় মণ্ডলী ভিন্ন ভিন্ন রূপ দ্বারা চিহ্নিত হয়েও তবু পবিত্র আত্মার আগুন দ্বারা মণ্ডলী ঐক্যে একীভূত; আর এজন্য নিজ দেহে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়েও তবু তার আন্তরিক ঐক্য-রহস্য কোন মতে ক্ষতিগ্রস্ত নয়, *কেননা ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে।* অতএব এক ও বহুবিধ এই আত্মা—তথা সত্তার মহিমায় এক ও বহুবিধ অনুগ্রহদানে বহুবিধ এই আত্মাই তাঁর নিজের পরিপূর্ণতায় পরিপূর্ণ সেই পবিত্র মণ্ডলীকে এমনটি দেন, যাতে মণ্ডলী নিজ সম্পূর্ণতায় এক ও নিজ অঙ্গগুলিতে সম্পূর্ণ হতে পারে।

সুতরাং খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা যখন এক, তখন একটি অঙ্গ যেখানে দৃশ্যভাবে উপস্থিত, সেখানে রহস্যময়ভাবে গোটা দেহও উপস্থিত। যেখানে বিশ্বাস-ঐক্য সত্যিকারে বর্তমান, সেখানে তেমন ঐক্য একজনকে একা হতে দেয় না, আবার অনেকের মধ্যে ভিন্নতার বিশ্বাস-বিচ্ছেদও সহ্য করে না। বস্তুতপক্ষে এক মুখ থেকে নানা কণ্ঠ উদ্গত হবে, তেমন ঘটনায় কী বাধা দিতে পারে, যখন নানা জিহ্বা থাকলেও তবু এক বিশ্বাস পালা-ক্রমে সেগুলোকে গান করায়? কেননা এতে কোন সন্দেহ নেই যে, গোটা মণ্ডলী একদেহ। ফলত গোটা মণ্ডলী যখন খ্রীষ্টের একদেহ, ও আমরা মণ্ডলীর অঙ্গ, তখন এমন কী বাধা দেবে যাতে আমাদের এক একজন আমাদের দেহের তথা মণ্ডলীর বাণী ব্যবহার করে? একথা স্পষ্ট যে, আমরা যখন খ্রীষ্টে এক, তখন আমাদের এক একজন তাঁর মধ্যে নিজ নিজ পূর্ণাঙ্গতার অধিকারী; এমনকি, দেহগত দূরত্বের কারণে আমরা মণ্ডলী থেকে যতই দূরবর্তী বলে প্রতীয়মান হই না কেন, তবু অলঙ্ঘনীয় ঐক্য-রহস্য গুণে আমরা মণ্ডলীর মধ্যে অধিক বর্তমান। তাই এমনটি ঘটে যে, সকলের যা সম্পদ, তা এক একজনেরও সম্পদ; আর কয়েক জনের যা স্বীয় সম্পদ, বিশ্বাস ও ভালবাসার সম্পূর্ণতায় তা সকলেরই সাধারণ সম্পদ, তাতে জনগণ ন্যায়সঙ্গতভাবেই এ মিনতি উচ্চারণ করতে পারে: *আমাকে দয়া কর গো পরমেশ্বর, আমাকে দয়া কর।*

আমাদের পুণ্যবান পিতৃগণ খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের এ মিলন ও সহভাগিতা এমন অত্যাবশ্যক বিষয় বলে নিশ্চয়তার সঙ্গে চিহ্নিত করলেন যে, কাথলিক বিশ্বাসোক্তিতে তাকে স্থান দিলেন ও নির্দেশ দিলেন আমরা যেন খ্রীষ্টবিশ্বাসের অন্যান্য মূলতত্ত্বের সঙ্গে তাও সবসময় ঘোষণা করি। বাস্তবিকই 'আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি, পবিত্র মণ্ডলী' বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বলে চলি 'পবিত্রজনদের সহভাগিতা বিশ্বাস করি।' আর যেখানে আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতি অর্পণ করি, এর ফলস্বরূপে সেখানে সেই মণ্ডলীর সহভাগিতাও গড়ে তুলি, যে মণ্ডলী তাঁর সঙ্গে এক। কেননা এই তো বিশ্বাস-ঐক্যে পবিত্রজনদের সহভাগিতা: যারা একেশ্বরে বিশ্বাস করে, তারা এক দীক্ষাস্নানে নবজাত, এক পবিত্র আত্মায় মুদ্রাঙ্কিত ও দত্তকপুত্রত্ব-অনুগ্রহ গুণে এক অনন্ত জীবনে সংগৃহীত।

শ্লোক রো ১২:৪-৬

প্র যেমন আমাদের একদেহে অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের ভূমিকা এক নয়, তেমনি
উ এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রীষ্টে একদেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।
প্র আমাদের যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমরা বিশেষ বিশেষ
অনুগ্রহদানের অধিকারী।

℟ এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রীষ্টে একদেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ২৭:১-১৫

বাবিলন-রাজের বশ্যতা স্বীকার করতে হবেই

যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ সেদেকিয়ার রাজত্বকালের আরম্ভে প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল। প্রভু আমাকে একথা বলছেন: 'তুমি কয়েকটা চামড়ার ফিতা ও জোয়াল যুগিয়ে তা নিজের ঘাড়ে রাখ। পরে যে দূতেরা যেরুসালেমে যুদা-রাজ সেদেকিয়ার কাছে এসেছে, তাদের মধ্য দিয়ে এদোমের রাজার কাছে, মোয়াবের রাজার কাছে, আম্মোনীয়দের রাজার কাছে, তুরসের রাজার কাছে ও সিদোনের রাজার কাছে এই সব কিছু পাঠাও, এবং যার যার প্রভুর জন্য তাদের এই বাণী দাও: সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন, তোমরা নিজ নিজ প্রভুকে একথা বলবে: আমিই মহাপ্রতাপে ও প্রসারিত বাহুতে পৃথিবীকে ও পৃথিবী-বাসী মানুষ ও পশুদের গড়েছি, এবং যাকে খুশি তাকেই সেই সমস্ত দিয়ে থাকি! সম্প্রতি আমি এই সকল দেশ আমার দাস বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজারের হাতে তুলে দিয়েছি; এবং তার সেবা করতে বন্যজন্তুদেরও তার হাতে তুলে দিয়েছি। সকল দেশ তার বশ্যতা স্বীকার করবে, তার সন্তানের ও তার পৌত্রের বশ্যতা স্বীকার করবে, যতদিন না তার দেশের জন্যও সময় আসে। তখন বহু দেশ ও প্রতাপশালী রাজারা তাকে বশীভূত করবে। যে দেশ ও যে রাজ্য সেই বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজারের বশ্যতা স্বীকার করবে না ও বাবিলন-রাজের জোয়ালের নিচে ঘাড় পাতবে না, তাদের আমি খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা দন্ডিত করব—প্রভুর উক্তি—যতদিন না তার হাত দ্বারা সেই দেশ ধ্বংস করি। তাই তোমাদের যত নবী, মন্ত্রজালিক, স্বপ্নদর্শক, গণক ও মায়াবী তোমাদের বলে: তোমরা বাবিলন-রাজের বশীভূত হবেই না! তাদের কথায় তোমরা কান দিয়ো না; কারণ তারা তোমাদের মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী শোনায়, যার ফলে স্বদেশ থেকে তোমাদের দেশছাড়া করা হবে, আমি তোমাদের বিক্ষিপ্ত করব, আর তোমাদের সর্বনাশ ঘটবে। কিন্তু যে জাতি বাবিলন-রাজের জোয়ালের নিচে ঘাড় পাতবে ও তার বশীভূত হয়ে থাকবে—প্রভুর উক্তি—আমি সেই জাতিকে স্বদেশে শান্ত অবস্থায় থাকতে দেব; তারা সেখানে চাষ করবে, সেখানে বসবাস করবে।'

যুদা-রাজ সেদেকিয়ার কাছে আমি ঠিক এইভাবে কথা বললাম: 'আপনারা আপনাদের ঘাড় বাবিলন-রাজের জোয়ালের নিচে পেতে তাঁর ও তাঁর প্রজাদের বশীভূত হোন, তবে প্রাণ বাঁচাবেন। যে দেশ বাবিলন-রাজের বশীভূত হয়ে থাকবে না, তার বিরুদ্ধে প্রভু যা কিছু বলেছেন, সেই অনুসারে আপনি ও আপনার প্রজারা কেন খড়্গ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মরতে চান? যে নবীরা আপনাদের বলে: আপনারা বাবিলন-রাজের বশীভূত হবেন না, তাদের সেই বাণীতে কান দেবেন না, কারণ তারা আপনাদের মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী শোনায়। কেননা আমি তো তাদের পাঠাইনি—প্রভুর উক্তি—অথচ তারা আমার নামে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী দেয়; তাই আমি তোমাদের বিক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হব, আর এর ফলে তোমাদের ও যারা তোমাদের কাছে তেমন ভবিষ্যদ্বাণী শোনায়, তাদেরও বিনাশ হবে।'

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ২৮:১৫,৪৮,৬৪

প্র তুমি যদি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি বাধ্য না হও, তবে প্রভু তোমার বিরুদ্ধে যে শত্রুদের পাঠাবেন, তুমি তাদেরই সেবা করবে।

℟ তারা তোমার ঘাড়ে লোহার জোয়াল চাপিয়ে রাখবে।

প্র প্রভু তোমাকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত জাতির মধ্যে বিক্ষিপ্ত করবেন।

℟ তারা তোমার ঘাড়ে লোহার জোয়াল চাপিয়ে রাখবে।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা **৪:২**

ঈশ্বর সমস্ত জাতি ও সমস্ত দেশের প্রভু

প্রভু একথা বলেন, যেহেতু আমি চেয়েছি আমার আপনজনেরা মুক্তি পাবে, সেজন্য যারা আমার গৌরব চায়নি তাদের জন্যও আমি তাই করব, যাতে সকল মানুষ দেখতে পায় যে, আমি প্রভু, অন্য কেউ নয়। কেননা আমি সেনাবাহিনীর প্রভু ও সমস্ত জাতি ও সমস্ত দেশের প্রভু; আর আমার যেখানে ইচ্ছে সেইখানে জগদ্বাসীদের হৃদয় চালিত করি, যাতে আমার আপনজন না হয়েও তথাপি তারাও আমার ইচ্ছা পালন করে। *আমি আলো গড়ে তুলি, অন্ধকার সৃষ্টি করি*, অর্থাৎ আমিই দিন ও রাত্রির স্রষ্টা: মুক্তদের জন্য দীপ্তি ও দণ্ডিতদের জন্য অন্ধকার। আর প্রকৃতপক্ষে ওরা যেন শেকল থেকে মুক্ত মানুষের মতই আনন্দ ভোগ করছিল, কিন্তু এরা অবর্ণনীয় দুর্দশায় ভুগছিল। আমিই শান্তি স্থাপন করি ও অমঙ্গল প্রেরণ করি।

আমি যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছি, তুমি সেই অনুসারে বুঝবে: মুক্তদের জন্য শান্তি, কিন্তু যারা ইস্রায়েলকে দখল করেছিল, সেই হিংস্র ও ধূর্তদের জন্য অমঙ্গল, তথা ক্লেশ ও যত প্রকার নিপীড়ন।

এ সমস্ত ঘটনা যে ঈশ্বরের অপমান করেছিল, তা সেই বাণী দ্বারা প্রমাণিত, যে বাণী তিনি দূতের মুখ দিয়ে নবী জাখারিয়াকে বলেছিলেন: *যেরুসালেমের পক্ষে ও সিয়োনের পক্ষে আমি অধিক উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায় জ্বলছি, কিন্তু নিশ্চিন্ত দেশগুলির প্রতি আমি কোপেই জ্বলছি; আমি কিঞ্চিৎ মাত্রই কুপিত ছিলাম, কিন্তু তারা সর্বনাশে সহযোগিতা দিল।*

এবং বাবিলনকে তিনি বললেন, *তাদের আমি তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তাদের প্রতি কোন মমতা দেখাওনি।* এজন্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে, সেই সাহসী ও পরাক্রমী সাইরাস বাবিলনের দম্ভ দমন করলেন ও এমন নির্মমতা দেখালেন যা সেই দণ্ডিতদের যোগ্য শাস্তিস্বরূপ। একথা আমরা এজন্যই ভাল মত উপলব্ধি করতে পারি, কারণ ঈশ্বর নিজে যেরেমিয়ার মুখ দিয়ে সাইরাসকে বলেন, *সেই দেশের বিরুদ্ধে রণযাত্রা কর; তাদের ধ্বংস কর, বিনাশ-মানতের বস্তু কর—প্রভুর উক্তি—আমি যা করতে আজ্ঞা করেছি, সেইমত কর!* আরও: *প্রভু নিজ অস্ত্রাগার খুললেন, তাঁর ক্রোধের যত অস্ত্র বের করলেন, কেননা কাল্দীয়দের দেশে সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর একটা কাজ আছে। হায়, তাদের দিন এসে গেছে, এসে গেছে তাদের শাস্তির ক্ষণ।* ঈশ্বরের মুখপাত্র হিসাবে নবী ইসাইয়াও বাবিলনকে বললেন, *দেখ, আমি তাদের বিরুদ্ধে মেদীয়দের উত্তেজিত করছি, তারা তো রুপো তুচ্ছই করে, সোনার দিকে তাদের চিন্তাটুকুও নেই। তাদের ধনুক দ্বারা তারা যুবকদের নিশ্চিহ্ন করবে, গর্ভফলের প্রতি করুণা দেখাবে না, শিশুদের প্রতিও তাদের চোখ মমতা দেখাবে না।*

শ্লোক শিষ্য ১৩:৩৮-৩৯; রো ৩:২১-২২

প্র পাপমোচনের কথা আপনাদের কাছে খ্রীষ্টই দ্বারা ঘোষণা করা হচ্ছে:
উ মোশীর বিধানের মধ্য দিয়ে যে সকল বিষয়ে আপনারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে পারতেন না, যে কেউ বিশ্বাস করে, তাকে সেই সকল বিষয়ে তাঁরই দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়।
প্র এখন বিধানের ভূমিকা বাদে ঈশ্বরের দেওয়া সেই ধর্মময়তা প্রকাশিত হয়েছে:
উ মোশীর বিধানের মধ্য দিয়ে যে সকল বিষয়ে আপনারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হতে পারতেন না, যে কেউ বিশ্বাস করে, তাকে সেই সকল বিষয়ে তাঁরই দ্বারা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রজ্ঞা ৫:১-২৩

দুর্জনেরা ঈশ্বর দ্বারা দণ্ডিত

ধার্মিকজন মহা সৎসাহসের সঙ্গে তাদেরই সামনে দাঁড়াবে,
যারা তাকে অত্যাচার করল,
যারা তার সমস্ত লাঞ্ছনা হেয়জ্ঞান করল।

তাকে দেখে এরা ভীষণ ভয়ে অভিভূত হবে,
তার অপ্রত্যাশিত পরিত্রাণ লাভে অবাক হয়ে পড়বে।
তখন অনুতপ্ত হয়ে তারা নিপীড়িত আত্মায়
হাহাকার ক'রে পরস্পরের মধ্যে বলবে:
'এই যে সেই লোক, যাকে আমরা একসময় উপহাস করতাম,
নির্বোধ হয়ে যাকে আমাদের বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু করতাম;
আমরা তার জীবন ক্ষিপ্ততাই বলে গণ্য করতাম,
তার পরিণাম সম্মান-বিহীন যেনই গণনা করতাম।
এখন সে কেমন করে ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে পরিগণিত?
কেমন করেই বা পবিত্রজনদের নিয়তির সহভাগী?
তবে আমরা সত্য পথ ছেড়ে ভ্রষ্টই হয়েছি,
ধর্মময়তার আলো উদ্ভাসিত হয়নি আমাদের উপর,
আমাদের উপরে সূর্যও কখনও উদিত হয়নি।
আমরা অধর্ম ও বিনাশ পথে তৃপ্তি পেয়েছি,
অগম্য মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়েই হেঁটে বেড়িয়েছি,
কিন্তু প্রভুর পথ যে জানতে পারলাম না!
আমাদের তত দর্পে আমাদের কী লাভ হয়েছে?
আমাদের ঐশ্বর্য ও স্পর্ধা আমাদের কী ফল দিয়েছে?
এসব কিছু ছায়ার মত কেটে গেছে,
দ্রুতগামী সংবাদের মত অতীত হয়েছে,
হ্যাঁ, তা এমন তরণির মত চলে গেছে, যা উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়,
যার গমনপথের কোন লক্ষণও পাওয়া সম্ভব নয়,
ঊর্মিমালার উপরে যার তলির রেখাও অদৃশ্য হয়ে থাকে;
কিংবা, তা আকাশে উড়ন্ত এমন পাখির মতই চলে গেছে,
যার দৌড়ের কোন চিহ্ন পাওয়া সম্ভব নয়;
তার পালকের স্পর্শে লঘুভার হাওয়া আঘাতগ্রস্ত হয়,
তার প্রচণ্ড ভরবেগে বিভক্ত হয়,
তবু এর পরে সেই পাখির গমনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।
কিংবা, তা এমন তীরের মতই চলে গেছে, যা লক্ষ্যের দিকে ছোড়া হলে
হাওয়া বিভক্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার একীভূত হয়,
যার ফলে তীরের গমনপথ নির্ণয় করা অসাধ্য।
তেমনি আমরাও জন্ম নিতে না নিতেই অতীত হয়েছি,
দেখানোর মত তেমন সদ্‌গুণের চিহ্ন আমাদের ছিল না;
আমরা হয়েছি আমাদের নিজেদের অধর্মের গ্রাস!'
হ্যাঁ, ভক্তিহীনের প্রত্যাশা বাতাসে বয়ে যাওয়া তুষের মত,
ঝড়ে তাড়িত লঘুভার ফেনার মত;
হাওয়ায় ধূমের মত বিক্ষিপ্ত হয়ে
তা মাত্র একদিনেরই অতিথির স্মৃতির মত উবে যায়।
কিন্তু ধার্মিকেরা জীবিত থাকে চিরকাল,
তাদের মজুরি প্রভুর কাছে রয়েছে,
পরাৎপর নিজেই তাদের প্রতি যত্নশীল।

এজন্য তারা পাবে মহিমময় এক মুকুট,
প্রভুর হাত থেকে সুন্দর এক কিরীট,
কারণ তাঁর ডান হাত হবে তাদের আশ্রয়,
তাঁর বাহু হবে তাদের ঢাল।
অস্ত্রসজ্জা রূপে তিনি তাঁর আপন উদ্যোগ ধারণ করবেন,
শত্রুদের শাস্তি দিতে তিনি সৃষ্টিকে অস্ত্রসজ্জিত করবেন;
বক্ষস্ত্রাণ রূপে ধর্মময়তা পরিধান করবেন,
শিরস্ত্রাণ রূপে সুস্পষ্ট ন্যায়বিচার;
ঢাল রূপে অপরাজেয় আপন পবিত্রতাই ধারণ করবেন;
তাঁর নির্দয় ক্রোধ তাঁর হাতে ধারালো খড়্গাস্বরূপ;
নির্বোধদের বিরুদ্ধে তাঁর সঙ্গে জগৎও সংগ্রাম করবে।
তখন বিদ্যুৎ-ঝলকের অভ্রান্ত তীর ছুড়ে মারা হবে,
শক্ত ধনুকের মত সেই মেঘলোক থেকে তীরগুলো লক্ষ্যভেদ করবে;
ফিঙে থেকে শিলাবৃষ্টির ক্ষোভপূর্ণ শিলাকুচি নিক্ষিপ্ত হবে।
তাদের বিরুদ্ধে উচ্ছ্বসিত হবে সমুদ্রের ক্রোধোন্মত্ত জলরাশি,
নদনদী তাদের নির্মমভাবে নিমজ্জিত করবে।
প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে,
ঘূর্ণিবায়ুর মত তাদের চারদিকে ছড়িয়ে দেবে।
অন্যায় ও অবিচার সমগ্র পৃথিবীকে জনশূন্য করবে,
অধর্ম-অপকর্ম প্রতাপশালীদের সিংহাসন উল্টিয়ে দেবে।

শ্লোক প্রজ্ঞা ৩:১,২,৩

℣ ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে,
℟ কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।
℣ নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন; অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।
℟ কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রীষ্টে জীবন' **৬ষ্ঠ পুস্তক**

খ্রীষ্টই আমাদের আদর্শ

যারা খ্রীষ্টের ও সদ্‌গুণের ভালবাসায় আসক্ত, তারা নির্যাতন বহন করতে প্রস্তুত, এবং প্রয়োজন হলে প্রবাস অস্বীকার করে না ও আনন্দের সঙ্গে যত জঘন্য দুর্নামও গ্রহণ করে, কারণ তাদের জন্য স্বর্গে সঞ্চিত মহান ও মূল্যবান পুরস্কার বিষয়ে তারা নিশ্চিত।

যিনি সংগ্রামের পুরস্কার-দানকারী, সেই প্রভুর প্রতি ভালবাসার আর একটা ফল এ: সেই ভালবাসা এখনও অদৃশ্য পুরস্কারে বিশ্বাস সঞ্চার করে ও ভাবী মঙ্গলদানগুলির প্রত্যাশা দৃঢ়তর করে তোলে। যারা খ্রীষ্টকে ধ্যান করে ও তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, সেই ভালবাসা তাদের প্রজ্ঞাবান করে, ও তাদের অন্তর মমতাপূর্ণ করে সেই মানব দুর্দশার প্রতি যা তারা ভাল করেই জানে। সেই ভালবাসা তাদের কোমলপ্রাণ, ন্যায়বান, বিনম্র, মমতাপূর্ণ করে; আবার, ভালবাসা ও শান্তির মাধ্যমও করে তোলে; খ্রীষ্টের ও সদ্‌গুণের প্রতি তাদের এতই আসক্ত করে যে, তারা এর জন্য কষ্টভোগ করতে প্রস্তুত শুধু নয়, তারা বরং শান্ত মনে অপমান সহ্য করে ও নির্যাতনে উল্লাস করে। এক কথায়, তেমন ধ্যান থেকে আমরাও অতি মহান উপকার লাভ করতে পারি ও আনন্দ পেতে পারি। এভাবে আমরা অধিক মঙ্গলময় সেই প্রভুতে নিজেদের মন পবিত্র, সদ্‌গুণের বিভা অক্ষুণ্ণ, প্রাণ উত্তরোত্তর উত্তম, সাক্রামেন্তগুলিতে পাওয়া ঐশ্বর্য সংরক্ষিত ও রাজকীয় পোশাক নির্মল ও অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি।

যেমন আত্মসংযম ও সুবুদ্ধি-প্রয়োগ হল মানবস্বরূপের স্বীয় বৈশিষ্ট্য, তেমনি আমাদের স্বীকার করতে হবে,

খ্রীষ্টধ্যানই আমাদের মনের অবিরত কাজ হওয়ার কথা। আর একথা তখন আরও যুক্তিসঙ্গত হয়ে ওঠে আমরা যখন ভাবি যে, মানুষের পক্ষে যে আদর্শের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখা উচিত—ব্যাপারটা নিজের কি পরের উপকার হোক না কেন—সেই আদর্শ খ্রীষ্টই মাত্র। কেবল তিনিই মানুষের কাছে নিজের প্রতি ও পরের প্রতি প্রকৃত ধর্মময়তা দেখাতে পারেন; এমনকি, যারা সংগ্রাম করে, তিনি নিজেই তাদের পুরস্কার ও বিজয়মালা।

সুতরাং, তাঁর জীবনের কথা যত মনোযোগের সঙ্গে ধ্যান ক'রে তাঁর দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখা দরকার, যেন তাঁরই কাছে শিখতে পারি কীভাবে আমাদের কষ্টভোগ করা উচিত। ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিযোগীদের সামনে পুরস্কার তুলে ধরা আছে; সেই পুরস্কারের দিকে লক্ষ করে তারা লড়াইতে নামে; আর পুরস্কার যত সুন্দর, তাদের প্রচেষ্টা তত মহান। এসব কিছু ছাড়া কেইবা জানে না, কেবল তিনিই নিজের রক্তমূল্যেই আমাদের মুক্তি দিতে ইচ্ছা করলেন? ফলে এমন আর কেউই নেই যার সেবা করা উচিত ও যার জন্য নিজেদের সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়া উচিত: দেহ, আত্মা, ভালবাসা, স্মরণশক্তি ও মনের বাকি অন্য গতি এ উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হোক। এজন্য পল বলেন, *তোমরা নিজেদের নও, মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে।*

নবমানুষের লক্ষ্যে ঈশ্বর আদিতে মানবস্বরূপ সৃষ্টি করলেন: জ্ঞান ও বাসনা দু'টোই এ উদ্দেশ্যেই গড়া। আমরা জ্ঞান পেয়েছি যাতে খ্রীষ্টকে জানতে পারি, বাসনা পেয়েছি যাতে তাঁর দিকে ধাবিত হতে পারি, স্মরণশক্তি পেয়েছি যাতে নিজেদের অন্তরে তাঁকে বহন করতে পারি, কারণ আমরা গঠিত হতে হতে তিনিই ছিলেন নমুনা।

শ্লোক এফে ১:৩-৪; ২:১০

প্র ঈশ্বর স্বর্গলোকে যত আত্মিক আশীর্বাদে খ্রীষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন। জগৎপত্তনের আগেই তিনি খ্রীষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন,

উ আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি।

প্র কারণ আমরা তাঁরই শিল্পকর্ম, খ্রীষ্টযীশুতে সেই সমস্ত সৎকর্মের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট, যা ঈশ্বর আগে থেকে স্থিরীকৃত করেছিলেন,

উ আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ২৮:১-১৭

যেরেমিয়া ও সেই মিথ্যাবাদী নবী

যুদা-রাজ সেদেকিয়ার রাজত্বকালের আরম্ভে, চতুর্থ বর্ষের পঞ্চম মাসে, গিবেয়োন-নিবাসী আজ্জুরের সন্তান নবী হানানিয়া প্রভুর গৃহে যাজকদের ও গোটা জনগণের সামনে আমাকে একথা বলল: 'সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন, আমি বাবিলন-রাজের জোয়াল ভেঙে ফেলব! বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার এখান থেকে প্রভুর গৃহের যে সমস্ত পাত্র বাবিলনে নিয়ে গেছে, তা আমি দু'বছরের মধ্যে এখানে ফিরিয়ে আনব। আমি যেহোইয়াকিমের সন্তান যুদা-রাজ যেকোনিয়াকে ও যুদা থেকে নির্বাসিত হয়ে যারা বাবিলনে গিয়েছিল, তাদেরও এখানে ফিরিয়ে আনব—প্রভুর উক্তি—কারণ বাবিলন-রাজের জোয়াল ভেঙে ফেলব।'

নবী যেরেমিয়া যাজকদের সামনে, এবং প্রভুর গৃহে উপস্থিত লোকদের সামনে নবী হানানিয়াকে উত্তর দিলেন। নবী যেরেমিয়া বললেন, 'তাই হোক! প্রভু এমনটি করুন! প্রভুর গৃহের পাত্রগুলি ও নির্বাসিত সকলকে বাবিলন থেকে এখানে ফিরিয়ে আনবার ব্যাপারে তুমি যে ভবিষ্যদ্বাণী দিলে, প্রভু তোমার সেই সকল বাণী সিদ্ধ করুন। কিন্তু আমি তোমাকে ও এখানে উপস্থিত সকলকে যে স্পষ্ট বাণী বলতে যাচ্ছি, তুমি তা ভাল মত শোন। আমার ও তোমার আগে সেকালের যত নবীরা ছিল, তারা বহু দেশ ও মহা মহা রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, অমঙ্গল ও মহামারী বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিল। কিন্তু যে নবী শান্তির ভবিষ্যদ্বাণী দেয়, তার বাণী সত্য হলেই সে সত্যিকারে প্রভু থেকে প্রেরিত নবী বলে স্বীকৃতি পাবে।'

তখন নবী হানানিয়া নবী যেরেমিয়ার ঘাড় থেকে সেই জোয়ালটা নিয়ে ভেঙে ফেলল। এবং হানানিয়া গোটা জনগণের সামনে বলল, 'প্রভু একথা বলছেন: এভাবেই আমি দু'বছরের মধ্যে বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের জোয়াল ভেঙে সমগ্র জাতির ঘাড় থেকে তা দূর করে দেব।' তাতে নবী যেরেমিয়া চলে গেলেন।

হানানিয়া নবী যেরেমিয়ার ঘাড় থেকে জোয়ালটা নিয়ে ভেঙে ফেলার পর প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'হানানিয়াকে গিয়ে বল: প্রভু একথা বলছেন, তুমি কাঠের জোয়াল ভেঙে ফেললে বটে, কিন্তু তার পরিবর্তে আমি লোহারই একটা জোয়াল তৈরি করব। কারণ সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: আমি এই সকল দেশের ঘাড়ে লোহার জোয়াল চেপে দিলাম, যেন তারা বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের অধীন হয়।' তখন নবী যেরেমিয়া নবী হানানিয়াকে বললেন, 'হানানিয়া, শোন! প্রভু তোমাকে প্রেরণ করেননি, অথচ তুমি এই লোকদের মিথ্যাকথায় বিশ্বাস করাচ্ছ। তাই প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি তোমাকে পৃথিবীর বুক থেকে দূর করে দেব; এই বছরেই তোমার মৃত্যু হবে, কারণ তুমি প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার করেছ।' সেই বছরের সপ্তম মাসে নবী হানানিয়ার মৃত্যু হয়।

শ্লোক যেরে ২৩:১৬; ২৮:১৫

প্র সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: সেই নবীরা তোমাদের কাছে যে ভবিষ্যদ্বাণী দেয়, তা তোমরা শুনো না; তারা তোমাদের ভোলায়।

উ তাদের মনের যে মিথ্যাদর্শন, তারা তা-ই বলে, প্রভুর মুখ থেকে যা নির্গত, তা নয়।

প্র নবী যেরেমিয়া নবী হানানিয়াকে বললেন: প্রভু তোমাকে প্রেরণ করেননি, অথচ তুমি এই লোকদের মিথ্যাকথায় বিশ্বাস করাচ্ছ।

উ তাদের মনের যে মিথ্যাদর্শন, তারা তা-ই বলে, প্রভুর মুখ থেকে যা নির্গত, তা নয়।

দ্বিতীয় পাঠ - নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'গরিবদের ভালবাসা কর্তব্য' ১ম উপদেশ

দুর্ভাগা ভাইদের প্রতি দয়াবান হও

অবহেলিত বিদেশী ও প্রবাসীদের অভাব নেই—ভিক্ষা পাবার আশায় পাতা হাত সর্বস্থানেই দেখা যায়। বাতাস ও খোলা আকাশই তাদের ছাদ; বারান্দা, চৌরাস্তা ও ময়দানের নির্জন স্থানই তাদের আশ্রয়; পেঁচা ও বাদুড়ের প্রথা মত তারা গুহায় লুকিয়ে থাকে; পুরাতন ও ছেঁড়া কাপড়ই তাদের একমাত্র সজ্জা; দয়াবান মানুষের মঙ্গলভাবই তাদের জমিজমার ফসল: তখনই তাদের খাদ্য জোটে, যখন কেউ তাদের কাছে এগিয়ে যায়; তাদের পানীয় পশুদের একই পানীয়, তথা উৎসের জল; তাদের নিজেদের করতলই তাদের গ্লাস; একেবারে ছেঁড়া না হলে কিন্তু কিছুটা গ্রহণের উপযোগী হলে তাদের থলিই তাদের খাদ্যভাণ্ডার; পাতা হাঁটুই তাদের খাবার টেবিল, মাটিই বিছানা; তাদের শৌচাগার সেটাই, যা ঈশ্বর সকলের জন্য সাধারণ সম্পদরূপে ব্যবস্থা করলেন, তথা নদী বা বিল।

তারা যাযাবরের মত ও কঠোর ভাবে জীবন যাপন করে—তারা তাই করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমন নয়, দুর্দশা ও দুর্বিপাক তাদের সেই অবস্থায় নিক্ষেপ করেছে। তুমি যে উপবাস পালন কর, তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগাও। দুর্ভাগা ভাইদের প্রতি দয়াবান হও: তোমার উদর থেকে যা বিয়োগ কর, তা ক্ষুধিতদের দান কর। ন্যায্য ঈশ্বরভীতিই সবকিছুর মীমাংসা করুক; তোমার পরিতৃপ্তি ও ভাইয়ের ক্ষুধা, তেমন দ্বন্দ্বকে তোমার ন্যায্য দেহসংযম দ্বারাই কমিয়ে দাও।

সুবুদ্ধি ধনীদের গৃহ গরিবদের জন্য খুলে দিক; গরিবদের চিন্তা তাদের প্রবেশপথ উন্মুক্ত করুক। অভাবগ্রস্তদের ধনবান করা যেন মানবীয় পরিকল্পনার উপরে নির্ভর না করে, বরং ঈশ্বরের সনাতন বাণীই তাদের জন্য একটা গৃহ, একটা বিছানা, একটা টেবিল ব্যবস্থা করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করুক। মধুময় বাণী উচ্চারণ করে তুমি তোমার সম্পদ থেকে অংশ তুলে নিয়ে গরিবদের প্রয়োজন মেটাও; দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের ভিড় যেন তোমার কাছেই আশ্রয় পেতে পারে। প্রত্যেকে যেন প্রতিবেশীর জন্য চিন্তা করে। প্রতিবেশীকে সাহায্য দানে অন্য কেউই যেন তোমার আগে প্রশংসার স্থান না পায়; তোমার জন্য গচ্ছিত পুরস্কার অন্য কেউই যেন তোমার হাত

থেকে কেড়ে না নেয়। দুঃখীকে সোনার মতই ভালবাস, অসুস্থকে এমন ভাবে যত্ন কর ঠিক যেন তার মধ্যে তোমার স্ত্রীর বা সন্তানদের বা দাসদের—এক কথায় তোমার বাড়ির সকলেরই স্বাস্থ্য দেখ। কেননা যখন গরিবদের যত্ন ও সাহায্য করা প্রয়োজন, তখন মহত্তর কারণে তাদেরই বিশেষ যত্নের পাত্র করতে হবে যারা অসুস্থ, কারণ যে অভাবগ্রস্ত ও অসুস্থ, সে নিজের দরিদ্রতার জ্বালা দ্বিগুণ ভোগ করে। স্বাস্থ্যবান যে গরিবেরা, তারা এঘর সেঘর করতে করতে শেষ মুহূর্তে এমন একজনকে পায় যে তাদের একটা কিছু দেবে; নতুবা তারা রাস্তায় বসে সকল পথিকের কাছে ভিক্ষা চায়; কিন্তু যারা অসুস্থ, যারা ক্ষুদ্র এক বস্তির মধ্যে, এমনকি ক্ষুদ্র বস্তির ক্ষুদ্র কোণে রুদ্ধ, তারা দয়া, যত্ন ও ভালবাসায় পূর্ণ সেই তোমারই প্রতীক্ষায় রয়েছে, সেই গর্তের মধ্যে থেকে দানিয়েল হাবাকুকের যেভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন। তাই তুমি ভিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে নবীর সঙ্গী হও; ইতস্তত না করে তৎপর হয়েই ক্ষুধিতকে খাদ্য দান করতে চল; ভয় নেই, প্রথম সহায়ক হওয়ায় তোমার কোন ক্ষতি হবে না। ভয় করো না, ভিক্ষাদানের ফল বিচিত্র ও উপচে পড়া ফল। উপকার বোন, যাতে তার ফসল সংগ্রহ করতে পার ও গোলাঘর উত্তম শস্যে পরিপূর্ণ করতে পার।

শ্লোক মথি ২৫:৩৫,৪০; প্রবচন ১৯:১৭

℣ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছ, তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে।

℟ আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।

℣ দরিদ্রকে যে ভিক্ষা দান করে, সে প্রভুকে ধার দেয়।

℟ আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রজ্ঞা ৬:১-২৫

প্রজ্ঞা ভালবাসার যোগ্য

শোন, রাজারা, বুঝতে চেষ্টা কর;
সারা পৃথিবীর অধিপতিরা, উদ্বুদ্ধ হও।
কান পেতে শোন তোমরা সকলে, যারা অগণিত মানুষের শাসক,
তোমাদের প্রজাদের বিপুল সংখ্যায় যারা তত গর্বিত!
কেননা তোমাদের শাসনক্ষমতা প্রভু থেকেই আগত,
তোমাদের প্রতাপও সেই পরাৎপর থেকে আগত,
যিনি তোমাদের সমস্ত কর্ম তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করবেন,
তোমাদের যত অভিপ্রায় তলিয়ে দেখবেন;
অতএব, তাঁর রাজ্যের সেবক হয়ে যদি তোমরা ন্যায্যভাবে শাসন করে না থাক,
বিধানও যদি পালন করে না থাক,
ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেও যদি আচরণ করে না থাক,
তবে তিনি ভয়াবহভাবে তোমাদের সামনে অকস্মাৎ রুখে দাঁড়াবেন,
কারণ যারা উচ্চতে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে বিচার কঠিন;
নিম্ন পর্যায়ের মানুষ দয়ার যোগ্য,
কিন্তু প্রতাপশালীরা কঠোরভাবে পরীক্ষিত হবে।
বিশ্বপ্রভু তো কারও সামনে পিছটান দেন না,
মহত্ত্বের সামনেও তিনি সঙ্কুচিত হন না,
কারণ তিনি ছোটকেও গড়েছেন, বড়কেও গড়েছেন,
তাই সকলের প্রতি সমান যত্ন দেখান।
কিন্তু তবুও প্রতাপশালীদের জন্য কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে।

সুতরাং, হে রাজনেতা সকল, আমার বাণী তোমাদেরই লক্ষ করে,
যেন প্রজ্ঞার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তোমাদের পতন না ঘটে।
যে কেউ পবিত্র বিষয় পবিত্রতার সঙ্গে পালন করে, সে পবিত্র বলে গণ্য হবে,
যে কেউ সেগুলো শিখে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, সেগুলোতেই সে আত্মপক্ষসমর্থন পাবে।
অতএব আমার বাণীর আকাঙ্ক্ষী হও,
সেই বাণী বাসনা কর, তবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে।
প্রজ্ঞা উজ্জ্বল, কখনও ম্লান হয় না।
প্রজ্ঞাকে যে ভালবাসে, সে সহজেই পায় তার দর্শন,
তার সন্ধান যে করে, সে সহজেই পায় তার সন্ধান।
নিজেকে জ্ঞাত করতে প্রজ্ঞা নিজেই আপন আকাঙ্ক্ষীদের কাছে আসে।
তার জন্য যে কেউ সকালে সকালে ওঠে, তার কোন কষ্ট হবে না,
সে বরং দরজায় এসে দেখবে, প্রজ্ঞা সেখানে আসীন।
প্রজ্ঞা-ধ্যানে নিবিষ্ট থাকা, এ তো সিদ্ধ সদ্বিবেচনার প্রমাণ,
তার জন্য যে জাগ্রত থাকে, সে হঠাৎ নিরুদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে।
যারা তাকে পাবার যোগ্য, তাদের সন্ধানে সে নিজেই বেরিয়ে পড়ে,
মঙ্গলভাব দেখিয়ে সে রাস্তা-ঘাটে তাদের কাছে দেখা দেয়,
সমস্ত মঙ্গলময়তা দেখিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে আসে।
উদ্বুদ্ধ হওয়ার সরল আকাঙ্ক্ষা, এ প্রজ্ঞালাভের সূচনা ;
উদ্বুদ্ধ হতে যত্নশীল হওয়া, এ প্রজ্ঞার প্রতি ভালবাসা ;
তার বিধিনিয়ম পালনেই সেই ভালবাসার প্রকাশ,
বিধিনিয়মের প্রতি সম্মানেই অক্ষয়শীলতার নিশ্চিত পণ ;
এবং অক্ষয়শীলতা ঈশ্বরের সান্নিধ্য দান করে ;
ফলে প্রজ্ঞালাভের আকাঙ্ক্ষা রাজ্যের দিকে চালিত করে।
অতএব, হে জাতিগুলির রাজনেতারা, যদি রাজাসনে ও রাজদণ্ডেই তোমরা প্রীত,
প্রজ্ঞাকে সম্মান কর ; তবে রাজত্ব করতে পারবে চিরকাল ধরে।
প্রজ্ঞা যে কী, তার উদ্ভব কেমন, আমি এখন একথা ব্যাখ্যা করব :
তার নিগূঢ় রহস্য তোমাদের কাছে গোপন রাখব না,
বরং তার উৎপত্তি থেকেই তার পাদচিহ্ন পালন করে আসব,
তার পরিচয় সুস্পষ্টই করে তুলব,
সত্য থেকে সরব না।
গ্রাসকারী সেই হিংসা আমার সহচর হবে না,
প্রজ্ঞার সঙ্গে হিংসার তো কোন সম্বন্ধ নেই।
প্রজ্ঞাবানের বিপুল সংখ্যাই জগতের পরিত্রাণ,
সুবিবেচক রাজাই তাঁর আপন জাতির নিরাপত্তার সার।
তাই তোমরা আমার বাণী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠ ; তোমাদের লাভ নিশ্চিত।

শ্লোক প্রজ্ঞা ৭:১৩,১৪; ৩:১১; ৭:২৮

প্র সরল মনে যা শিখেছি, আমি সেই প্রজ্ঞার কথা মুক্তহস্তে সম্প্রদান করি।

উ প্রজ্ঞা মানুষের কাছে এমন এক ধন, যার সীমা নেই।

প্র হ্যাঁ, দুর্ভাগাই তারা, যারা প্রজ্ঞা ও শাসন অবজ্ঞা করে, কেননা ঈশ্বর তাকেই মাত্র ভালবাসেন, প্রজ্ঞার সঙ্গে যে বাস করে।

উ প্রজ্ঞা মানুষের কাছে এমন এক ধন, যার সীমা নেই।

দ্বিতীয় পাঠ - ধন্য গুইগো-লিখিত 'ঈশ্বরদর্শনে যাপিত জীবন' **৩:৬-৭**

প্রভু, আমি তোমার শ্রীমুখের অন্বেষণ করছিলাম

পাঠ সুখময় জীবনের মাধুর্যের সন্ধান করে, ধ্যান তার সন্ধান পায়, প্রার্থনা তা দাবি করে, দর্শন তা ভোগ করে।

পাঠ এমন গুরুপাক খাদ্যের মত যা মুখের সামনে দেওয়া হয়, চিবাতে চিবাতে ধ্যান তা টুকরো টুকরো করে, প্রার্থনা তার স্বাদ ধারণ করে ও দর্শন হল সেই মাধুর্য নিজেই, যা আনন্দ ও আরাম দেয়। পাঠ ফলের খোসা নিয়ে ব্যস্ত, ধ্যান তার শাঁস নিয়ে প্রবৃত্ত, প্রার্থনা অভিলাষের সন্ধানে সচেষ্ট, দর্শন প্রাপ্ত মাধুর্যের পরিতৃপ্তিতে সিদ্ধ।

আত্মা যখন দেখে যে, ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বর-অভিজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষিত মাধুর্যে সে নিজে নিজে পৌঁছতে অক্ষম, এবং তাও দেখে যে, নিজ হৃদয়কে সে যতখানি উর্ধ্বে উন্নীত করে, ঈশ্বর ততখানি উর্ধ্বে দূরবর্তী হন, তখন সে নিজেকে বিনীত করে প্রার্থনায় আশ্রয় নিয়ে বলে: হে প্রভু, তুমি যে কেবল শুদ্ধহৃদয়দেরই কাছে দৃষ্টিগোচর, আমি তো পাঠ ও ধ্যান করতে করতে অনুসন্ধান করছি হৃদয়ের সেই প্রকৃত শুদ্ধতা কী, ও কেমন করে তা অর্জন করা যায়, যাতে তার মধ্য দিয়ে আমি—যদিও ক্ষুদ্র ভাবে—তোমাকে জানতে পারি।

আমি তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করছিলাম, প্রভু; তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করছিলাম; বহুদিন থেকে আমি নিজের হৃদয়ে ধ্যান করে আসছি, আর ধ্যান করতে করতে জ্বলে উঠল আগুন, জ্বলে উঠল তোমাকে আরও গভীরে জানবার অভিলাষ। তুমি যখন আমার জন্য পবিত্র শাস্ত্রের রুটি ছিঁড়ে টুকরো কর, তখনই, সেই রুটি ছেঁড়াতেই, তুমি আমার কাছে নিজেকে জ্ঞাত কর, আর আমি যতখানি তোমাকে জানি, তোমাকে জানবার ততখানি বাসনা করি—অক্ষরের খোসায় আর নয়, গভীরতর অভিজ্ঞতায়ই জানতে বাসনা করি। প্রভু, আমার কর্মের পুণ্যফলের খাতিরে নয়, তোমার দয়ার খাতিরেই এ সমস্ত কিছু যাচনা করি। কেননা স্বীকার করি, আমি অযোগ্য পাপী; কিন্তু তবু *কুকুরশাবকেরাও নিজেদের মনিবের টেবিল থেকে যে খাবারের টুকরো পড়ে তা খায়।* এজন্য, প্রভু, ভাবী উত্তরাধিকারের পণ দান কর, স্বর্গীয় বৃষ্টির এক বিন্দুমাত্রও দান কর, যাতে আমার পিপাসায় আরাম পাই—কারণ আমি প্রেমে পুড়ি।

তেমন ধরনের ভক্তিপূর্ণ বচনেই প্রাণ নিজ বাসনা উদ্দীপ্ত করে তোলে, এভাবেই নিজ আসক্তি দেখায়, তেমন মন্ত্রবলেই নিজ বরকে ডাকে। তখন যিনি ধার্মিকদের উপর মুখ তুলে চান, যিনি তাদের মিনতি শোনেন শুধু নয়, কান পেতেই শোনেন, সেই প্রভু অপেক্ষা করেন না সেই যাচনা শেষ হোক, বরং প্রার্থনাটির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে সহসা আকাঙ্ক্ষী প্রাণের কাছে তৎপর হয়ে এসে উপস্থিত হন, এবং স্বর্গীয় মাধুর্যের শিশিরে ও অমূল্য সুগন্ধি তেলে স্নাত হয়ে তিনি শ্রান্ত প্রাণকে আরাম দেন, ক্ষুধিত প্রাণকে পরিতৃপ্ত করেন, পিপাসিত প্রাণকে অমৃতধারায় পরিপূর্ণ করে তার মন থেকে পার্থিব সমস্ত বিষয় মুছিয়ে দেন, এবং অপরূপভাবে তার আমিত্বের মৃত্যু ঘটিয়ে তাকে পুনরুজ্জীবিত করার পর তাকে মত্ত করে প্রজ্ঞাবান করে তোলেন।

শ্লোক এজরা ৮:২২; বিলাপ ৩:২৫

প্র যারা প্রভুকে ত্যাগ করে, তাঁর পরাক্রম ও তাঁর ক্রোধ সেই সকলের বিরুদ্ধে।
উ যে কেউ পরমেশ্বরের অন্বেষণ করে, তাঁর হাত মঙ্গলের জন্য তাদের প্রত্যেকজনের উপরেই আছে।
প্র তাঁর উপরে যে আশা রাখে, যে প্রাণ তাঁর অন্বেষণ করে, তার পক্ষে প্রভুই মঙ্গল।
উ যে কেউ পরমেশ্বরের অন্বেষণ করে, তাঁর হাত মঙ্গলের জন্য তাদের প্রত্যেকজনের উপরেই আছে।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ২৯:১-১৪

বাবিলনে নির্বাসিত ইস্রায়েলীয়দের কাছে

যেরেমিয়ার পত্র

এগুলো হল সেই পত্রের কথা, যা নবী যেরেমিয়া যেরুসালেম থেকে পাঠালেন নির্বাসিত বাকি প্রবীণদের কাছে, যাজকদের, নবীদের ও গোটা জনগণের কাছে, যাদের নেবুকাদ্নেজার যেরুসালেম থেকে দেশছাড়া করে বাবিলনে নিয়ে গেছিলেন। যেকোনিয়া রাজা, মাতারানী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, যুদা ও যেরুসালেমের সমাজনেতারা, শিল্পকার ও কর্মকারেরা যেরুসালেম থেকে চলে যাওয়ার পরেই তিনি পত্রটা পাঠালেন। পত্রটা শাফানের সন্তান এলেয়াসা ও হিল্কিয়ার সন্তান গেমারিয়ার হাতে পাঠানো হয়; এই দু'জনকে যুদা-রাজ সেদেকিয়া দ্বারা বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের কাছে বাবিলনে পাঠানো হয়েছিল। পত্রের কথা এই:

'সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: যেরুসালেম থেকে দেশছাড়া করে যাদের আমি বাবিলনে এনেছি, সেই সকল নির্বাসিত লোকের প্রতি আদেশ এ: তোমরা ঘর বেঁধে সেখানে বাস কর; খেত-খামার করে তার ফল ভোগ কর; বিবাহ করে সন্তানসন্ততির জন্ম দাও; ছেলেদের জন্য স্ত্রী বেছে নাও ও মেয়েদের বিবাহ দাও, যেন তারাও সন্তানসন্ততি উৎপন্ন করে। সেখানে বংশবৃদ্ধি কর, তোমাদের জনসংখ্যা যেন হ্রাস না পায়। আমি যে শহরে তোমাদের নির্বাসিত অবস্থায় এনেছি, তার সমৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাক; তার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, যেহেতু তার সমৃদ্ধির উপরেই তোমাদের নিজেদের সমৃদ্ধি নির্ভর করে।

সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তোমাদের মধ্যে যত নবী ও মন্ত্রজালিক এখনও রয়েছে, তারা যেন তোমাদের না ভোলায়; তারা যে স্বপ্ন দেখে, তাতে তোমরা কান দিয়ো না; কারণ তারা তোমাদের কাছে আমার নামে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী দেয়; আমি তাদের পাঠাইনি—প্রভুর উক্তি।

তাই প্রভু একথা বলছেন: বাবিলনকে মঞ্জুর করা সেই সত্তর বছর পূর্ণ হওয়ার পর আমি তোমাদের দেখতে আসব এবং তোমাদের পক্ষে আমার মঙ্গলবাণী সিদ্ধ করব, হ্যাঁ, তোমাদের আবার এইখানে ফিরিয়ে আনব। কারণ আমি তো জানি তোমাদের জন্য কী কী পরিকল্পনা করেছি—প্রভুর উক্তি—, শান্তিরই পরিকল্পনা, অমঙ্গলের পরিকল্পনা নয়, যেন তোমাদের দিতে পারি একটা ভবিষ্যৎ, একটা আশা। তোমরা আমাকে ডাকবে, আমার কাছে এসে প্রার্থনা করবে, আর তখনই আমি তোমাদের সাড়া দেব; তোমরা আমার অন্বেষণ করবে, আর তখনই আমাকে পাবে যখন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার অনুসন্ধান করবে; আমি তোমাদের নিজের উদ্দেশ পেতে দেব—প্রভুর উক্তি—তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব, এবং যে সকল দেশের মধ্যে ও যে সকল জায়গায় তোমাদের বিক্ষিপ্ত করেছি, সেই সকল জায়গা থেকে তোমাদের সংগ্রহ করব—প্রভুর উক্তি—এবং যেখান থেকে তোমাদের নির্বাসিত করেছি, সেইখানে তোমাদের ফিরিয়ে আনব।'

শ্লোক সাম ১০৫:১,৪; সিরা ২:১০

প্র প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, কর তাঁর নাম।
উ প্রভু ও তাঁর শক্তির সন্ধান কর, অনুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর।
প্র ভেবে দেখ: প্রভুতে আস্থা রেখে কাকেই বা লজ্জা পেতে হল?
উ প্রভু ও তাঁর শক্তির সন্ধান কর, অনুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **পঞ্চাশত্তমী, উপদেশ ২:১-২**

আমার পরিকল্পনা শান্তিরই পরিকল্পনা

মহিমময় পুনরুত্থানের পর, গৌরবময় স্বর্গারোহণের পর, স্বর্গধামের কান্তির পর এবিষয় মাত্র বাকি ছিল, তথা ধার্মিকদের প্রত্যাশা আনন্দের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করবে ও স্বর্গীয় বাসিন্দা মঙ্গলদানে পরিতৃপ্ত হবেন।

আর দেখ ইসাইয়া বহুদিন আগে কেমন প্রভাবপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এ সমস্ত বিষয় বর্ণনা করেছিলেন: *সেদিন প্রভুর সেই বীজাঙ্কুর কান্তিতে ও গৌরবে বেড়ে উঠবে; ইস্রায়েলের যারা রেহাই পাবে, তখন দেশভূমির ফল হবে তাদের গর্ব, তাদের ভূষণ।* প্রভুর এ বীজাঙ্কুর হলেন খ্রীষ্টযীশু: কেবল তিনিই পাপশূন্য উদ্ভবের মধ্য দিয়ে জন্ম নিলেন, কেননা পাপের সদৃশ মাংসে জাত হয়েও তথাপি পাপময় মাংসে জন্ম নেননি, এবং মাংস অনুসারে আদমের সন্তান হয়েও অপরাধ অনুসারে আদমের সন্তান নন, কারণ অপরাধে জাত অন্য

সকল মানুষের মত তিনি স্বরূপে ক্রোধের সন্তান ছিলেন না।

সুতরাং এ বীজাঙ্কুর, যিনি যেসের মূলকাণ্ড থেকে কুমারীর উর্বর গর্ভে পল্লবিত হলেন, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করায় *মহিমায় বেড়ে উঠলেন*, কারণ তখনই, হে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু, *প্রভা ও মহিমায় সুসজ্জিত হয়ে ও উত্তরীয়ের মত আলোতে বিভূষিত হয়ে তুমি সুমহান হলে।* অতএব, হে প্রভু যীশু, ইস্রায়েলে যাঁরা উদ্ধার পেয়েছেন, জগৎসৃষ্টির আগে যাঁরা তোমার দ্বারা মনোনীত হয়েছিলেন, সেই প্রেরিতদূতদের জন্য এবার আনন্দ আসুক; আসুন তোমার সেই মঙ্গলময় আত্মা, যাতে কালিমা ধৌত করেন ও সুবিচার ও ভক্তির প্রেরণায় আমাদের অন্তরে সদ্‌গুণ সঞ্চার করেন।

তবে এসো, ভ্রাতৃগণ, আমাদের মধ্যে ও আমাদের ঊর্ধ্বে পরমত্রিত্ব জগৎসৃষ্টি থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা সাধন করলেন, তা ধ্যান করি; এসো, দেখি বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রণ ও শাসন যাঁর উপর নির্ভরশীল, সেই মহিমা কেমন যত্নবান হলেন পাছে আমাদের হারান চিরকালের মত। সেই মহিমময় ত্রিত্ব সবকিছু প্রভাবের সঙ্গে সৃষ্টি করে প্রজ্ঞার সঙ্গে সবকিছু শাসন করছিলেন, এবং বিশ্বসৃষ্টিতে ও বিশ্বগতি-নিয়ন্ত্রণে প্রভাব ও প্রজ্ঞা উভয়েরই চিহ্ন সুস্পষ্টই ছিল। তাছাড়া, ঈশ্বরে মঙ্গলময়তা বিদ্যমান ছিল, এমন মঙ্গলময়তা যা অপরিসীম হয়েও পিতার হৃদয়ে গুপ্ত অবস্থায় থাকত, যাতে সময় হলে আদমসন্তানদের উপরে অতিমাত্রায় বর্ষিত হয়। কেননা প্রভু বলছিলেন: *আমার পরিকল্পনা শান্তিরই পরিকল্পনা*, যাতে আমাদের কাছে তাঁকেই প্রেরণ করেন যিনি আমাদের শান্তি, যিনি *সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন* যেন আমাদের কাছে উত্তরোত্তর শান্তি দান করতে পারেন: *যারা দূরে ছিল তাদের জন্য শান্তি, ও যারা কাছে ছিল তাদেরও জন্য শান্তি।* তাই ঊর্ধ্বস্থিত সেই ঐশবাণী আমাদের কাছে নেমে এলেন—তাঁর আপন মঙ্গলময়তা তাঁকে আমন্ত্রণ করল, দয়া তাঁকে আকর্ষণ করল, যে সত্য অনুসারে তিনি আসবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন সেই সত্যই তাঁকে বাধ্য করল, কুমারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে কুমারী-গর্ভের শুচিতা তাঁকে গ্রহণ করল, ঐশপ্রভাব তাঁর জন্ম ঘটাল, বাধ্যতা তাঁকে সবকিছুতে চালিত করল, সহিষ্ণুতা তাঁকে অস্ত্রসজ্জিত করল, ভালবাসা কথায় ও অলৌকিক কাজে তাঁকে প্রকাশ করল।

শ্লোক এফে ২:১৪,১৫; যোয়েল ২:২৩ (লাতিন মূলপাঠ)

প্র তিনি নিজেই আমাদের শান্তি; তিনি বিধিনির্দেশের সেই বিধান আপন মাংসে বাতিল করায় সেই দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন এবং বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী প্রাচীর অর্থাৎ শত্রুতা ভেঙে ফেলেছেন,

উ যেন সেই দুইকে নিয়ে তিনি নিজেতে এক-ই নতুন মানুষকে সৃষ্টি ক'রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

প্র হে সিয়োন-সন্তানেরা, উল্লসিত হও, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুতে আনন্দ কর, কারণ তিনি ধর্মময়তার গুরুকে তোমাদের দান করলেন,

উ যেন সেই দুইকে নিয়ে তিনি নিজেতে এক-ই নতুন মানুষকে সৃষ্টি ক'রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রজ্ঞা ৭:১৫-৩০

প্রজ্ঞা স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

ঈশ্বর এমনটি হতে দিন, আমি যেন সুচিন্তিত কথা ব্যক্ত করতে পারি,
আমার অন্তরে এমন চিন্তারও যেন উদয় হয়, যা সেই পাওয়া মঙ্গলদানের যোগ্য;
কেননা তিনিই প্রজ্ঞা অভিমুখে পথপ্রদর্শক,
তিনিই আবার প্রজ্ঞাবানদের সৎদিশারী।
তাঁরই হাতে রয়েছি আমরা, হ্যাঁ, আমরা ও আমাদের সকল উক্তি,
তাঁরই হাতে সমস্ত সুবুদ্ধি ও আমাদের সমস্ত কৌশল।
তিনি আমাকে সবকিছুর সূক্ষ্মতম জ্ঞান মঞ্জুর করলেন,
যেন আমি বুঝতে পারি জগতের গঠন ও সমস্ত পদার্থের গুণ,
যেন বুঝতে পারি কালের আদি, তার অন্ত ও তার মধ্যপথ,

অয়নান্ত-পালা ও ঋতুর পরম্পর লীলা,
বর্ষ-চক্র ও জ্যোতিষ্করাজির স্থান,
পশুদের স্বভাব ও বন্যজন্তুদের সহজাত প্রবৃত্তি,
আত্মাদের প্রভাব ও মানুষদের চিন্তা-যুক্তি,
গাছপালার বৈচিত্র ও শিকড়ের বিশেষ বিশেষ গুণ।
যা কিছু গুপ্ত, যা কিছু প্রকাশ্য, তা সমস্তই জানি,
নিখিলের নির্মাতা সেই প্রজ্ঞাই যে আমাকে উদ্বুদ্ধ করল!
প্রজ্ঞায় এমন আত্মা বিদ্যমান যা সুবুদ্ধিমণ্ডিত, পবিত্র,
অদ্বিতীয়, বহুবিধ, সূক্ষ্ম,
গতিশীল, প্রাঞ্জল, কলঙ্কমুক্ত,
স্বচ্ছ, নিরস্ত্র, মঙ্গলপ্রিয়, তীক্ষ্ণ,
বাধামুক্ত, শুভকামী, মানব-প্রেমী,
সুস্থির, সুনিশ্চিত, উদ্বেগহীন,
সর্বশক্তিমান, সর্বদর্শী,
এবং বুদ্ধিসম্পন্ন, বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্মতম সকল আত্মায় পরিব্যাপ্ত।
প্রজ্ঞা সমস্ত গতির চেয়েও দ্রুতগামী;
তার শুদ্ধতা গুণে সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত, সবকিছুতে প্রবেশ করতে সক্ষম।
প্রজ্ঞা ঈশ্বরের স্বয়ং পরাক্রমের নিঃসৃত ফুৎকার,
সর্বশক্তিমানের গৌরবের শুদ্ধ নির্গমন;
এজন্য কলুষিত কোন কিছু তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় না।
প্রজ্ঞা সনাতন জ্যোতির প্রতিবিম্ব,
ঈশ্বরের কর্মসাধনার কলঙ্কমুক্ত দর্পণ,
তাঁর মঙ্গলময়তার প্রতিমূর্তি।
যদিও একক, তবু সবকিছুই করতে সক্ষম;
নিজে অভিন্ন হয়ে থেকেও সবকিছু নবীন করে তোলে,
ও যুগের পর যুগ পুণ্যবানদের প্রাণে প্রবেশ ক'রে
তাদের করে তোলে ঈশ্বরের বন্ধু, তাদের করে তোলে নবী।
কেননা ঈশ্বর তাকেই মাত্র ভালবাসেন, প্রজ্ঞার সঙ্গে যে বাস করে।
সত্যি, প্রজ্ঞা সূর্যের চেয়েও সুন্দরতম,
সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলের চেয়েও উজ্জ্বল;
আলোর সঙ্গে তার তুলনা করলে, প্রজ্ঞাই আসে প্রথম।
বস্তুত আলোর পরে আসে রাত,
কিন্তু প্রজ্ঞার উপরে অধর্ম জয়ী হতে অক্ষম।

শ্লোক কল ১:১৫-১৬; প্রজ্ঞা ৭:২৬

প্র খ্রীষ্টই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, তিনি তো নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত;
উ সবই তাঁরই মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে।
প্র তিনি সনাতন জ্যোতির প্রতিবিম্ব ও ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার প্রতিমূর্তি;
উ সবই তাঁরই মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আথানাসিউস-লিখিত 'আরিউসপন্থীদের বিপক্ষে' **২:৭৮,৭৯**

সৃষ্টবস্তু প্রজ্ঞার মুদ্রাঙ্কন ও তার প্রতিমূর্তি বহন করে

যেহেতু এই প্রজ্ঞার সৃষ্ট প্রতিচ্ছবি আমাদের অন্তরে ও অন্য সকল বস্তুতে রয়েছে, সেজন্য যুক্তিসঙ্গতভাবেই সেই সত্যকার ও সৃজনী শক্তিমন্ডিত প্রজ্ঞা নিজের স্বরূপের যা যা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, তা নিজের জন্য আপন করে নিয়ে বলে, *প্রভু আপন কার্যকলাপের মধ্যে আমাকে সৃষ্টি করলেন।* এভাবে আমাদের মধ্যে বিরাজমান এই প্রজ্ঞা নিজের বিষয়ে যা কিছু বলে, প্রভু নিজেরই বলে যেন তা দাবি করেন। এমনটি ঘটবার কারণ এই নয় যে স্রষ্টা যিনি তিনি সৃষ্টবস্তুর পর্যায়ে পড়েন, বরং এজন্যই ঘটে যে, সৃষ্টবস্তুর মধ্যে তাঁর সৃষ্ট প্রতিমূর্তি বিরাজিত; তাই তিনি সেই সমস্ত কথা বলেন ঠিক যেন নিজেরই বিষয়ে কথা বলতেন। একই কথা দাঁড়ায় যখন প্রভু বলেন: *যে তোমাদের গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে,* কারণ আমাদের মধ্যে তাঁর প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান; তাই যদিও তিনি সৃষ্টবস্তুর মধ্যে পরিগণিত নন, তথাপি যেহেতু সৃষ্টবস্তুর মধ্যে তাঁর প্রতিমূর্তি ও প্রতিচ্ছবি সৃষ্ট হয় ঠিক যেন তিনি নিজেই সেগুলোতে সৃষ্ট হন, সেজন্য তিনি বলেন: *আপন সৃষ্টিকর্মের সূচনা থেকেই প্রভু আমাকে সৃষ্টি করেছেন, হ্যাঁ, তাঁর কর্মসাধনের প্রারম্ভে—সেসময় থেকে।* এখন সৃষ্টবস্তুর মধ্যে প্রজ্ঞার প্রতিচ্ছবি এজন্যই দেওয়া হয়েছে, যাতে জগৎ সেই প্রজ্ঞায় নিজের নির্মাতা সেই বাণীকে জানতে পারে ও বাণী দ্বারা পিতাকে জানে; আর পল ঠিক একথা সপ্রমাণ করে বলেন: *ঈশ্বরের বিষয়ে যা জানা যেতে পারে, তা তাদের কাছে প্রকাশ্য, যেহেতু ঈশ্বর নিজে তাদের কাছে তা প্রকাশ করেছেন: তাঁর অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁর সনাতন পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিলগ্ন থেকে বোধশক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।* ফলত বাণী স্বরূপে আদৌ সৃষ্ট নন, কিন্তু প্রবচনমালার সেই পদ এই অর্থ অনুসারেই অনুধাবনযোগ্য যে, পদটা সেই প্রজ্ঞাই সংক্রান্ত, যে প্রজ্ঞা আমাদের মধ্যে সত্যি বিদ্যমান, ও আমাদের মধ্যে তার বিদ্যমানতাও স্বীকার্য।

আর ভ্রান্তমতপন্থীরা যদি একথা বিশ্বাস না করে, তারাই আমাদের উত্তর দিক, সৃষ্টবস্তুতে কোন প্রকার প্রজ্ঞা আছে কিনা। যদি না থাকে, তবে কেনই বা প্রেরিতদূত দুঃখের কণ্ঠে বলেন, *ঈশ্বরের প্রজ্ঞাময় সঙ্কল্প অনুসারে জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানতে পারেনি?* আবার, কোনও প্রকার প্রজ্ঞা যদি না থাকে, তাহলে শাস্ত্রে কেনই বা এত বহুসংখ্যক প্রজ্ঞাবানদের কথা উল্লিখিত? বাস্তবিকই, *প্রজ্ঞাবান ভয় ক'রে অন্যায় থেকে সরে যায়; প্রজ্ঞা নিজের জন্য গৃহ নির্মাণ করল;* উপদেশকও বলেন, *মানুষের প্রজ্ঞা তার মুখ উজ্জ্বল করে।* এরপর তিনি সেই দুঃসাহসীদের ভর্ৎসনা করে বলেন, *একথা জিজ্ঞাসা করতে নেই: বর্তমানকালের চেয়ে অতীতকাল কেন ভাল ছিল? কেননা তেমন জিজ্ঞাসা প্রজ্ঞা থেকে আগত নয়।*

সৃষ্টবস্তুতে প্রজ্ঞা বিদ্যমান, এবিষয়ে সিরার ছেলে সাক্ষ্যদান করে বলেন: *প্রভু তাঁর সমস্ত নির্মাণকাজের উপরে তা বর্ষণ করলেন, আপন দানশীলতা অনুসারে তা বর্ষণ করলেন সমস্ত প্রাণীর উপর, যারা তাঁকে ভালবাসে, তাদের কাছেই তা মঞ্জুর করলেন।* তবু যা সঞ্চারিত হয়, তা ঐশপ্রজ্ঞার স্বরূপ নয়, কারণ ঐশপ্রজ্ঞা স্বরূপে অখণ্ড ও একমাত্র-জনিতা, কিন্তু তার প্রতিমূর্তিই সঞ্চারিত হয় যা জগতে অভিব্যক্ত। ফলত, জগতে সঞ্চারিত প্রজ্ঞা ও জ্ঞান যার নমুনা ও প্রতিচ্ছবি, সেই সত্যকার ও সৃজনী শক্তিমন্ডিত প্রজ্ঞা যখন একপ্রকারে নিজের বিষয়ে বলে, *প্রভু আপন কার্যকলাপের মধ্যে আমাকে সৃষ্টি করলেন,* তখন কেনই বা তার একথা অবিশ্বাস্য মনে হবে? যে প্রজ্ঞা সৃষ্ট হয়েছে, তা হল সেই প্রজ্ঞা যা আমাদের বিশ্বমণ্ডলে বিদ্যমান, আর এ প্রজ্ঞা অনুসারেই *আকাশমণ্ডল বর্ণনা করে ঈশ্বরের গৌরব ও গগনতল ঘোষণা করে তাঁর হাতের কর্মকীর্তি।* অন্য দিকে অপর প্রজ্ঞা সৃষ্ট নয়, বরং সে নিজেই স্রষ্টা।

শ্লোক প্রজ্ঞা ৭:২২,২৩; ১ করি ২:১০

প্র প্রজ্ঞায় এমন আত্মা বিদ্যমান যা সুবুদ্ধিমন্ডিত, পবিত্র, অদ্বিতীয়, বহুবিধ, সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ, মঙ্গলপ্রিয়, বাধামুক্ত,
উ সর্বশক্তিমান, সর্বদর্শী, সকল আত্মায় পরিব্যাপ্ত।
প্র আত্মা সবই তলিয়ে দেখেন, ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয়ও তলিয়ে দেখেন।
উ সর্বশক্তিমান, সর্বদর্শী, সকল আত্মায় পরিব্যাপ্ত।